NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রোর জমি দখল রুখতে পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের

চক্রধরপুর ডিভিশনে বাতিল একাধিক ট্রেন ২

কলকাতা ১১ জুন ২০২৫ ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৫৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.06.2025, Vol.18, Issue No. 359, 8 Pages, Price 3.00

বিধানসভায় ধর্ম-যুদ্ধ

শক্তিশালী সংস্কার ও আত্মনির্ভরতায় প্রতিরক্ষায় পালক

গত এগারো বছরে দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে আধুনিকীকরণ ও আত্মনির্ভরতার সংকল্প।

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরে 'আত্মনির্ভর ভারতের অঙ্গীকার করেছিলেন মোদী। সম্ভবত যার বাস্তবায়ন সবথেকে বেশি করে দেখা গিয়েছে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে। সোমবার কেন্দ্রে এনডিএ সরকারের শাসনকালের এগারো বছর পূর্ণ হয়েছে। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাবি করলেন, গত এগারো বছরে দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের মূল রয়েছে আধুনিকীকরণ ও আত্মনির্ভরতার সংকল্প।

ইতিমধ্যে গুজরাত, উত্তরপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের কারখানা। এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'গত ১১ বছরে আমাদের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখ যোগ্য পরিবর্তন এসেছে। লক্ষ্য হল আধুনিকীকরণ এবং প্রতিরক্ষা উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়া। ভারতকে আরও শক্তিশালী করার সংকল্পে ভারতের জনগণ যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন তা দেখে আনন্দিত বোধ করছি।'

এদিন আত্মনির্ভরতার সাফল্যকে তুলে ধরতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে মোদীর পোস্টে। ওই পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৪-'১৫ অর্থবর্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১, ৯৪০ কোটি টাকা, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে তা পৌঁছে গিয়েছে ২৩, ৬২২ কোটি টাকায়। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি একাধিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষার কথাও তুলে ধরা হয়েছে মোদী সরকারের এক দশকের সাফল্য হিসাবে। উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বশান্তির জন্যে রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্বে ৫০টি মিশনে গিয়েছে ভারতের ২.৯ লক্ষ সেনা। এছাড়াও কোভিডের ভ্যাকসিন তৈরি এবং তা বিভিন্ন দেশকে দেওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে এনডিএ সরকারের এগারো বছরের সাফল্যের খতিয়ানে।

ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ নয়, ওবিসি ইস্যুতে বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওবিসি সংরক্ষণ প্রশ্নে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে বলে বিধানসভা অধিবেশনে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন; সংরক্ষণের নির্ণায়ক ধর্ম নয়, একমাত্র মাপকাঠি আর্থিক ও সামাজিক অনগ্রসরতা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা বলছেন ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ হচ্ছে, তাঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল। ওবিসি তালিকা নির্ধারণের সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। আর্থিক ও সামাজিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতেই সার্ভে হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন করা হবে।'

এদিকে ওবিসি তালিকা নিয়ে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ তুলেছে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখার পরেই এ নিয়ে বিজেপি বিধায়করা বিধানসভায় সরব হন। অধ্যক্ষ মধ্যাহ্নভোজন-এর বিরতি ঘোষণা করার পরেও তাঁরা কিছুক্ষণ বিক্ষোভ চালিয়ে যান।

পাশাপাশি, 'অপারেশন সিঁদুর'-এ ভারতীয় সেনাবাহিনীর পরাক্রমকে শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্য বিধানসভায় মঙ্গলবার বিশেষ প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুলওয়ামা হামলার প্রসঙ্গ তুলে বিজেপিকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর খোঁচা, 'নির্বাচন আসলেই একটা পুলওয়ামা করতে হবে! এটা যেন না হয়।'

যাঁরা বলছেন ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ হচ্ছে, তাঁরা মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। এটা সম্পূর্ণ ভুল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মঙ্গলবার বিধানসভায় তাঁর সেই বক্তব্য তুলে ধরে কেন্দ্রকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশ্ন তোলেন, পহেলগাঁওয়ে পর্যটকদের নিরাপত্তা ছিল না কেন? তাঁর কথায়, 'সেনাদের সম্মান জানিয়ে, জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা জানিয়েও বলব, কেন্দ্র সরকারের আরও স্ট্রং হওয়া উচিত ছিল।'

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'বাংলাই একমাত্র নির্বাচিত সরকার যেখানে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনা হচ্ছে। সব বিধানসভা, লোকসভায়, রাজ্যসভায় এই প্রস্তাব আনা উচিত।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর তীব্র কটাক্ষ, 'আপনি বিরোধী দলনেতা? লজ্জা! সামান্য ভদ্রতাও জানেন না। বিধানসভায় মিথ্যা বলছেন! বাইরে কী করেন কে জানে?'

ওবিসি ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ অনৈতিক: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওবিসি সংরক্ষণ ইস্যুতে মঙ্গলবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচরণকে ঘিরে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কোনও পূর্বঘোষণা ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রীর এই হঠাৎ বক্তব্য এবং বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকাকে 'ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি' এবং 'বিরোধীদের অপমান' বলে অভিহিত করেন তিনি। 'কোনও এজেন্ডা ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রীর হঠাৎ প্রবেশ ও মিথ্যা বক্তব্য' বলেই দাবি করেন বিরোধী দলনেতা।

শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, 'কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই, কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় হঠাৎ করে বিধানসভায় প্রবেশ করেন এবং ওবিসি সংরক্ষণ নিয়ে একটি মিথ্যা বক্তব্য পেশ করেন।' তিনি আরও দাবি করেন, 'কারণ, বিধানসভা নির্বাচন দরজায় কড়া নাড়ছে। এই সরকার একটি উচ্চ পর্যায়ের তোষণমুখী রাজনৈতিক সরকার। সেই কারণেই তিনি তাঁর ভোটব্যাঙ্ক,

বিধায়কদের ওবিসি-র মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিধানসভার ভিতরে কথা বলতে বাধা দেওয়া হল।

শুভেন্দু অধিকারী

অর্থাৎ মুসলিমদের পক্ষে এই বক্তব্য রেখেছেন।' বিরোধী দলনেতার বক্তব্যে উঠে এসেছে অধ্যক্ষের ভূমিকাও;'আমরা, বিরোধী পক্ষ, স্পিকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু স্পিকার তা অস্বীকার করেন। এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তিনি অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করেন।'

তিনি জানান, 'হাউসের নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত সভা ছেড়ে নিজের ঘরে চলে যান। এটা সম্পূর্ণ অনৈতিক, এটা একপ্রকার ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি।' 'বিচারব্যবস্থার লঙ্ঘন ও বিরোধীদের অসম্মান' করার অভিযোগ তোলেন বিরোধী দলনেতা।

তিনি বলেন, 'গোরু, বালি, পাথর, কয়লা, লটারি, বোমা-বারুদ, নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, মনরেগা দুর্নীতি, টেন্ডার দুর্নীতি, চোরাকারবার, হাতির দাঁত পাচার; সবকিছুতেই তাদের হাত রয়েছে।' শুভেন্দু আরও জানান, 'এবার নতুন সংযোজন হলো, বাংলাদেশীদের থেকে টাকা-পয়সা নিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলানো এবং তাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন। পাশাপাশি নীল ছবির কারবারিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে।' বিরোধী নেতা মন্তব্য করেন, 'এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; তৃণমূল কংগ্রেস মানেই অপরাধ।'

স্বাধিকার ভঙ্গ

■ **মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে বিধানসভায় স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনল তৃণমূল। মঙ্গলবার বিকেলে শাসকদলের তরফে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেনেরা এ সংক্রান্ত নোটিস জমা দিয়েছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে।**

'সাত জন্মের সঙ্গী' খুনে মেঘ সরছে মধু-রহস্যের

শিলং, ১০ জুন: রাজা রঘুবংশী হত্যাকাণ্ডে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সোনমের সামনেই খুন করা হয়েছিল রাজাকে। শুধু তা-ই নয়, সোনমের নির্দেশ পেতেই রাজাকে পিছন থেকে মাথায় আঘাত করা হয়েছিল। রাজাকে প্রথম আঘাত করেছিলেন অন্যতম অভিযুক্ত বিশাল চৌহান। তদন্তকারী এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃত 'ভাড়াটে খুনিরা' তাঁদের কাছে দাবি করেছেন, সোনম চিৎকার করে বলেছিলেন, 'ওকে মেরে ফেল!' সেই নির্দেশ পেতেই রাজার উপর হামলা চালানো হয় বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

স্বামীকে খুনের পর তাঁর ফোন থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন সোনম রঘুবংশী। সূত্রের খবর, গত ২৩মে খুন হন সোনমের স্বামী রাজা। ওইদিন দুপুরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় রোম্যান্টিক পোস্ট শেয়ার করেছিলেন সোনম। জানা যাচ্ছে, মধুচন্দ্রিমায় স্বামী যেভাবে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে তা পছন্দ হয়নি নববধূ সোনমের। সূত্রের খবর, রাজার ফোনেও এবার নজরদারি শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। তারপরেই প্রকাশ্যে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। স্বামীকে খুন করার কিছুক্ষণ পরে দুপুর সোয়া দুটো নাগাদ রাজার ফোন থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সোনম লেখেন, 'সাতজন্মের বন্ধন আমাদের।' রাজা জীবিত আছেন, সম্ভবত সেটা প্রমাণ করতে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন সোনম।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, বিয়ের পাঁচ দিনের মধ্যেই রাজাকে খুনের পরিকল্পনা করেন সোনম। ১১ মে বিয়ে হয়েছিল রাজা-সোনমের। বিয়ের পর পরই একটি ক্যাফেতে প্রেমিক রাজের সঙ্গে দেখা করেন সোনম। সেই ক্যাফেতেই তৈরি হয় রাজা-হত্যার 'ব্লুপ্রিন্ট'।

মেঘালয় পুলিশ সূত্রে খবর, রাজার উপর যখন হামলা চালানো হচ্ছিল, সেই সময় আরও এক অভিযুক্ত আকাশ রাজপুত তাঁর বাইক নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নজরদারি চালাচ্ছিলেন কেউ আসছেন কি না। শুধু তা-ই নয়, রাজাকে খুনের আগে তাঁর ভাড়া করা স্কুটিটিও কেড়ে নেওয়া হয়। স্কুটিটি আগেই উদ্ধার করেছিল পুলিশ। আকাশের বাইকটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

মেঘালয়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রেস্টোন টেনসাং এক সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ২৩ মে রাজাকে খুন করা হয়। ওই সন্ধ্যাতেই শিলং থেকে গুয়াহাটি পৌঁছন সোনম। তার পর গুয়াহাটি থেকে ট্রেনে করে উত্তরপ্রদেশে আসেন। উত্তরপ্রদেশে নেমে সোনম কোথায় কোথায় গিয়েছিলেন, সেই তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে তদন্তকারীদের সন্দেহ, গাজিপুরের ধাবায় পৌঁছনোর আগে সোনম অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পারেন। এখন সে সবই জানার চেষ্টা করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, রাজার খুনের পর তদন্ত কোন পথে এগোচ্ছে, সেই ঘটনার উপর নজর রাখছিলেন সোনম। তিনি এটাও জানতেন যে, মৃত ভেবে তাঁর লাশেরও খোঁজ চলছে। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু তাঁর 'প্রেমিক' রাজ কুশওয়াহাকে পুলিশ ইন্দোর থেকে গ্রেপ্তার করার পরই সোনমের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। রাজ গ্রেপ্তার হতেই সোনমের আর এক বন্ধু তাঁকে ফোন করে সেই খবর দেন। তার পরই গাজিপুরের এক ধাবায় পৌঁছে 'আত্মসমর্পণের' পরিকল্পনা করেন সোনম।

তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, সোনম এবং তাঁর 'প্রেমিক' রাজ এমন পরিকল্পনা করেছিলেন যে, কারও যেন সন্দেহ না হয়। তাই আগেভাগেই ইন্দোরে পৌঁছে গিয়েছিলেন রাজ। অন্যদিকে, সোমন এবং রাজের পরিকল্পনামাফিক তিন অভিযুক্ত আকাশ, বিশাল এবং আনন্দ শিলঙে পৌঁছে যান। তিন জনকে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা যেন শিলং থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে আসেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। তিন জনকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অস্ট্রিয়ার স্কুলে গুলি, হত ১০

ভিয়েনা, ১০ জুন: স্কুলে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল একের পর এক পড়ুয়া। কেউ কিছু বোঝার আগেই প্রাণ গেল ১০ জনের। শেষে নিজেকেও গুলি করেন অভিযুক্ত। এই ঘটনায় আহত হয়েছে বেশ কয়েক জন। তবে সেই সংখ্যাটা এখনও স্পষ্ট নয়। অস্ট্রিয়ার গ্রাজ শহরের একটি স্কুলে এই কাণ্ড হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা সিএএনকে স্কুলে গুলি চালানোর ঘটনার কথা জানিয়েছেন অস্ট্রিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, অভিযুক্ত-সহ নিহত সকলের বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছর। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ১০টা নাগাদ (অস্ট্রিয়ার স্থানীয় সময়) স্কুলে গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে বলে তাদের কাছে খবর আসে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশের গাড়ি। আকাশে টহল দিতে শুরু করে হেলিকপ্টার। স্কুল থেকে পড়ুয়াদের বার করে দেয় পুলিশ। এলাকাও ঘিরে ফেলা হয়। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ক্রিস্টিয়ান স্টকার এক্স-এ পোস্ট করে এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেন। তিনি লেখেন, 'গ্রাজের স্কুলের এই ঘটনা জাতীয় শোক। আমাদের গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই অবিশ্বাস্য ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন বেশ কয়েক জন কিশোর।'

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে ৭ই জন শিক্ষার্থী। তবে সরকারীভাবে এখনও পর্যন্ত মৃতদের নাম, পরিচয় প্রকাশ্যে আনা হয়নি। এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, 'গুলি চলার খবর পেয়ে আমরা সেখানে যাই। শিক্ষক ও পড়ুয়াদের উদ্ধার করা হয়। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। আমাদের অনুমান আততায়ী নিজেই নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছে। খবর পেয়ে অভিভাবকরাও ছুটে এসেছিলেন। গোটা এলাকা আমরা ঘিরে ফেলি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

করোনা ছুঁল ৭ হাজারের গণ্ডি, বাংলায় মৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেশজুড়ে করোনার চোখ রাঙানি অব্যাহত। দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া করোনা উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। উদ্বেগ বাড়িয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া সর্বশেষ তথ্যানুসারে, দেশে করোনার সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৭ হাজারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার ৩২৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ৩ জনের করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবারই কলকাতার আলিপুরের বাসিন্দা ৭৪ বছরের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে করোনায়।

এমন এক প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সতর্ক। মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত, দেশে করোনার সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬৮১৫ জন হয়েছে। ৭৬৪৪ জন রোগী এই সংক্রমণ থেকে সেরে উঠেছেন।

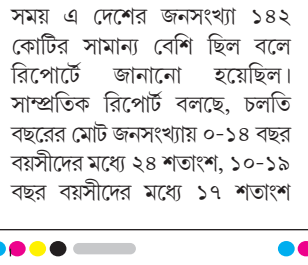

কেরলে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০৫৩। এরপর রয়েছে গুজরাত। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়েছে, সেখানে ১১০৯ জন করোনা আক্রান্ত। পশ্চিমবঙ্গে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্তর সংখ্যা নেই। তবে সব মিলিয়ে ৭৪৭ জন করোনা আক্রান্ত রোগীর খবর পাওয়া গিয়েছে। অন্যদিকে রাজধানী দিল্লিতেও মঙ্গলবার করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে।

বিশেষজ্ঞদের একটা অংশের ধারণা, করোনা নতুন করে ছড়ালেও আগের মতো মারণ ক্ষমতা হারিয়েছে এই ভাইরাস। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর ডিরেক্টর জেনারেল রাজীব ভাল বলেন, 'দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারত থেকে পাওয়া নমুনার জিনোম সিকোয়েন্সিং করে জানা গিয়েছে, এটি ওমিক্রনেরই একটি ভ্যারিয়েন্ট।'

যে হারে দেশে নতুন করে করোনা বাড়ছে তাতে চিকিৎসা মহলের একাংশের আশঙ্কা, পুরনো কোভিড বিধি ফিরতে পারে! জনবহুল এলাকায় মাস্ক ব্যবহারের পাশাপাশি বয়স্ক ও ক্রনিক রোগীদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। তবে প্রশাসনের তরফে বারবার জানানো হয়েছে, নতুন করে করোনার ঢেউ এলে তা মোকাবিলায় সবরকমভাবে প্রস্তুত সরকার। অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সাবধানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

১৪৬ কোটি! বছরশেষে জনসংখ্যায় ভারত সেই প্রথমেই

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: চিনকে ছাপিয়ে গিয়ে 'বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ'-এর তকমা পেয়েছে ইতিমধ্যেই। ২০২৫ সালের শেষে ভারতের জনসংখ্যা ১৪৬ কোটিতে পৌঁছবে বলে রাষ্ট্রসংঘের জনসংখ্যা বিষয়ক দপ্তর ইউএনএফপি-র সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে।

২০১১ সালের পর ভারতে জনশুমারি না হলেও রাষ্ট্রসংঘের তরফে ২০২৩ সালে দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে চিনকে সরিয়ে পয়লা নম্বর স্থান দখল করেছিল ভারত। সে সময় এ দেশের জনসংখ্যা ১৪২ কোটির সামান্য বেশি ছিল বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছিল। সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, চলতি বছরের মোট জনসংখ্যায় ০-১৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ২৪ শতাংশ, ১০-১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ১৭ শতাংশ এবং ১০-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ২৬ শতাংশ। রাষ্ট্রসংঘের এই রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে জনসংখ্যার হার নিম্নগামী। নেপথ্যে প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, রাষ্ট্রসংঘের ভাষায় 'দ্য রিয়েল ফার্টিলিটি ক্রাইসিস'। যেহেতু ব্যাপক হারে তরুণ প্রজন্ম পরিবার পরিকল্পনায় জোর দিচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে একটিমাত্র সন্তান নেওয়াতেও অনিহা দেখা যাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে মহিলা প্রতি প্রজননের হার ২.১ থেকে ১.৯-এ নেমে এসেছে।

১৯৬০ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪৩৬ মিলিয়ন অর্থাৎ ৪৩ কোটি ৬০ লক্ষ। তখন মহিলা প্রতি গড়ে ৬ সন্তান হত। মহিলাদের শিক্ষার হার কম ছিল। গড়ে ২ জনের মধ্যে একজনেরও কম প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতেন। ৪ জনের মধ্যে একজনেরও কম গর্ভনিরোধক ব্যবহার করতেন। এখন মহিলাদের গড়ে ২টির কম সন্তান রয়েছে। এর জন্য মহিলাদের শিক্ষার হার বাড়াকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন রাষ্ট্রসংঘের জনসংখ্যা তহবিলে ভারতের প্রতিনিধি আন্দ্রেয়া এম উজনার। তিনি বলেন, মহিলারা এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৯/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮১৮৬ নং এফিডেভিট বলে Subhas Das S/o. Naresh Chandra Das ও Subhash Das S/o. N. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৯১২ নং এফিডেভিট বলে Shyamal Ganguli S/o. Shambhunath Ganguli ও Shyamal Ganguly S/o. S. N. Ganguly সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮১৯০ নং এফিডেভিট বলে আমি Swarup Malik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dukhiram Malik ও A. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩২৩৬ নং এফিডেভিট বলে Biswajit Pramanik S/o. Nimai Pramanik ও Biswajit Pramanik S/o. M. Ch. Pramanik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার সঠিক D.O.B.- ২৭/০৩/১৯৭০.

নাম-পদবী

গত ০৯/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮১৮৯ নং এফিডেভিট বলে Nabakumar Pal S/o. Nilmadhab Pal ও Naba Kr. Paul S/o. N. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭৯০৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Rajesh Bansfore ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kishun Bansfore ও S. Bansfore সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ ই জুন। ২৭ শে জ্যৈষ্ঠ । বুধ বার। সকাল। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র , বিংশোত্তরী শনি ও বুধের র মহাদশা । মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : অতীতের কোন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। দেবদেবীর ঐশ্বরিক কৃপা পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। যারা সেলস পারসন, তাদের নতুন যোগাযোগ বৃদ্ধি। স্কুল কলেজে শিক্ষকতা করেন যারা, তাদের শুভ যোগ। জমি বাড়ি বাস্তুতে শুভ। গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, এক মনে দেবাদিদেব মহাদেবের ছবি কল্পনা করুন, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : একরাশ দুশ্চিন্তা থাকবে। যে বান্ধব আজ আপনার পাশে দাঁড়াবে বলেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন না। সকালে পরিবারে বাজার করা। দোকান করা। এইসব নিয়ে ছোট ছোট বিতর্ক বড় তর্কের আকার ধারণ করবে। প্রেমে অশান্তিদায়ক অবস্থান। ছাত্র-ছাত্রীদের অশুভদায়ক। সতর্ক থাকা শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ জ্বেলে, ভগবান শিবের ধ্যান করুন নিশ্চয়ই ভালো হবে।

মিথুন রাশি : দুপুর বারোটা পর্যন্ত শুভ। তারপরে বিবাদ বিতর্কের সম্ভাবনা প্রবল। প্রেমের বিষয়ে কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ্যে আসতে পারে। যা নিয়ে পরে, কলহ বিবাদ বৃদ্ধি হবে। সেল্স রিপ্রেসেন্টেটিভ যারা, তাদের যোগাযোগে বাধা। রেল বা পোস্ট অফিস সংক্রান্ত বিভাগে যারা চাকরি করেন, তাদের বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সতর্ক থাকা ভালো। গৃহ মন্দিরে কপূর আরতি করুন মা কালীর ছবিতে। শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্দিরে দান প্রদানে শুভ। পুরাতন বান্ধব বাড়িতে আসার সম্ভাবনা। আপনার কোন নিমন্ত্রণে যাওয়ার কথা। দোকান বাণিজ্য যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তি। ম্যানুফ্যাকচারিং বাণিজ্য যারা করেন, তাদের নতুন যোগাযোগ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। প্রেমে ও শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, সাতটি প্রদীপ জ্বালুন, আগামী তে ভোগ দান করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে। আজ, ১১ টি প্রদীপ জ্বালুন গৃহ মন্দিরে।

সিংহ রাশি : বহুদিনের কোনো ভাবনা, আজ শুভ হয়ে ব্যবসা বৃদ্ধির সহায়তা করবে। পরিচিত যে জন আপনাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করবে বলেছিলেন, তিনি আজ আসছেন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ভ্রমণে আনন্দবৃদ্ধি। গৃহ মন্দিরে প্রদীপ জ্বালুন। কোপূর দিয়ে আরতী করুন মহাকালীর শক্তিকে পুজো করুন শুভ হবে। আগামী অমাবস্যা তে আপনার পছন্দের একটি ভোগ, গৃহ মন্দিরে নিবেদন করুন। শুভ হবে।

কন্যা রাশি : পরিবারে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা নিজ সম্মান খুন্ন হবে। নারীর বুদ্ধির দ্বারা, অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। আজ গৃহতে প্রদীপ জালুন কপূর জালুন, নিশ্চিত শুভ হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা ছিল তা একটু বাধা পড়বে। যারা লেখালেখি করেন, তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর অশুভ নজর থাকবে।

তুলা রাশি : পরিবারের শান্তির বার্তা। প্রেমে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ের কথা পাকা হতে পারে। কর্মে নতুন উদ্যোগ ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল। যে প্রতিবেশীকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি পালন করার জন্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি হবে। বান্ধব যোগ শুভ।। আপনার পছন্দের ভোগ দিয়ে মহাকালীর সামনে নিবেদন করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকবে। প্রেমিক যুগল সফলতা পাবেন, তবে অতি ব্যয় থেকে সতর্ক থাকা ভালো। যারা উচ্চবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে।কর্মের অনুসন্ধান যারা করছেন তারা আগামী প্রতি অমাবস্যা তে যোগে কালিকা পুজো মায়ের চরণে ভোগ নিবেদন করুন।

ধনু রাশি : প্রতিবেশীর দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। স্বজন বান্ধব দারা ছোট ভ্রমণের সম্ভাবনা। ব্যবসা-বাণিজ্যে শুভ বিশেষত যারা টেকনিক্যাল এবং মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের জন্য অতীব শুভ। আজ বাণিজ্যে অর্থ লগ্নি করতে পারেন। বাণিজ্য প্রসারে বিজ্ঞাপন বাবদ বা বিশেষ কোন খাতে লগ্নি করতে পারেন। বান্ধবী দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। তবে ব্যয় বেশি হবে। প্রতি অমাবস্যা তে মহাকালির সামনে ভোগ নিবেদন করুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে তাতে ছোট ঘটনা কে, কেন্দ্র করে বিবাদ বিতর্ক তৈরি হবে। নিজেকে সংশোধন করলে শুভ হবে। ধৈর্য রাখা, মাথা ঠান্ডা রাখা, অন্যের কথা বেশি শোনা, তাহলে শান্তির বাতাবরণ। প্রতি অমাবস্যা তিথি তে মহাকালী র সামনে ভোগ নিবেদন করুন, মহাকালী দেবী আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবেন।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব ভুল বোঝাবুঝি। বিতর্ক তৈরি হবে। দেবী মহাকালীর পুজো, গোটা নারিকেল দান। পঞ্চ প্রদীপ আরতী করুন। কপূর আরতি করুন। মহাদেবের সামনে। ছাত্র-ছাত্রীদের সতর্ক থাকতে হবে যে কোন সময় মনে নৈরাশ্য হতাশা হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা।

মীন রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব ও বান্ধবীর দ্বারা শুভ উপদেশ পাবেন, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লাগবে। বাণিজ্য অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। এই তিথিতে গোটা ফল দান করুন। শুভ হবে প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। ছোট ভ্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা এবং সন্তানের বিষয়ে যে জটিলতা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

(আজ শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রা।
জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র যুক্ত জ্যৈষ্ঠ পুর্নিমা তিথি ।
চতুর্ভুজা সিংহ বাহিনী ও দেবী ত্রীপুরা সুন্দরী এবং শ্রী ধর্মরাজ পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৬/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৮১০০ নং এফিডেভিট বলে Sunil Shaw S/o. Rajendra Shaw ও Sunil Shah S/o. R. Shah সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Sujata Das D/o. Nemai Das গত ইং ০২/০৩/২০২১ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Rafia Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। ১০/০৬/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ২৫ নং এফিডেভিট বলে Rafia Bibi ও Sujata Das D/o. Nemai Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০৫/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৫৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Jhumpa Manna D/o. Tarak Chandra Manna & W/o. Nilkamal Maity R/o. Mahespur, Sugandha, Chinsurah, Hooghly-712102, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Jhumpa Maity & Jhumpa Manna D/o. Tarak Chandra Manna & W/o. Nilkamal Maity উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০৬/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৮৬৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Ashit Panja (old name) S/o. Late Monimohan Panja R/o. Harishnagar, Singur, Hooghly-712409, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Asit Panja (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Ashit Panja & Asit Panja S/o. Late Monimohan Panja উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Prasenjit Panja.

নাম-পদবী

গত ০৫/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৩৮৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhas Mondal (old name) S/o. Rajyeshwar Mondal R/o. Dumurdahadham, Dumurdaha, Balagarh, Hooghly-712515, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Subhash Mondal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Subhas Mondal & Subhash Mondal S/o. Rajyeshwar Mondal Subhash Mandal & Rajeyshwar Mandal সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Sovan Mondal.

নাম-পদবী

আমি, মলয় কান্তি গায়েন, পিতা- ক্ষিতীশ চন্দ্র গায়েন, ঠিকানা- উত্তরায়ণ পল্লী, পোষ্ট অফিস ও থানা- সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৫০, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আমার ছেলের আসল নাম বনজিৎ গায়েন, কিন্তু আমার ছেলের জন্ম সার্টিফিকেটে তার নাম ভুলভাবে ব্রতরাজ গায়েন লেখা ছিল। আমি, ২০-০৫-২০২৫ তারিখে আলিপুরের প্রথম শ্রেণীর বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে একটি হলফনামা নং ১০৮৭০/২৫ এর মাধ্যমে জানাচ্ছি যে বনজিৎ গায়েন এবং ব্রতরাজ গায়েন একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে ১) শ্রী রঞ্জন সরকার, পিতা- কেষ্ট সরকার, ২) কেশু প্রসাদ গুপ্তা, পিতা- রাজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তা এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার ১) শ্রী মিহির চন্দ্র মন্ডল, পিতা- কৃপাসিন্ধু মন্ডল, ২) সুভাষ কুমার ঠাকুর, পিতা- বিশ্বেশ্বর ঠাকুর মহাশয়কে মৌজা- রাজগ্রাম J.L N- 196 আর.এস. দাগ নং- 153, এল. আর. দাগ নং- 126 এর মধ্যে 30.24 ডেসিমেল জমি 01/08/2023 তারিখে I 7704/23 নং আমমোক্তার অনুসারে বিক্রি করতে অনুমতি দেয়। এতে কাহার কোন আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে, নতুবা কাহার কোন আপত্তি গ্রাহ্য করা হইবে না।

Tarakeshwar Chatterjee
Advocate
Midnapore Judge Court
F-1190/591/2005
Ph. No- 9733806771

CHANGE OF NAME

I Mohammad Akbar Khan (old) S/O Lt Mohammad Mustafa Khan residing at 6/1, Hussain Shah Road, Mominpur, Kolkata-700023 have changed my name and shall henceforth be known as Md Akbar Khan (New) as declared before the Notary Public vide affidavit no. 00010 dated 10.06.2025. (Mohammad Akbar Khan) and (MD AKBAR KHAN) both are same and identical person.

DECLARATION

I, BALVINDER SINGH S/O LATE PIYARA SINGH resident of Randiha More, P.S. - Kanksa, Dist.- Paschim Bardhaman, West Bengal, PIN - 713148 do hereby declare vide affidavit no. 74 filed before the 1st Class Judicial Magistrate at Durgapur dated 02.06.2025 that my father's actual and correct name is PIYARA SINGH and it is recorded in my Aadhar card but in my passport, his name has been recorded as PIARA SINGH inadvertently. PIYARA SINGH and PIARA SINGH is the same and one identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তি **নবদ্বীপ আদালতে শিক্ষানবিশ ল-ক্লার্ক** হিসেবে কাজ করিতেছেন। তাহারা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ল- ক্লার্কস্ স্টেট কাউন্সিলে এনরোলমেন্ট সার্টিফিকেট ও লাইসেন্স পাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। উপরোক্ত বিষয় লইয়া কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে **চেয়ারম্যান, পশ্চিমবঙ্গ ল-ক্লার্কস্ স্টেট কাউন্সিল, শিয়ালদহ কোর্ট কমপ্লেক্স, ৭ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০১৪** এই ঠিকানায় লিখিতভাবে জানাইতে পারিবেন।

আবেদনকারী শিক্ষানবিশ ল-ক্লার্কগনের বিবরন:-
১) শ্রী সঞ্জীব সূত্রধর, পিতা-স্বর্গীয় নিত্যানন্দ সূত্রধর, সাং-১১, সীতানাথ সাহা লেন, ওয়ার্ড নং-১১, পোঃ ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২

ভবদীয়
তাং-১০ই জুন, ২০২৫
স্থান- নবদ্বীপ,
শ্রী সুশোভন ব্যানার্জ্জী
সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ ল'ক্লার্কস্ এ্যাসোসিয়েশন,
নবদ্বীপ আদালত শাখা কমিটি

NOTICE

My client Anup Prasad Sharma and Niliama Sharma , Mouja Gopalpur, J.L 02, LR Khatian No.1681, RS Dag No. 2649, 2649/3162, 2650, 2650/3158 & 2650/3159, 2649/3161, 2649, 5 KH and 538 sq. ft. Percent land in sale deed No. 09283 and 2343 registered at, has purchased and applied to Rajarhat, B.L & L.R.O. for registration of name in the name of the Vendor Mr Bibhuti Bhusan Chakraborti, father Late Paresh Chandra Chakraborty, and recipient Anup Prasad sharma, wife Nilima Sharma. If anyone has any objection, please contact the concerned office within 30 days.

A. Sazzad Mondal (Advocate)
Distict Judges' Court Barasat,
North 24 Parganas, Mob. : 8902447665
Email Id : rcdkolkata@gmail.com

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী অশোক কুমার দত্ত** পিতা ৺ভূপেশ চন্দ্র দত্ত সাকিম ৩নং শান্তিপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী ও **২)শ্রী লছমন যাদব** পিতা ৺শিউদাস যাদব, সাকিম খুড়িগাছি নতুনপাড়া, এঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়দ্বয়কে চারটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিলমুলে যথাঃ ক)বিগত ইং ২৩/০৭/২০১৪ তারিখে **১)শ্রী সুনীল কুমার ঘোষ, ২)শ্রী অসিত কুমার ঘোষ, ৩)শ্রী সুজয় ঘোষ, ৪)শ্রী মধুসুদন ঘোষ, ৫)শ্রী নবকুমার ঘোষ** সকলের পিতা ৺কার্তিক চন্দ্র ঘোষ, **৬)শ্রীমতী অঞ্জলী ঘোষ** স্বামী ৺অজয় কুমার ঘোষ, **৭)শ্রী সন্টু ঘোষ** পিতা ৺অজয় কুমার ঘোষ, **৮)শ্রীমতী শ্যামলী ভাদুরী** স্বামী রবিরাম ভাদুরী, **৯)শ্রীমতী করবী ঘোষ** স্বামী শ্রী পার্থ ঘোষ, **১০)শ্রীমতী মুনমুন ঘোষ** স্বামী বরুন ঘোষ, **১১)শ্রীমতী সুষমা ঘোষ** স্বামী ৺সন্ন্যাসী ঘোষ, **১২)শ্রীমতী অসীমা ঘোষ** স্বামী শ্রী দিলিপ ঘোষ, **১৩)শ্রীমতী প্রতিমা ঘোষ** স্বামী শ্রী নারায়ন ঘোষ, **১৪)শ্রীমতী শচীমা ঘোষ** স্বামী গুরুপদ ঘোষ, **১৫)শ্রীমতী বিশাখা বাগুই** স্বামী শ্রী রঞ্জিত বাগুই সকলের সাকিম খুড়িগাছি দক্ষিণপাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়/মহাশয়াগণ এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-303/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, এবং খ) বিগত ইং ১৮/০৭/২০১৪ তারিখে **শ্রী বিভুতি ঘোষ** পিতা ৺গনেশ ঘোষ, সাকিম খুড়িগাছি দক্ষিণপাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয় এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-289/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, এবং গ) বিগত ইং ২১/০৭/২০১৪ তারিখে **১)শ্রীমতী দুর্গারানী ঘোষ** স্বামী হরেকৃষ্ণ ঘোষ সাকিম ঘোড়ামারা পশ্চিমপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী, **২)শ্রীমতী লীলাবতী পাল** স্বামী শম্ভু পাল সাকিম ৩৫ ষ্টেশন রোড, ভাটপাড়া, জগদ্দল, উঃ ২৪পরগণা, **৩)পদ্মা মন্ডল** স্বামী অনিল মন্ডল সাকিম পার্বতীপুর, সাঁতরাপাড়া, ডোমজুড়, হাওড়া, **৪)ভগবতী ঘোষ** স্বামী দেবেন ঘোষ সাকিম পোলবা, হুগলী, **৫)ছায়া ঘোষ** স্বামী রবি ঘোষ সাকিম ৩৬ শিবনাথ মুখার্জী ষ্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী, **৬)গীতা মন্ডল** স্বামী শম্ভুনাথ মন্ডল সাকিম ১০ জেলেপাড়া রোড, টিটাগড় ১৬, খড়দহ, উঃ ২৪পরগণা, **৭)সুজিত ঘোষ** পিতা ৺শ্যামল ঘোষ সাকিম বটতলা, সাঁকরাইল, হাওড়া, **৮)শর্মিলা মন্ডল** স্বামী পলাশ মন্ডল, সাকিম দক্ষিণপাড়া, সাঁকরাইল, হাওড়া, মহাশয়/মহাশয়াগণ এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-292/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, এবং ঘ) বিগত ইং ০৫/০৯/২০১৪ তারিখে **১)শ্রী জীতেন্দ্র নাথ ঘোষ** পিতা ৺কার্তিক চন্দ্র ঘোষ, **২)শ্রীমতী রিঙ্কু ঘোষ** স্বামী শ্রী স্বপন ঘোষ, **৩)শ্রী রাজীব ঘোষ** পিতা ৺রঞ্জিৎ ঘোষ সকলের সাকিম খুড়িগাছি দক্ষিণপাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়/মহাশয়াগণ এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-370/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, একুনে উক্ত চারটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **১)শ্রী অশোক কুমার দত্ত ও ২)শ্রী লছমন যাদব** মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৫/০২/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-581/2016 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রীমতী পূণম দেবী** স্বামী রবি যাদব, সাকিম ৫২৫, খুড়িগাছি রোড, নতুনপাড়া, এঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১,) ১ কাঠা ৪ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুড়িগাছি, ২০ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১১২১ ও ১১২০ নং খতিয়ানে, সাবেক ২০০৫ তথা হাল এল.আর. ২২০৫ নং দাগে শালি জমি ১ কাঠা ৪ ছটাক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা আমি **শ্রীমতী পূণম দেবী** স্বামী রবি যাদব, আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রীমতী পূণম দেবী (ক্রেতা)**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী অশোক কুমার দত্ত** পিতা ৺ভূপেশ চন্দ্র দত্ত সাকিম ৩নং শান্তিপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী ও **২)শ্রী লছমন যাদব** পিতা ৺শিউদাস যাদব, সাকিম খুড়িগাছি নতুনপাড়া, এঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়দ্বয়কে চারটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিলমুলে যথাঃ ক)বিগত ইং ২৩/০৭/২০১৪ তারিখে **১)শ্রী সুনীল কুমার ঘোষ, ২)শ্রী অসিত কুমার ঘোষ, ৩)শ্রী সুজয় ঘোষ, ৪)শ্রী মধুসুদন ঘোষ, ৫)শ্রী নবকুমার ঘোষ** সকলের পিতা ৺কার্তিক চন্দ্র ঘোষ, [illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) অজয় কুমার দে পিতা ৺সত্যনারায়ন দে **২) সমীর দেবনাথ** পিতা ৺কৃষ্ণবন্ধু দেবনাথ **৩)অরবিন্দ হালদার** পিতা ৺নরেন হালদার ৪)সঞ্জয় কুমার দে পিতা ৺সত্যনারায়ন দে **৫)শুভঙ্কর সোম** পিতা ৺বিনয় ভুষন সোম সর্ব সাং আদিসপ্তগ্রাম, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, বিগত ইং 29/11/2023 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-10897 নং দলিল বলে আমার মক্কেল হরিশঙ্কর পাল পিতা হরিনারায়ন পাল সাং আদিসপ্তগ্রাম, ডিঙ্গলহাট, পোঃ ও থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি দুইটি পৃথক কোবালা দলিল মূলে যথাঃ ক)বিগত ইং 23/12/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-14777/2024 নং দলিল মূলে **পলাশ চন্দ্র বণিক** পিতা রঞ্জন কুমার বণিক ও পাপিয়া নাথ বণিক স্বামী পলাশ চন্দ্র বণিক, উভয়ের সাকিম সরশুনা, কাষ্ঠডাঙ্গা রোড, দঃ ২৪পরগণা, মহাশয়/মহাশয়াকে ২ কাঠা ০৮ ছটাক, এবং খ) বিগত ইং 09/08/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9239/2024 নং দলিল মূলে **মীনা দাস দে** স্বামী তপন কুমার দে, সাকিম ছোটখেজুরিয়া, মগরা, হুগলী মহাশয়াকে ২ কাঠা সম্পত্তি, বিক্রয় করেন। **তপশীল** : জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিশবিঘা, ৫০ নং জে.এল ভুক্ত, হাল ১১৭৮, ১১৭৯, ১১৮১, ১১৮২ ও ১১৮৩ নং খতিয়ানে, সাবেক ও হাল ১০ নং দাগে ভিটি জমি ৭৬ শতক ও সাবেক ও হাল ১১ নং দাগে শুনা জমি ১৯ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত খরিদা দলিল মূলে উক্ত ক্রেতাগন তাহাদের নিজ নিজ খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

NOTICE

My client Sri Abesh Bhattacharjee, son of Late S.N. Bhattacharjee and Smt. Reeta Bhattacharjee, W/o Sri Abesh Bhattacharjee resident of C-30, Rabindrapally, Shani Mandir, PS-Bansdroni, Kolkata-700096 have lost their one original property Deed bearing No. 568 of 1987 in respect the property situated at Premises No. 255 Brahmapur, PS-Bansdroni, Kolkata-700096 on 09.06.2025 and they have lodged a General Diary before the Bhawanipore Police Station vide GDE No. 864 dated 10.06.2025. If any person find the above mentioned Deed or any person have any claim in the said property then come up with valid proof and contact to below person within 10 days from the date of publication, after elapsing 10 days no claim will be entertained.

Mr. Partha Saran Ghosh,
Advocate Contact No. 9674302211
Mail id: **advlaw@rediffmail.com**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)সেবা সিনহা ওরফে সেবা সিনহা (ঘোষ) স্বামী পীযুষ কান্তি সিনহা সাকিম ফটকগোড়া, ব্যানার্জ্জী বাগান, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন-712136, **২)সুস্মিতা ঘোষ** স্বামী বিশ্বম্ভর ঘোষ সাকিম দেবানন্দপুর, শরৎ পার্ক, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩, **৩)সঞ্চিতা নিয়োগী ওরফে সঞ্চিতা নিয়োগী(ঘোষ),** স্বামী ইন্দ্রজিৎ নিয়োগী, **৪)শুভময় ঘোষ** পিতা ৺দীনবন্ধু ঘোষ ৩নং ও ৪নং এর সাকিম ইডেন পার্ক লেন নং-৪, মানুষপুর, পোঃ মানুষপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৩, **৫)কবিতা ঘোষ** স্বামী ৺মানব ঘোষ, **৬)অরন্য ঘোষ** পিতা ৺মানব ঘোষ, ৫ ও ৬ নং এর সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩, বিগত ইং-29/05/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী অফিসে I-4845/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **অশোক কুমার ঘোষ ওরফে অশোক ঘোষ** পিতা ৺দীনবন্ধু ঘোষ সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, পোঃ দেবানন্দপুর, থানা চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন-৭১২১২৩-কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইং 20/01/2025 তারিখে হুগলী এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-670/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **জয়ন্তী মালিক** স্বামী অনিল মালিক সাকিম দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়কে ১ কাঠা ১ ছটাক ৮ বর্গফুট বিক্রয় করেন। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, জে.এল.-3, হাল এল. আর 1406, 1407, 1408, 1411, 3242 ও 3243 খতিয়ানে, সাবেক আর.এস 873 ও হাল এল.আর 945 দাগে বাগান জমি ষোল আনায় 96 শতকের মধ্যে 60 শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **জয়ন্তী মালিক** স্বামী অনিল মালিক উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারিনী **মৌসুমি সাধুখাঁ মোদক,** স্বামী- ৺পার্থ মোদক, সাং- দৌলত বাজার, পো:- ত্রিবেনী, থানা- মগরা, জেলা- হুগলী এর নিবাসী তার নাবালক কন্যা **অদ্বৈতা মোদক** এর নিম্ন তপশীলবর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার নিমিত্ত মহামান্য ডিস্ট্রিক্ট জজ হুগলী আদালতের নিকট **মিস কেস্ নং ১৩৮/২০২৪ নং মোকর্দ্দমা** দায়ের করেছেন। কোনো ব্যক্তির যদি নিম্ন তপশীলবর্নিত সম্পত্তি বিক্রয়ে আপত্তি থাকে তাহলে উক্ত নোটিশ পাবলিশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট জজ হুগলী আদালতে তাহার আপত্তি দায়ের করিবেন, অন্যথায় অত্র কেসের একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল সম্পত্তি

জেলা ও সাবরেজিষ্টী অফিস হুগলী, থানা- মগরা, জে.এল. নং- ৩৬, মৌজা- ত্রিবেনী বৈকণ্ঠপুর, এল.আর. খতিয়ান নং ৬৮২, আর.এস. ২৩৯৩ দাগ এবং এল.আর. দাগ নং- ২৪৭৫ পরিমান ০.০০৫ একর মধ্যে ১/২ অংশের পরিমান .০০৫ একর সম্পত্তি সিমেন্টের মেঝেযুক্ত একতলে ১০৮ বর্গফুট পাকা দোকানঘর ও দ্বিতলে ১০৮ বর্গফুট পাকা দোকানঘর সহ সম্পত্তি বাঁশবেড়িয়া ১৩ নং ওয়ার্ডের মুরারীপুর রোড মহল্লায় ৪১ নং হোল্ডিংভুক্ত সম্পত্তি।

দরখাস্তকারী পক্ষে
সুকুমার মন্ডল (উকিলবাবু)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্ট হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

চন্দননগর সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন
(ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট) আদালত
২০২২ সালের ৪৩ নং অ্যাক্ট এর ৩৯ মোকর্দ্দমা
দরখাস্তকারী -শঙ্কর নাথ ঘোষ

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, শঙ্কর নাথ ঘোষ, পিতা প্রয়াত নিতাই চন্দ্র ঘোষ, সাং -এস এন পালিত রোড, কুন্ডুঘাট, পো এবং থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১৩৬, তাহার পিতা নিতাই চন্দ্র ঘোষ, পিতা প্রয়াত সুরেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিম্ন তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সম্পাদিত ০৯.১১.২০০১ তারিখের উইলের প্রবেট পাইবার নিমিত্ত উক্ত উইলে নিযুক্ত এগজিকিউটর বিধায়ে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন।
এ সম্পর্কে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে তাহা আগামী তারিখে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত কোন উকিলবাবুর দ্বারা হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা আইনানুগভাবে নিস্পত্তি হইবে।

(ক) তপশিল সম্পত্তি

জেলা হুগলি, এডিএসআর, থানা, মহকুমা, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, মৌজা : চন্দননগর, সিট নং ৫, জেএল নং ১, হোল্ডিং নং পুরাতন ৪৩৫/৪১৯, নতুন ৮৫৭/৮১৭, ওয়ার্ড নং ৪, এস এন পালিত রোড, আরএস খতিয়ান নং ১২৯, দাগ নং ২১২, বাস্তু ০.০০৪ ডেসিমেল বা ৪ ছটাক মায় একতলায় একটি ঘর, সিঁড়ি, দোতলায় ১ টি ঘর, বারান্দা মায় কমন বাথরুম পায়খানা, জলের সুবিধা সহ ০.০৩৩ সহস্রাংশে ২ কাঠা বাস্তু জমি মায় তদুপরিস্থিত দোতলা ভবনের মধ্যে মায় সর্বপ্রকার ইজমেন্ট রাইট সহ যাহা উইল সংলগ্ন নকশায় ইংরেজির এ চিহ্নিত লাল রংয়ের সীমা দ্বারা অঙ্কিত আছে।

(খ) তপশীল সম্পত্তি

জেলা হুগলি, এ.ডি.এস.আর., মহকুমা, থানা - মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, মৌজা - চন্দননগর, সীট নং ৫, জেএল নং ১, হোল্ডিং নম্বর পুরাতন ৪৩৫/৪১৯ নতুন ৮৫৭/৮১৭ এস.এন. পালিত রোড, ওয়ার্ড নং ৪, আর. এস. খতিয়ান নং ১২৯, দাগ নং ২১২, বাস্তু ০.১০ ডেসিমেল বা ১০ ছটাক মায় ১টি ঘর, ১টি বারান্দা, একটি টালির ছাউনিযুক্ত কমন পথ, কমন বাথরুম পায়খানা, জলের সুবিধা, ০.০৩৩ ডেসিমেল বা ২ কাঠা বাস্তু জমি মায় তদুপরিস্থিত দন্ডায়মান ১টি দ্বিতল বাটীর মধ্যে সর্বপ্রকার ইজমেন্ট অধিকার সহ উইল সংলগ্ন নকশায় ইংরাজি (বি) অক্ষর দ্বারা সবুজ রঙের সীমা দ্বারা অংকিত আছে।

(গ) তপশিল সম্পত্তি

জেলা - হুগলি, এ.ডি.এস.আর., মহকুমা, থানা - মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, মৌজা - চন্দননগর, সীট নং ৫, জেএল নং ১, হোল্ডিং নম্বর পুরাতন ৪৩৫/৪১৯ নতুন ৮৫৭/৮১৭ এস.এন. পালিত রোড, ওয়ার্ড নং ৪, আর. এস. খতিয়ান নং ১২৯, দাগ নং ২১২, বাস্তু ০.০০৫ ডেসিমেল বা ৫ ছটাক মায় একখানি পাকা ঘর, কমন বাথরুম পায়খানা, জলের সুবিধা, কমন পথ ০.০৩৩ ডেসিমেল বা ২ কাঠা বাস্তু জমি মায় তদুপরিস্থিত দন্ডায়মান দ্বিতল বাটী মধ্যে মায় যাবতীয় ইজমেন্ট রাইট সহ যাহা উইল সংলগ্ন নকশায় ইংরাজি সি অক্ষর দ্বারা হলুদ রং এর সীমা দ্বার অঙ্কিত আছে।

দরখাস্তকারীর উকিলবাবু
পারমিতা গাঙ্গুলী
এ্যাডভোকেট
চন্দননগর কোর্ট

অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
২৩.০৫.২০২৫

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী অসীম কুমার ঘোষ** পিতা ৺মানিকলাল ঘোষ, সাকিম এ/৫০৩, পাঁচমূর্ত, সি.এইচ এস. সোসাইটি এন. এল. কমপ্লেক্স, দহিসার ইষ্ট, দারভি, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র-৪০০০৬৮ মহাশয় বিগত ইং ১১/১২/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর-II, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-163/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী চন্দ্রজিত ঘোষ** পিতা ৺রঞ্জিত কুমার ঘোষ সাকিম সানি এ্যাপার্টমেন্ট, বড়ো বাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ২২/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-6347/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী দেবজ্যোতি কোনার** পিতা প্রবীর কোনার ও **২)শ্রীমতী সুদীপ্তা কোনার** স্বামী শ্রী দেবজ্যোতি কোনার, উভয়ের সাকিম সাঁকোমোড় মাঝের রাস্তা, বুড়োশিবতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৫, মহাশয়/মহাশয়াকে ৩ কাঠা ১২ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করেন।
তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা উত্তর চন্দননগর, জে.এল. নং ২১, হাল এল. আর ৮৫ নং খতিয়ানে, সাবেক ৮৫৯ তথা হাল এল.আর ১৯১৫ নং দাগে ভিটি জমি ০.৬২৮ একর মধ্যে ০.৬২ একর তন্মধ্যে ৩ কাঠা ১২ ছটাক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী দেবজ্যোতি কোনার** পিতা প্রবীর কোনার ও **২)শ্রীমতী সুদীপ্তা কোনার** স্বামী শ্রী দেবজ্যোতি কোনার, উক্ত খরিদা জমি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী প্রশান্ত ব্যানার্জ্জী** পিতা ৺কেশব চন্দ্র ব্যানার্জ্জী মহাশয় বিগত ইং ২৪/০৯/২০২৪ তারিখে এ.আর.এ.-II, কোলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 11367/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমাকে (**শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জ্জী** পিতা শ্রী প্রশান্ত ব্যানার্জ্জী) উভয়ের সাকিম কিসমৎ অপূর্ব্বপুর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি **শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জ্জী** এবং অপর সরিক শ্রী সূর্য্যশঙ্কর ব্যানার্জ্জী পিতা ৺কেশব চন্দ্র ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের সহিত যৌথভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/১০/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সিঙ্গুর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4650/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী মনোজ সাউ** পিতা বনমালী সাউ, **২)শ্রীমতী পিঙ্কি সাউ** স্বামী শ্রী মনোজ সাউ উভয়ের সাকিম কিসমৎ অপূর্ব্বপুর, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, মহাশয়/মহাশয়াকে ৩.৩২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা জলাঘাটা, ৭৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর ৩২৮ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর ৫৯ নং দাগে শুনা জমি, ষোল আনায় ২৪ শতক ইহার মধ্যে ৩.৩২ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে ও অপর সরিক **শ্রী সূর্য্যশঙ্কর ব্যানার্জ্জী** মহাশয়ের সহিত যৌথভাবে সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ আজিজুল হক** পিতা সেখ মোজাম্মেল হক, উক্ত খরিদা সম্পত্তির নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-**শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জ্জী** (আমমোক্তার)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জিলা জজ আদালত, চুঁচুড়া
প্রবেট স্যুট নং -০১ /২০২৩
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৩০/২০২২

দরখাস্তকারিনী **শ্রীমতী রঞ্জনা দাস,** স্বামী- শ্রী সুমিত দাস, সাকিম ২ নং পঞ্চায়েত, চন্দ্রহাটী, পোঃ চন্দ্রহাটী, থানা-মগড়া, জেলা হুগলী, গ্রাম -রেফাইপুর, পিন কোড নং ৭১২৫০৪
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে- মৃত **মধুসূদন দাসের** উইলকৃত সম্পত্তি স্থাবর ও অস্থাবর অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্রসহ যাবতীয় আসবাবপত্রাদি সহ একটি হুন্ডা সাইন বাইক, যাহার নম্বর- ডাবলু.বি.- ১৪ - সি ১৪০০, একটি ফ্রিজ, ১টি বাজাজ নির্মিত মাইক্রোওয়েভ ১টি গ্যাস ওভেন ডবল সিলিন্ডার কানেকসান সহ, টিভি, ২টি আলমারি, ২টি ছোট টেবিল ও ২টি খাট ও ৪টি চেয়ার সহ একটি খাবার টেবিল এবং যাবতীয় ব্যাঙ্কের ও চাকরীর কাগজপত্র ও অ্যাকাউন্টের সর্বক্ষেত্রে উক্ত **মধুসূদন দাস** দরখাস্তকারিনীকে অর্থাৎ তাহার পুত্রবধুর অনুকূলে ইং- ২৪। ১১। ২০১৬ তারিখে উইল সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন । উক্ত উইল কৃত সম্পত্তির প্রবেট লইবার জন্য উপরোক্ত **এ্যাক্ট ৩৯ কেস** দায়ের করেন যাহা পরে **প্রবেট স্যুট ০১/২০২৩** নম্বরে রেজিষ্ট্রীকৃত হইয়াছে ।
এই সম্পর্কে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র আদালতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে স্বয়ং তথবা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর লিখিত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় উপরোক্ত মোকর্দ্দমা এক তরফা মতে শুনানি হইবে এবং যথাবিহিত আদেশ হইবে।

দরখাস্তকারিনীর পক্ষে -
সন্ধ্যা শীল (এ্যাডভোকেট)
আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত, জেলা হুগলী।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

চক্রধরপুর ডিভিশনে বাতিল একাধিক ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: চক্রধরপুর ডিভিশনে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের কারণে কিছু ট্রেনের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর ফলে যে ট্রেনগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে সেগুলি হল,খড়গপুর-টাটানগর প্যাসেঞ্জার ট্রেন ১৯ জুন থেকে ২৩ জুন বাতিল থাকবে। টাটানগর-খড়্গপুর প্যাসেঞ্জার ট্রেন ২০ জুন থেকে ২৪ জুন বাতিল থাকবে। ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া-ঝাড়গ্রাম এমইএমইউ ১৬ জুন থেকে ২৪ জুন বাতিল থাকবে। খড়গপুর-টাটানগর-খড়গপুর এমইএমইউ ২০ জুন থেকে ২৪ জুন বাতিল থাকবে। খড়গপুর-টাটানগর এমইএমইউ ১৬ জুন থেকে ২৪ জুন বাতিল থাকবে। টাটানগর-খড়গপুর এমইএমইউ ১৬ জুন থেকে ২৪ জুন বাতিল থাকবে। একইসঙ্গে ২০ থেকে ২৪ জুন বাতিল থাকবে হাওড়া-বারবিল-হাওড়া জনশতাব্দী এক্সপ্রেস। ২২ জুন ও ২৪ জুন বাতিল থাকবে ঝাড়গ্রাম-ধানবাদ-ঝাড়গ্রাম এক্সপ্রেস।

ট্রেনের রুট পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে, সিলঘাট টাউন-তাম্বারাম এক্সপ্রেস ২০ জুন জয়চণ্ডী পাহাড়-আদ্রা-মেদিনীপুর-হিজলি হয়ে চলবে। আহমেদাবাদ-হাওড়া এক্সপ্রেস ২০ জুন ও ২৩ জুন সিনি-কান্দ্রা-চণ্ডীল-আদ্রা-মেদিনীপুর-খড়গপুর হয়ে চলবে। রাঁচি-হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ২১ জুন কোটশিলা-রাজাবেরা-জামুনীতাণ্ড - আদ্রা- মেদিনীপুর-খড়গপুর হয়ে চলবে। নিউ তিনসুকিয়া-তাম্বারাম এক্সপ্রেস ২৩ জুন জয়চন্ডী পাহাড়-আদ্রা-মেদিনীপুর-হিজলি হয়ে চলবে। এছাড়া আরও অন্যান্য ট্রেনের রুট ও সময়সূচি পরিবর্তিত হতে পারে। যাত্রীরা সংশ্লিষ্ট স্টেশন থেকে অবগত থাকতে অনুরোধ জানান হয়েছে।

মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশনের জমি দখল রুখতে পরিদর্শন কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার, মেট্রো রেলের সাধারণ ব্যবস্থাপক পি. উদয় কুমার রেড্ডি মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেট্রো রেলের সিনিয়র কর্মকর্তারা। পরিদর্শনের সময় পি. উদয় কুমার রেড্ডি প্ল্যাটফর্ম, কনকর্স এবং স্টেশনের বাইরের এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন যে, রেলের জমি দখলমুক্ত করতে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখযোগ্য যে, মাস্টারদা সূর্য সেন মেট্রো স্টেশনের গেট নং ২ এর বাইরের জমিটি অবৈধ ব্যক্তিদের দ্বারা দখল করা হয়েছে এবং এটি একটি বাস স্ট্যান্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। বহুবার অনুরোধ এবং প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এই জমিটি দখলমুক্ত করা সম্ভব হয়নি, কারণ কিছু স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি যাদের স্বার্থ রয়েছে তারা মেট্রো রেলের কর্তৃপক্ষের সকল চেষ্টা বাধাগ্রস্ত করছে। এই জমিটি জরুরিভাবে একটি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন স্থাপনের জন্য প্রয়োজন বলেই মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

আই লিডের নতুন পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এবার আই লিডের সাফল্যে জুড়ল নয়া পালক। আরও উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানের জন্য ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট বা এম ডি আই-এর সঙ্গে মউ চুক্তি করল আই লিড। এদিন এই কর্মসূচি উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন আই লিড-এর কর্ণধার প্রদীপ চোপড়া, এম ডি আই-এর পক্ষ থেকে প্রফেসর অজয় কুমার জৈন-সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। তাদের আশা তাদের এই যৌথ প্রয়াস শিক্ষা ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করবে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১১ জুন ২০২৫, ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বুধবার

বাংলায় তুষ্টিকরণের রাজনীতি চলছে: সতীশচন্দ্র দুবে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলায় তুষ্টিকরণের রাজনীতি চলছে। মঙ্গলবার টিটাগড়ে দলের তরফে আয়োজিত 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন কয়লা ও খনি দপ্তরের কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সতীশ চন্দ্র দুবে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশীদের নিয়ে এসে তাদের ভোটের সময় ব্যবহার করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এটা সকলে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনাকে স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের পাঠিয়ে বানচাল করার একটা প্রচেষ্টা হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি প্রমুখ।

দুঃসাহসিক চুরি উল্টোডাঙায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: উল্টোডাঙা থানার ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে মাত্র ৩০০ মিটার দূরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটল। গৃহস্থের বাড়ির জানালার গ্রিল কেটে কোটি টাকার গয়না নিয়ে পালাল দুষ্কৃতীর দল। নগদ টাকা ও গয়না মিলিয়ে প্রায় ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার সামগ্রী খোয়া গেছে বলে অভিযোগ ওই পরিবারের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে দরজা ভেঙে গ্রিল কেটে দুষ্কৃতীরা লুঠপাট চালায় স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে। পরিবারের অভিযোগ, খোয়া গিয়েছে সোনা ও হিরের গয়না। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

চাকরি বাতিল: এজলাসে ভৎর্সিত এসএসসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৬,০০০ চাকরি বাতিলে ফের এজলাসে ভৎর্সিত স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। চাকরি বাতিল নিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের পর্যবেক্ষণ 'এসএসসি-র অপকর্মের কারণেই চাকরি গেছে, এসএসসিকেই দায় বা দায়িত্ব নিতে হবে। সম্ভাব্য যোগ্যদের সঙ্গে মানবিক অবস্থান দেখাক এসএসসি।' মুর্শিদাবাদের নবম-দশমের চাকরিহারা শিক্ষিকা মহুয়া ঘোষের মামলায় ভৎর্সিত এসএসসি। মহুয়াকে 'সম্ভাব্য যোগ্য' শিক্ষিকা হিসেবে খুঁজে পেল হাইকোর্ট। এই মামলার শুনানির সময় আদালত জানায়, '২০১৬ এসএলএসটি চাকরির ২টি পরীক্ষাতেই (নবম-দশম ও উচ্চপ্রাথমিক) সফল একজন। নবম-দশমেও চাকরি নিয়েছে। সেই চাকরি এসএসসি'র ভুলে বাতিল হয়েছে।

সঠিক সময়েই শুরু হবে কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া, জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশ হয়ে গিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা অপেক্ষায়, কবে শুরু হবে কলেজে ভর্তি। সেই প্রক্রিয়া এখনও কেন শুরু হয়নি, এই প্রশ্নই তোলেন গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক। বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে সরাসরি তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কবে শুরু হবে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া?' উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, 'কোনও বিলম্ব হয়নি।' শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কথায়, 'গত বছর অনলাইন ভর্তি পোর্টাল চালু হয়েছিল ১৯ জুন। এখন তো ১০ জুন। ইউজিসির গাইডলাইন মেনেই ভর্তি শুরু হবে। এখনও শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়নি। খুব শিগগিরই ভর্তি শুরু হবে।' শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, 'নির্দিষ্ট সময় মেনেই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ফলে চিন্তার কিছু নেই। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা অনুযায়ীই তৈরি হচ্ছে অনলাইন পোর্টাল। আগের বছরের অভিজ্ঞতাও খতিয়ে দেখা হয়েছে। সব মিলিয়ে শিক্ষা দপ্তর আশ্বাস দিয়েছে, কোনওরকম তাড়াহুড়ো নয়, আবার দেরিও নয়, ঠিক সময়েই শুরু হবে কলেজে ভর্তির প্রক্রিয়া।'

একইসঙ্গে তিনি আরও স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সরকারি ঋণ দেওয়ার পরিসংখ্যাণও তুলে ধরেন মঙ্গলবারের বিধাসভার আলোচনায়। তিনি জানান, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট ৪৬৫৬ জন পড়ুয়াকে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরের (২০২৪-২৫) ৩০ জুন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পড়াশোনা করার জন্য ৫৯৪ জন এবং বিদেশে পড়াশোনার জন্য ৪০ জন শিক্ষার্থী এই ঋণ পেয়েছেন। এদিন স্টুডেন্ট কার্ড সংক্রান্ত প্রশ্নটি গোঘাটের বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারকই। শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে তিনি জানতে চেয়েছিলেন, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা দেশের বা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য এই কার্ড মারফত ঋণ পাচ্ছেন কি না। সেইসঙ্গে জানতে চান, ২০২৩-২৪ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ঠিক কতজন এই সুবিধা পেয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য, যাতে আর্থিক কারণে কোনও ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন থেমে না যায়। দেশের বাইরেও পড়তে যাওয়া বহু ছাত্রছাত্রী এই সুবিধার আওতায় এসেছেন।

বঙ্গের সার্বিক অবস্থা নিয়ে তৃণমূলকে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা থেকে মহিলাদের উপর অত্যাচার, ব্রেন ড্রেন, দারিদ্র্য, দুর্নীতি এমন সব ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে তুলোধোনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব। কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের ১১ বছরের পূর্তি উপলক্ষ্যে কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, 'এক সময় বলা হত হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস, ইন্ডিয়া থিঙ্কস টুমরো। কিন্তু এখন বাংলার পরিস্থিতি দেখে দুঃখ লাগে। কোনও এমন ৬ মাস যায় না যেখানে মহিলাদের উপর অত্যাচারের কথা জানতে পারা যায় না।'এরই রেশ ধরে সামনে আনেন সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া মুর্শিদাবাদের ঘটনা। আর এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন শাসক দলকে বিদ্ধ করে জানান, 'যদি মমতার শাসনকালের কথা লেখা হয় তাহলে কালো অক্ষরে লেখা হবে সন্দেশখালির ঘটনার কথা। যে বাংলার উচ্চতার শিখর ছুঁয়েছিল সেই বাংলায় আজ শিক্ষার কথা জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে তৃণমূলের আমলে এসএসসির চাকরিতে সবথেকে বড় দুর্নীতি হয়েছে এবং ২৬ হাজার চাকরি চুরি হয়েছে। ক্যাগে এর রিপোর্টে টাকার গরমিল পাওয়া গেছে।' আর এখানেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রশ্ন, 'এই টাকা কোথায় গেল? কারা লুঠলো?' এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এও জানান, 'সত্যি বলতে কী, আমার যতজন বাংলার বন্ধু আছেন দেশের যে প্রান্তেই দেখা হোক না কেন, তাঁরা বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে সবথেকে বেশি ব্রেন ড্রেন হয়েছে। এর কারণ তৃণমূলের মাফিয়াগিরি, সরকারের জমি নীতি এবং অ্যান্টি বিজনেস মানসিকতা।' এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এও জানান, 'মহিলাদের সুরক্ষা হোক বা মালদা মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা, স্কুলের শিক্ষা হোক বা পরিযায়ী শ্রমিক হোক বা আয়ুষ্মান ভারত লাগু করতে না দেওয়া, পিএম জন মন যোজনা লাগু হতে না দেওয়া এ সবই এ রাজ্যে বিবেচ্য। পাহাড়ি অঞ্চল থেকে সমতল সব জায়গায় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার ৯০ হাজার কোটি টাকার ব্যবহার করা হয়নি।' একইসঙ্গে মোদী সরকারের সুখ্যাতি করে তিনি উল্লেখ করেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার বিগত ১১ বছরে সুশাসন করেছে। এর আগে ভারত বিশ্বের ৫টি টালমাটাল অর্থনীতির দেশের মধ্যে একটি ছিল। সেই আর্থিক অবস্থাকে মজবুত করে আজ ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ অর্থনীতি। আজ আমাদের বাংলার এমন পরিস্থিতি যে এই রাজ্যের দারিদ্র্যের কোনও সীমা নেই আর অপরদিকে দেশের দারিদ্র কমছে।

শুধু তাই নয়, সবদিক থেকে পরিবহণকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। ১১ বছর আগে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় আমরা বহু অস্ত্র আমদানি করতাম। এখন রফতানি করি। এটা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগ হয়েছে।' এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তুলে ধরেছেন, গ্রামাঞ্চলে ডিজিটাল এডুকেশনের কথা। আর এখানেই তাঁর বড় প্রশ্ন, বাংলার সরকার কী করেছে তা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, 'বিজেপি সরকারের আমলে ৫০০ বছরের বিবাদের নিষ্পত্তি হয়েছে- রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির মাধ্যমে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সম্মান জানিয়েছি, যিনি এর জন্য প্রাণ দিয়েছেন।' এদিন এই প্রসঙ্গে তুলে ধরেন ইউপিএ সরকারের কথাও। বলেন, 'যে ইউপিএ সরকারকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমর্থন করতেন তখন জঙ্গিরা এসে মানুষকে মেরে ফিরে নিরাপদে ফিরে যেত। কিন্তু অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে আমরা দেখিয়েছি যে কেউ যদি আমাদের দেশের মানুষের ক্ষতি করে, হামলা করে তাহলে তার ঘরে ঢুকে তাকে মারা হবে।' সঙ্গে এও জানান, 'এই যাত্রা উন্নয়নশীল ভারত থেকে বিকশিত ভারতের যাত্রা। আমাদের এমন এক দেশ চাই যেখানে আতঙ্কবাদ নির্মূল করার নীতি রাখে, মহিলাদের এগিয়ে দেয়। আমাদের ডিফেন্স সিস্টেমে ৩০ শতাংশ রফতানি বেড়েছে। কার্বন নিঃসরণ কম করার ক্ষেত্রে ৯ বছর আগেই লক্ষ্যপূরণ হয়েছে। ১১ বছরের কাজের 'ডিজিটাল ট্র্যাকিং' করা সম্ভব।'

চাকরি ফেরাতে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরি ফেরতের দাবিতে টানা ৩৫ দিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন এসএসসি-র চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ইতিমধ্যেই কয়েক দফায় রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁদের আলোচনাও হয়েছে। তবে তাতেও কাটেনি জট। চাকরি ফেরতের দাবিতে এবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চিঠি ও ইমেল করলেন চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা। মঙ্গলবার চাকরিহারা শিক্ষক মিজাউল হোসেন বলেন, 'আজ আমাদের আন্দোলনের ৩৫তম দিন। রাষ্ট্রপতিকে আমাদের দাবি-দাওয়া, ইমেইল ও চিঠি মারফত জানাচ্ছি। আমরা যোগ্য হয়েও শাস্তি পেয়েছি। আমাদের সম্মান নষ্ট হচ্ছে, পরিবার দুর্ভোগে পড়েছে। তাই রাষ্ট্রপতির কাছে এবার ন্যায়বিচার চাইছি। রাষ্ট্রপতি হয় আমাদের এই শাস্তি থেকে মুক্তি দিন, তা না হলে আমাদের স্বেচ্ছা-মৃত্যুতে অনুমোদন দিন।' এদিন চাকরিহারা ওই শিক্ষক আরও বলেন, 'এই যন্ত্রণা গত এক বছর ধরে ভোগ করছি। নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও আমরা সামাজিক যন্ত্রণার পাশাপাশি মানসিক যন্ত্রণাও ভোগ করে চলেছি। ইতিমধ্যেই আমাদের দুই সহকর্মী মারা গিয়েছেন। অনেকেই আত্মহত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করেছেন। প্রত্যেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। রাষ্ট্রপতিকে আবেদন, আমাদের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিন। রায় পুনর্বিবেচনা করা হোক।'

স্মার্ট মিটার স্থগিতের সিদ্ধান্ত, বাম বিক্ষোভের জের দেখছেন সুজন

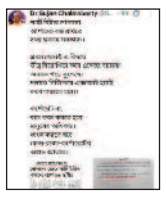

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরেই স্মার্ট মিটার ইস্যুতে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। কেন্দ্র থেকে শুরু করে রাজ্য উভয়কেই একইসঙ্গে বিদ্ধ করতে দেখা গিয়েছে বাম শিবিরকে। অন্যদিকে একাধিক জেলায় স্মার্ট মিটার নিয়ে দফায় দফায় চলেছে ক্ষোভ বিক্ষোভ। এই তালিকায় পথ অবরোধ থেকে বিরোধীদের স্মারকলিপি দেওয়ার মতো কর্মসূচিও ছিল। এমন এক প্রেক্ষিতে আপাতত স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করল রাজ্যের বিদ্যুৎ দপ্তর। একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সোমবার বিদ্যুৎ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস এবং টেলিকমিউনিকেশন টাওয়ারে সফলভাবে স্মার্ট মিটার বসানোর পরেও গৃহস্থ বাড়িতে এই মিটার নিয়ে 'কিছু অভিযোগ আসায়' আপাতত মিটার লাগানো বন্ধ রাখা হচ্ছে। গ্রাহকদের অভিযোগ, এই মিটার লাগানোর পরে থেকেই অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে। সেই কারণেই স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করা হল বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। এরপরই মঙ্গলবার সকালে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে শাসকদলকে বিদ্ধ করে লেখেন, 'স্মার্ট মিটার লাগানো আপাতত বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে সরকার। প্রথম থেকেই এ বিষয়ে তীব্র বিরোধিতা করে এসেছে বামেরা। জনমত গড়ে তুলেছে। দলমত নির্বিশেষে একজোট হয়েই রুখে দাড়াতে হবে।' একইসঙ্গে এ বার্তাও দেন, 'কর্পোরেট না, বরং রক্ষা করতে হবে মানুষের অধিকার। ধ্বংস করতে হবে কেন্দ্র-রাজ্য-কর্পোরেটের অশুভ আঁতাত।'

পানিহাটির রাস্তায় 'চুলোচুলি' তরুণী ও কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শ্রাবন্তী রায়ের সঙ্গে এক স্কুটি চালক তরুণীর চুলের মুঠি ধরে মারপিটের ভিডিও এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। আর জনসমক্ষে এই মারপিটের ভাইরাল হওয়া ভিডিও ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে জোর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার খড়দা থানার পানিহাটির মহোৎসবতলা ঘাট সন্নিহিত এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, বেপরোয়া স্কুটি চালানোর প্রতিবাদ করেন শাসকদলের কাউন্সিলর শ্রাবন্তী রায়। প্রকাশ্যে রাস্তায় তৃণমূল কাউন্সিলরের সঙ্গে ওই তরুণীর তীব্র বচসা বাধে। অভিযোগ, বচসা চলাকালীন ওই তরুণীকে সপাটে চড় কষান তৃণমূল কাউন্সিলর। এরপরই উভয় পক্ষের মধ্যে মারপিট বেধে যায়। চুলের মুঠি ধরে চলে মারপিট। মাটিতে ফেলে একে অপরকে মারতে দেখা গিয়েছে সেই ভিডিওতে। যদিও স্থানীয়রা মারপিট ঠেকাতে ব্যর্থ হন। অবশেষে খড়দা থানার পুলিশ এসে উভয় পক্ষকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেয়। মারপিটের ভিডিও নিজের ফেসবুক থেকে পোস্ট করে গোটা ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তিনি লিখেছেন, 'একজন জনপ্রতিনিধি হয়ে প্রকাশ্যে মারপিট করছেন। তবে মানুষ কিন্তু এখন রুখে দাঁড়াচ্ছেন। এই ছবিটা তার প্রমাণ। কাউন্সিলর বলে চোখ রাঙাবেন। আর মানুষ ওনাকে ছেড়ে দেবে। সেদিন আর নেই।' যদিও ঘটনা নিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলর শ্রাবন্তী রায় বলেন, তাদের বাইক পেছনে ছিল। আর ওই মেয়েটার স্কুটি আগে ছিল। কোন দিকে মেয়েটি যাবে, সেটা নির্দেশ কেন করেনি। তা বলতেই মেয়েটি রেগে যায়। এমনকি মেয়েটি বাইকের চাবিটা নেওয়ার চেষ্টা করে। ঔদ্ধত্যের জন্য ওকে চড় মেরেছি। তারপর তিনি মেয়েটাকে মেরেছেন এবং মেয়েটাও তাঁকে মেরেছে। দু'জেনেই একে অপরের চুলের মুঠি ধরেছে। যদিও আলাদা করে তিনি প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানাননি। কাউন্সিলর ও তরুণীর চুলের মুঠি ধরে মারপিটের ঘটনা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন পানিহাটির বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা জয় সাহা। তাঁর কটাক্ষ, পানিহাটির উন্নয়ন এখন রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। তৃণমূল নেতাদের দুয়ারে চুলোচুলি প্রকল্প চলছে। তিনি বলেন, ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে কাউন্সিলরকে দেখা গিয়েছে তরুনীকে চড় মারতে। একজন কাউন্সিলরের কাছ থেকে কখনই এটা আশা করা যায় না। একজন পানিহাটিবাসী হিসেবে খুব লজ্জা লাগছে। আসলে তৃণমূলের আসল কালচার এখন মানুষের কাছে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে।

সংগঠিত অপরাধ দমনই মূল লক্ষ্য: মুরলীধর শর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: চার মাস কাটতে না কাটতেই বদলি করা হল ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার ঠাকুরকে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব নিলেন নতুন পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা। মঙ্গলবার নতুন পুলিশ কমিশনারকে সংবর্ধনা জানালেন কমিশনারেটের আধিকারিকরা। এরপর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যারাকপুরের নবনিযুক্ত পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা জানান, চাকরি জীবনে ব্যারাকপুরে তাঁর কাজ করার সুযোগ মেলেনি। তবে তিনি প্রথমবার এখানে পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব নিয়েছেন। আগে তিনি গোটা এলাকা ঘুরে দেখবেন। তাছাড়া কমিশনারেট অধীনস্থ সমস্ত থানা পরিদর্শন করবেন এবং থানার অফিসারদের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। তিনি বলেন, 'এলাকার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। পাশাপাশি অপরাধ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হবে। তবে সংগঠিত অপরাধ দমন করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।' ব্যারাকপুরের নতুন পুলিশ কমিশনারের সংযোজন, এলাকার সমস্যাগুলো তিনি বোঝার চেষ্টা করবেন। অপরাধ দমনের দিকে তিনি বিশেষ নজর দেবেন। তাঁর কথায়, 'আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও দরকার। সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুললে, অপরাধ অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে।'

বাতিল হচ্ছে না ১৫ বছরের পুরনো বাস ও বাণিজ্যিক গাড়ি, নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের গণপরিবহণ ক্ষেত্রে বড় খবর। বাতিল হচ্ছে না ১৫ বছরের পুরনো বাণিজ্যিক গাড়ি। রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার থেকে বছরে দু'বার ফিটনেস সার্টিফিকেট করালেই রাস্তায় চলতে পারবে পুরনো বাস। ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করলেই সেই গাড়িকে রাস্তায় চালানোর ছাড়পত্র দেওয়া হবে। সঙ্গে লাগবে দূষণ সংক্রান্ত ছাড়পত্রও। আর এখানে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে বেসরকারি বাস সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, 'এখনও আদালতের পুরো কপি হাতে পাইনি। তবে আদালতের নির্দেশে শুনে মনে হচ্ছে এই নির্দেশ অনেকটা নাই মামার থেকে কানা মামা ভালো। তবে বেসরকারি বাস মালিকদের সমস্যা যে কমল তা একেবারেই বলা যাচ্ছে না।'

তবে বাস মালিক সংগঠনগুলির তরফ থেকে দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানানো হচ্ছিল ১৫ বছরের পুরনো বাসকে যাতে একেবারে বাতিল করে দেওয়া না হয়। তাতেই মান্যতা দিয়েই এই সিদ্ধান্ত আদালতের এমনটাই মনে করছেন বাস মালিকেরা। এর আগেই রাজ্য পরিবহণ দপ্তর নীতিগতভাবে এই বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছিল। এবার সেই যুক্তিকে মান্যতা দিল কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চে বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় মঙ্গলবার জানান, 'যদি ১৫ বছরের বেশি পুরনো গাড়িও ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করে, তাহলে রাস্তায় চলাচল করতে বাধা নেই।' এ নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে ছ'টি বাস মালিক সংগঠনের আলোচনা হয়েছে। সংগঠনগুলি বছরে দু'বার ফিটনেস সার্টিফিকেট নেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে। সেই সার্টিফিকেটের জন্য প্রতিবার খরচ পড়বে ১২,৫০০ টাকা, সঙ্গে থাকবে ১০০ টাকার দূষণ পরীক্ষা। প্রতিটি সার্টিফিকেটের মেয়াদ থাকবে ৬ মাস। অর্থাৎ, বছরে দু'বার ফিটনেস টেস্ট করিয়ে রাস্তায় নামতে পারবে পুরনো বাস। আদালতের এই নির্দেশের পরিবহণ দপ্তরের ধারনা, এই উদ্যোগের ফলে বাস মালিকরা কিছুটা হলেও বড় ক্ষতির হাত থেকে বাঁচবেন। একই সঙ্গে যাত্রী নিরাপত্তার দিকটিও নজরে রাখা যাবে। বাস মালিকদের পক্ষে অতিরিক্ত বিনিয়োগ ছাড়াই পুরনো গাড়ি চালানো সম্ভব হবে। অন্যদিকে, পরিবেশ দূষণ রোধেও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে। কারণ প্রত্যেক গাড়িকে দূষণ পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। পাশাপাশি রাস্তায় বাসের অভাবে যাত্রীদের দুর্দশাও কমবে।

শ্বেতা-আরিয়ান জুটির অপরাধপঞ্জি, শাসকের ছায়া ও পুলিশের তল্লাশিতে রুদ্ধশ্বাস থ্রিলার

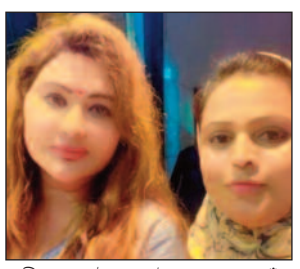

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিযোগের সূত্রপাত, 'শুক্রবার সকালে খড়দা থানায় ডায়েরি'। গত শুক্রবার সোদপুরের খড়দা থানায় এক তরুণী লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়ার পরই দানা বাঁধে নাটক। অভিযোগ, বাঁকড়া ফকিরপাড়ার একটি ফ্ল্যাটে শ্বেতা খান ও তাঁর ছেলে আরিয়ান খান দীর্ঘদিন ধরে দেহ ব্যবসা চালাতেন। প্রতিবাদ করলেই গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, 'না' বললেই ওরা মেরে ফেলবে' দাবি স্থানীয় বাসিন্দা তপন দাস। এখন মাতৃহিতা জুটি লাপাত্তা। তাঁদের খোঁজে ডোমজুড় থানার পুলিশ একাধিক দলে তল্লাশি চালাচ্ছে।

ঘটনায় উঠে এসেছে শাসক দলের ছায়া। অভিযুক্তার ফেসবুকের ছত্রে ছত্রে 'তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের উপস্থিতির' অ্যালবাম। বাঁকড়ার লোকমুখে কান পাতলেই উঠছে অভিযুক্তার সঙ্গে শাসক দলের নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে সরাসরি রাজনৈতিক যোগাযোগের কথা। স্থানীয়দের দাবি, শ্বেতা-আরিয়ান 'পুলিশের ঘনিষ্ঠ, প্রভাবশালীর আশ্রয়ে' রয়েছে, তাই এত দিন কারও হাত পড়েনি। শ্বেতার ফেসবুক প্রোফাইলে ভর্তি তৃণমূলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপস্থিতির সাক্ষ্য। যাতে মন্ত্রী অরূপ রায়, কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, লোকসভার তৃণমূলের মুখ্য সচেতক দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক তৃণমূল নেতার পাশে হাস্যোজ্জ্বল শ্বেতা আবার তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের মিছিলে হাঁটার ছবিও রয়েছে। যদিও মন্ত্রী অরূপ রায় হাত উড়িয়ে বললেন, 'শ্বেতা খানকে আমি চিনি না। অনেকেই প্রভাব দেখাতে নেতা-মন্ত্রীদের পাশে ছবি তোলে। যদি সে সত্যি দলে থাকে, 'দুর্জনের ছলের' মানুষকে বাদ দিতেই হবে।' যদিও মন্ত্রীর বক্তব্যকে কার্যত উড়িয়ে হাওড়ার শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীদেরকেই কাটগড়াতে দাঁড় করালেন রাজ্য বিজেপি নেতা উমেশ রাই। তিনি স্পষ্ট অভিযোগ তুলে দাবি করেন, 'শাসক দলের বদান্যতায় শ্বেতা খান বাঁকড়া থেকে রমরমা দেহব্যবসা চালিয়েছেন। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে এই চিত্র তৃণমূলের আসল মুখ। হাওড়া জেলার তৃণমূল নেতৃত্বকে জবাবদিহি করতেই হবে। এই ধরণের অপরাধীদের সামনের সারিতে এনে তারা কোন মহিলার কল্যাণ করেছেন, তার উত্তর দিতে হবে।' তদন্তের টার্ন ওভার, চুলের গোড়া থেকে কেসের 'ডিএনএ' পরীক্ষা। এই ঘটনার তদন্তকারীরা শ্বেতার ফ্ল্যাটের পিছনদিক থেকে একগুচ্ছ চুল উদ্ধার করেছেন, ধারণা সেগুলি পানিহাটির নির্যাতিতার। নমুনা ফরেনসিক পরীক্ষায় পাঠিয়েছে বাঁকড়া তদন্ত কেন্দ্র। পুলিশের এক আধিকারিকের ব্যাখ্যা, 'চুলের মিটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ মিললে ধর্ষণ-সহ জোর করে চুল কেটে নেওয়ার অভিযোগের পাকা প্রমাণ মিলতে পারে।' ফুলটুসির অতীতের কীর্তিকলাপ, রীতিমতো গুন্ডা ভাড়া, বন্দুকের গর্জন, জেল যাত্রা বহু ঘটনার সাক্ষী। ২০১৫-র সেই ভয়াল বিকেল ভুলতে পারেনি বাঁকড়া সেখপাড়া। অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি দখল করতে গুন্ডা ভাড়া করে গুলি চলিয়েছিলেন শ্বেতা। তখনই তাঁর মোহসিনা বেগম নামে অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার হওয়ার নথি রয়েছে পুলিশের কাছে। ভোটার কার্ডেও সেই পুরনো নাম, মহল্লায় অবশ্য তিনি 'ফুলটুসি' বলেই খ্যাত। উড়িষ্যা ছক, ভিডিও শুট ও ব্যবসায়ীর ঘনিষ্ঠতাও রয়েছে, তদন্তে উঠে আসছে নানা তথ্য। এই ঘটনার তদন্তকারী আধিকারিকরা খোঁজ পেয়েছেন, সম্প্রতি উড়িষ্যায় গিয়ে ভিডিও বানিয়েছেন শ্বেতা। সেখানকার এক ব্যবসায়ীর ঘনিষ্ঠ বলে দাবি স্থানীয়দের। প্রশ্ন উঠছে, ওই রাজ্যেই কি লুকিয়ে আছেন মা-ছেলে? 'বাঁকড়ার বদনাম মুছব'-এমনটাই দাবি জানাচ্ছেন বাঁকড়ার বাসিন্দারা, ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফুঁসছেন তারাও। বাঁকড়ার বাসিন্দাদের আক্ষেপ, 'এঁদের কারণে এলাকার নাম ডুবেছে। প্রয়োজন হলে গণস্বাক্ষর জোগাড় করে প্রশাসনের কাছে দাবি জানাব, শ্বেতা-আরিয়ান পরিবারকে তাড়াতে।'

EKDIN 11.06.2025 PAGE 4_Layout 1 6/10/2025 10:22 PM Page 1

সম্পাদকীয়

সংঘ পরিবারের বাইরের কেউ রাজ্যের মুখ হয়নি কখনও, এবারও কি তাই, সেটাই দেখার

আবার একটি বিধানসভা নির্বাচনের মুখোমুখি পশ্চিমবঙ্গের জনগণ। সিপিএমের পালে যে হাওয়া একেবারেই নেই, রাজনীতি অসচেতন মানুষও এই তথ্য জানেন। তবুও সুষুপ্তি ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। বাকি থাকে কংগ্রেস। তাদের কথা যত কম বলা যায়, তত ভাল। অতএব এ বারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরাসরি দু'টি রাজনৈতিক দলকেই সম্মুখসমরে দেখব আমরা সবাই। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে পর্যুদস্ত হওয়ার পর বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নিশ্চয়ই বহু আলাপ-আলোচনা, বিচার বিশ্লেষণ চলেছে। হারের কারণগুলিও তাঁরা নিশ্চয়ই চিহ্নিত করেছেন এবং এ বারের নির্বাচনে গত বারের ত্রুটি যতটা পারা যায় মেরামত করার চেষ্টাতেই তাঁরা মনোনিবেশ করবেন। তবে দেখা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সরকারি ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লাগাতার প্রতিবাদ সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতির চেয়ে বেশি সাফল্য আনতে সক্ষম হয়েছে। এ কথাটাই কিন্তু ভাবতে ভুলে গিয়েছেন শীর্ষ স্তরের বিজেপি নেতারা। বারবার মুখ পরিবর্তন করেও আজ পর্যন্ত নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কাউকে তুলে আনতে পারেনি বিজেপি। তা ছাড়া যে কোনও রাজ্যেরই প্রধান পদে তারা সঙ্ঘের মানুষের উপরে আস্থা রাখে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা সুর যতই চড়ান না কেন, তাঁকে কিন্তু সঙ্ঘ মূল নেতা করবে না। শেষ পর্যন্ত দিলীপবাবু বা সুকান্তবাবুদের মতো মানুষকেই তারা সমর্থন করবে। সম্প্রতি দিল্লির নির্বাচনে আপ পর্যুদস্ত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে বিজেপি যে কৌশলগুলির সাহায্যে দিল্লির রাজপথে নেমেছিল, তার অধিকাংশেই ছিল সাধারণ নাগরিকদের আগের সুযোগ-সুবিধাগুলিকে আরও খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। আমাদের এই রাজ্যে যে সব প্রকল্প চালু রয়েছে এবং তার সুবিধাভোগীর সংখ্যা যে ভাবে বেড়েছে, তাতে খুব সহজে এই উপকৃতদের ভোটে ভাগ বসানোর কোনও রাস্তা আছে কি না ভেবে দেখতে হবে।

শব্দবাণ-২৯৯

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৬			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. নৌচালন প্রতিযোগিতা ৩. চালবাজি ৫. বিচিত্র ৬. ভিতরে রস আছে এমন, রসপূর্ণ ৭. ঘাড়, গলা ৯. পরকালে ১১. বর্তমান,হাজির ১২. জাঁকালো।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. শিশুকন্যা ২. নখ ৩. বিস্তার, প্রস্থ ৪. লম্বাটে ৭. উত্তাপ, উষ্ণতা ৮. পারদর্শী ৯. মার্গসংগীতের রাগবিশেষ ১০. মাকু।

সমাধান: শব্দবাণ-২৯৮

পাশাপাশি: ২. বংশপত্র ৩. এবরানামা ৬. পার্টটাইম ৭. জগন্মণ্ডল।

উপর-নীচ: ১. মাকুন্দচোপা ২. বড়একটা ৪. রাজমণ্ডল ৫. মারসম্যুত্ত।

জন্মদিন

আজকের দিন

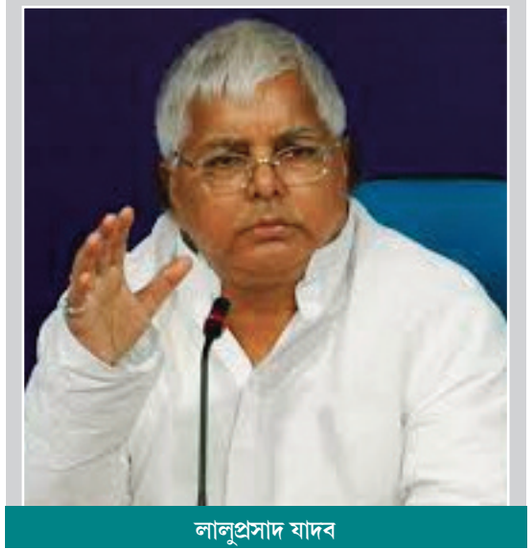

লালুপ্রসাদ যাদব

১৯৪৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ লালুপ্রসাদ যাদবের জন্মদিন।
১৯৫১ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুবোধকান্ত সহায়ের জন্মদিন।
১৯৬৮ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।

বাংলাদেশের চিনিকলের বর্জ্য মিশে দূষণ, মরছে মাছ, চিন্তায় মৎস্যজীবীরা

নিলয় ভট্টাচার্য

নদিয়া: বাংলাদেশ থেকে বেআইনি প্রবেশ বা চোরাচালানের থেকেও বড় সমস্যা বাংলাদেশের চিনিকল থেকে ছাড়া জল। আর সেই রাসায়নিকযুক্ত জল চূর্ণী নদীতে এসে মেশায় কার্যত বেহাল দশা চূর্ণী নদীর।

সূত্রের খবর, বাংলাদেশের দর্শনার চিনিকল থেকে ছাড়া রাসায়নিকযুক্ত জল দীর্ঘদিন যাবৎ চূর্ণী নদীতে এসে মিশছে। অভিযোগ, এর জন্য চূর্ণীর জল কালো হয়ে যাচ্ছে ও তার থেকে বের হচ্ছে দুর্গন্ধ। ফলে একদিকে যেমন নদীতে স্নান করলে চর্ম রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটছে, তেমনই নদীতে বিষাক্ত জলের জন্য মাছ মারা যাচ্ছে, আর তার কারণে সমস্যায় পড়েছেন মৎস্যজীবীরাও। সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের মাজদিয়া এলাকার মানুষজন।

নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের অভিযোগ, এই সমস্যা নিয়ে বারবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও মেলেনি লাভ। ফলে সমস্যার মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন মাজদিয়াবাসী। এ প্রসঙ্গে বাসিন্দা কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের বিজেপি কনভেনার জানান, এই বিষয়টি দীর্ঘদিনের সমস্যা। বাংলাদেশের কেরু অ্যান্ড কোম্পানি বর্জ্যপদার্থ নদীতে ফেলছে ফলে সেই জল ইছামতী এবং চূর্ণী দু'টি নদীকে দূষিত করে দিচ্ছে। এই ঘটনা নিয়ে একদিকে যেমন মাথাভাঙা ও চূর্ণী নদী বাঁচাও কমিটি জল দূষণ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলনে সামিল হয়েছিল এমনকি লিখিত আবেদনও করেছে তারা। এবার গণস্বাক্ষর করে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছে বলে জানান এই সংগঠনের অন্যতম স্বপন কুমার ভৌমিক।

অন্যদিকে চূর্ণী নদী বাঁচাতে বিভিন্ন সংগঠন কোর্টে পর্যন্ত মামলা করেছে। কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল এখানে রিসাইক্লিং পদ্ধতিতে ফিল্টার বসানোর জন্য কিন্তু তা আজও বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এর ফলে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ দূষণে ভুগছে, অন্যদিকে মৎস্যজীবীরা তাঁদের উপার্জনের পথ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। মৎস্যজীবী থেকে সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন সংগঠণগুলির আবেদন, দ্রুত এই নদীগর্ভে রিসাইক্লিং পদ্ধতিতে ফিল্টারায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করে সাধারণ মানুষকে দূষণের হাত থেকে মুক্তি দিক।

এ বিষয়ে নদিয়ার জেলাশাসক এস করুণপ্রসাদ জানিয়েছেন, 'এই সমস্যাটা দীর্ঘদিনের। আমাদের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যেহেতু এটা আন্তর্জাতিক সমস্যা। সকলে মিলে এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।'

পানাগড়ে একাধিক দুর্ঘটনার নেপথ্যে প্রশাসনের গাফিলতি না রাস্তা দখল?

সিসিটিভি ফুটেজ ভাইরালে শোরগোল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড়ে রাইসমিল রোডে এক সড়ক দুর্ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। সমাজমাধ্যমে সেই সিসিটিভি ফুটেজ পোস্ট হতেই তা ভাইরাল হতে শুরু করে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক মাস আগে ঠিক যে স্থানে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছিল হুগলির তরুণী সুতন্দ্রা চট্টোপাধ্যায়ের। যাকে ঘিরে তোলপাড় হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। ঠিক সেই একই স্থানেই ঘটা এক সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। গত মে মাসের ২৮ তারিখে দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, এক সাইকেলআরোহী দ্রুতগতিতে বর্ধমানের দিক থেকে পুরাতন জাতীয় সড়ক ধরে রাইসমিল রোডে ঢুকতে যায়। ঠিক সেই সময় পানাগড় বাজার থেকে একটি ছোট ক্রেন রাইসমিল রোডে ঢোকে। এরপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাইকেল আরোহী ধাক্কা মারে ছোট ক্রেনের চালকের দিকে। ডিগবাজি খেয়ে সে প্রথমে গাড়ির সামনের ইঞ্জিনের ঢাকনার ওপরে তারপরে রাস্তার ওপরে গিয়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় সাইকেল আরোহী অল্পবিস্তর আহত হয়। তবে সে রাস্তার ওপর পড়ে গেলেও, তাকে উদ্ধার করার বদলে উলটে স্থানীয় লোহা ব্যবসায়ীরা তার দিকে আঙুল তুলেই দোষারোপ করতে শুরু করে। ভিডিয়োতে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে যে ক্রেনটি রাইসমিল রোডে ঢুকছিল তার সামনের কোনও ইন্ডিকেটর জ্বলেনি। ফলে দোষ কার, সেই নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন সকলে। ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে সমাজমাধ্যমে।

সকলের একটাই দাবি, রাস্তা দখল করে দিনের পর দিন লোহা ব্যবসায়ীরা নিজেদের মুনাফা করছে। পানাগড় বাজারের রাইসমিল রোড হোক বা পুরাতন জাতীয় সড়ক। তাদের রাস্তা দখল করে লোহার যন্ত্রাংশ পড়ে থাকার কারণেই ঘন ঘন দুর্ঘটনা ঘটে পানাগড়ে। প্রশাসন কেন এই বিষয়ে কোনও আইনি পদক্ষেপ করছে না সেই নিয়েও প্রশ্ন তোলেন নেটিজেনরাও। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিত্যদিন এই মোড়ে ঘটে যায় দুর্ঘটনা।

লোহা ব্যবসায়ীরা নিজেদের গাড়ির লোহার যন্ত্রাংশ নিয়ে যাতায়াত করার ফলে একদিকে যেমন দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। তার পাশাপাশি নিত্যদিন যানজটের শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষকে। প্রশাসন এই বিষয়ে কোনও কিছুই করে না। দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন সকলে।

জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের বাড়িতে শুল্ক দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে শুল্ক দপ্তরের অভিযান। মঙ্গলবার সকাল ছ'টার সময় চণ্ডীতলার গরলগাছা অহল্যা বাই রোডের পাশে মহেন্দ্র নিবাসে কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকদের একটি দল আসে। পাঁচটি গাড়িতে জনা দশেক আধিকারিক ছিলেন। মঙ্গলবার সকাল থেকে তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চলে বাড়ির দোতলার ঘরে। ভিতর থেকে গেট বন্ধ ছিল।

সুবীর মুখোপাধ্যায় হুগলি জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের পাশাপাশি জেলা পরিষদের মেন্টর। ডানকুনি টোলপ্লাজার তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির সঙ্গে যুক্ত। কর্মাধ্যক্ষর জামাই অভিষেক ঘোষকে নিয়ে দু'টি গাড়ি উত্তরপাড়ার দিকে বেরয়। রেড চলাকালীন সুবীর মুখার্জির জামাইকে সঙ্গে নিয়ে ডানকুনি কোল কমপ্লেক্সের ফ্ল্যাটেও হানা দেয় একটি দল। যদিও কিছুক্ষণ বাদে তারা আবারও চণ্ডীতলার বাড়িতে ফিরে আসে।

কী কারণে তাঁর বাড়িতে কেন্দ্রীয় শুল্ক দপ্তর হানা দিল, তা স্পষ্ট নয়। যদিও শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী সেই দল বাড়ি থেকে চলে গিয়েছে, কিছুই পায়নি তারা। যদিও এই বিষয় বিশেষজ্ঞ মহলের দাবি, দলেরই একাংশের রাজনীতির শিকার তিনি। সূত্রের দাবি, সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জাঙ্গিপাড়া থেকে ফেরার পথে সুবীরবাবুর সঙ্গে কথা বলেন, কনভয় থামিয়ে দাঁড়ান, আর এতেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পরে জেলার একাধিক ছোটবড় মেজো শাসকদলের নেতার, তাঁদেরই কর্মকাণ্ডের জেরে এই হানা বলে মনে করছেন অনেকে।

ইসিএলের পরিবহণ আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: দীর্ঘ ৯ বছর ধরে টালবাহানা, আজও ইসিএলের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পায়নি পাট্টার জমিদাতারা বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে পরিবহণ বন্ধ করে বিক্ষোভ।

২০১৬ সালে ৩২৭ নম্বর দাগে দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের মাধাইপুর খোলামুখ খনির জন্য ৮৮ একর জমি

অধিক গ্রহণ করে। কিন্তু ৩২৭ নম্বর দাগে ১১৪ একর জমিতে বর্তমানে কাজ করছে ইসিএল বলে অভিযোগ। প্রতিবাদে মঙ্গলবার এলাকার জমিহারা পাট্টা ও বর্গা চাষিরা ক্ষতিপূরণের দাবিতে মাধাইপুর খোলামুখ খনির পরিবহণ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হলেন। এদিন সকাল ন'টা থেকে খনির পরিবহণ বন্ধ রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলা ও পুরুষরা।

মলয় ঘোষ নামে স্থানীয় এক জমিদাতা জানান, ২০১৬ সাল থেকেই ইসিএল কর্তৃপক্ষ শুধু আশ্বাসই দিয়েছে, আজও পর্যন্ত বহু চাষে পাননি তাদের বকেয়া পাওনা। এমনকি বহু জমি এখনও পর্যন্ত মিউটেশন করেনি ইসিএল তার কারণে মিলছে না চাকরিও। তাঁর দাবি, তাঁর জমির ওপর দিয়ে ইসিএলের পরিবহণের গাড়ি যাতায়াতের জন্য রাস্তা করা হয়েছে, অথচ তাঁদেরকে কোনও ক্ষতিপূরণ না দিয়েই। একটাই উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিক তারপরেই ইসিএল কাজ করুক।

অন্যদিকে তৃণমূলের গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, এলাকার বহু চাষি এবং পাট্টার চাষিরা রয়েছেন যাঁরা তাঁদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এখনও পাননি ইসিএলের কাছ থেকে। আর সে কারণে এদিন তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন। তিনি ইসিএলের কাছে আবেদন করবেন, যে সকল গরিব মানুষগুলোর চাষযোগ্য জমি ইসিএলকে দিয়েছিলেন কয়লাখনির কাজ শুরু করার জন্য তাঁদেরকে কেন বঞ্চিত করছে কর্তৃপক্ষ ?তিনি ইসিএল আধিকারিকদের এই বিষয়ে নজর কাড়বেন যাতে করে এই সমস্যার সমাধান শীঘ্রই হয়।

সংশ্লিষ্ট খোলামুখ খনির এজেন্ট ইস্তাক হোসেন জানান, আগাম কোনও কিছু না জানিয়ে এদিন গ্রামের বহু মানুষ তাঁদের পরিবহণের গাড়িগুলিকে বন্ধ করেছে। যে সকল মানুষের জমি ইসিএল অতিক্রম করেছিল তাদের সকলেই চাকরি পেয়েছে। তবে বেশ কিছু মানুষের জমিতে গণ্ডগোল থাকায় সমস্যা হচ্ছে। এই বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং সেই সমস্যা দ্রুত সমাধান করার প্রক্রিয়া চলছে। অবশেষে ইসিএল কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে ১টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বিক্ষোভ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

ট্রেনে চিকিৎসকের শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার অধ্যাপক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্রেনের কামরায় পুরুলিয়া মেডিক্যাল কলেজের এক মহিলা অধ্যাপক চিকিৎসককে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন পুরুলিয়ার সিধু কানহু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে। ধৃত অধ্যাপকের বাড়ি কলকাতার বাগুইহাটি এলাকায়। কয়েকদিন ধরে খোঁজ চালানোর পর সোমবার হাওড়া থেকে অভিযুক্ত অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করে রেল পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়। আদালত ধৃতকে ৭ দিন জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৪, ৬৪ ও ৬২ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করেছে রেল পুলিশ।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৭ মে বাঁকুড়ায় জিআরপি থানায় হাজির হয়ে হাওড়া চক্রধরপুর ট্রেনের এসি কামরার এক মহিলা যাত্রী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগকারী মহিলা পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো মেডিক্যাল কলেজের অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক। তাঁর লিখিত অভিযোগে তিনি দাবি করেন ২৬ মে রাতে পুরুলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি হাওড়া স্টেশনে হাওড়া-চক্রধরপুর ট্রেনের এসি কামরায় চড়েন।

অভিযোগ, ২৭ মে ভোরে ট্রেনটি বিষ্ণুপুর স্টেশনে পৌঁছনোর আগে চলন্ত ট্রেনেই তাঁকে শ্লীলতাহানি করেন ওই কামরায় সহযাত্রী হিসাবে থাকা পুরুলিয়ার সিধু কানহু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুমন পাল। এরপর ওইদিন সকালে বাঁকুড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেতেই রেল পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

পিএইচইর ভালভ চেম্বারে মলত্যাগ, বন্ধ জল সরবরাহ, ক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: তীব্র গরমে পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে আরামবাগের পাঁচ-ছ'টি গ্রামে। সকাল পাঁচটা থেকে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল গ্রামগুলিতে। এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে গ্রামের মানুষ। কিন্তু কেন জল সরবরাহ বন্ধ হল পিএইচই থেকে? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে হতবাক পিএইচইর ভালভ অপারেটর থেকে গ্রামের মানুষ। একেবারে পিএইচইর জল সরবরাহের ভালভ চেম্বারে মলত্যাগ করায় পিএইচইর জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় বেশ কয়েক ঘণ্টা।

তীব্র গরমে জল না পেয়ে চরম সমস্যায় আরামবাগের আরান্ডি -১ পঞ্চায়েতের পাঁচ-ছ'টি গ্রামের মানুষ। এলাকার মানুষের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ এই জঘন্যতম কাজ করেছে। পানীয় জল বন্ধ করার উদ্দেশ্যেই দুষ্কৃতীরা এই কাজ করেছে। আরামবাগের বলাইচকে পিএইচইর ভাণ্ডারহাটি পাম্পহাউস রয়েছে। সেখানে ভালভ চেম্বারে দুপুরে কয়েকজন মিলে মলত্যাগ করেছে বলে অভিযোগ। এরপর থেকেই বন্ধ রয়েছে জল সরবরাহ। ভোর পাঁচটা থেকে দুপুর বারোটা পযন্ত এই পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকে। এরপর স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান তেকদিরা খাতুনের হস্তক্ষেপে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হয়। ব্লিচিং পাউডার সহ অন্যান্য দ্রব্য দিয়ে পিএইচইর ভালভ পরিষ্কার করে পানীয় জল সরবরাহ শুরু হয়।

এই বিষয়ে প্রধান বলেন, 'এটা দুষ্কৃতীদের কাজ। ভালভ অপারেটারের উচিত ছিল স্থানীয় সাফাইকারীদের ডেকে দ্রুত জল সরবরাহ স্বাভাবিক করা। দেরি হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে এরপর আমরা নজরদারি চালাব এবং প্রাচীর যাতে দ্রুত হয় সেই বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে কথ বলতে হবে।' এব্যাপারে পাম্প অপারেট হারাধন খাঁ বলেন, স্থানীয় পঞ্চায়েতে জানানো হয়। ওই জায়গা ভালো করে ব্লিচিং ও ক্লোরিন দিয়ে পরিষ্কার না করলে জল সরবরাহ করা যাবে না। তাই বন্ধ রাখা হয়। তবে পিএইচইর পাম্প হাউসে প্রাচীর নির্মাণ হলেও কোনও গেট নেই। ফলে সেখানে অবাধ যাতায়াত রয়েছে দুষ্কৃতীদের। এই ঘটনায় পাম্প হাউসে সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবি তোলেন তিনি।

পুরসভার জলের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তীব্র গরমের মধ্যে পুরসভার পানীয় জল না পেয়ে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক বাসিন্দা। মঙ্গলবার সকাল থেকে লাগাতার দেড় ঘণ্টার বেশি সময় ধরে সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ চলায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পুরাতন মালদা পুরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ডের নবাবগঞ্জ বাঁশহাটা এলাকায়। দীর্ঘক্ষণ অবরোধের জেরে যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে সংশ্লিষ্ট এলাকা রাজ্য সড়ক। অবরোধের খবর পেয়ে প্রথমে ঘটনাস্থলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলতে আসেন দু' নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির কাউন্সিলর বাসন্তী রায়। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা বিজেপি কাউন্সিলরের সামনেই তাঁদের দাবিতেই অনড় থাকেন। পরে সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুরাতন মালদা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশের সামনেই পরিশ্রুত পানীয় জল স্বাভাবিক ভাবে সরবরাহের দাবিতে সোচ্চার হন স্থানীয় ওয়ার্ডের কয়েকশো মহিলারা। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর অবশেষে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সকাল সাতটা থেকে সকাল দশটা এবং এবং বিকেলেও দু' ঘণ্টা পুরসভার পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলেও সেটা নিয়মিত করা হয় না। এদিন ২ নম্বর ওয়ার্ডের নবাবগঞ্জ বাঁশহাটি এলাকার বিক্ষোভকারী বাসুদেব দাস, সন্ধ্যা পাল, সুমি দাসদের দাবি, পুরসভার পক্ষ থেকে সকাল এবং বিকেলে দু' বেলা পানীয় জল সরবরাহ করার কথা থাকলেও সেটি নিয়মিত করা হচ্ছে না। সরু সুতোর মতো জল পড়ছে, তাও আবার মাঝেমধ্যে আয়রনযুক্ত লাল জল পড়ে কলগুলি থেকে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জল দেওয়া হয় না। কিছুদিন ধরে বাড়ি বাড়ি একেবারে জল পৌঁছচ্ছে না। অনেকবার স্থানীয় কাউন্সিলর এবং পুরসভা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তাই এদিন বাধ্য হয়েই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের শতাধিক বাসিন্দা এভাবেই রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

এদিনের সড়ক অবরোধ এবং বিক্ষোভের জেরে গোটা এলাকার যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। ২ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি দলের কাউন্সিলর বাসন্তী রায় বলেন, 'এদিন যাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। বিক্ষোভকারীদের দাবির বিষয়টি ন্যায্য। বরঞ্চ সংশ্লিষ্ট পুরসভার পক্ষ থেকে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে উদাসীন মনোভাব দেখানো হচ্ছে। এব্যাপারে চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।'

তৃণমূল পরিচালিত পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ বলেন, বিজেপির কিছু লোকজন তাঁদের দলের কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে নানান কাজের অভিযোগ তুলেই এদিন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। পানীয় জল নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। যে অভিযোগ করা হয়েছে, তা সঠিক নয়। তবে কোথাও কোনও রকম সমস্যা থাকলে অবশ্যই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

বোল্লা রক্ষাকালী মন্দির চত্বরে চালু পুলিশক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বোল্লা রক্ষাকালী মন্দির চত্বরে চালু হয়ে গেল পুলিশ ক্যাম্প। একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফিতে কেটে পতিরাম থানার অন্তর্গত বোল্লা পুলিশ ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন মালদা রেঞ্জের আইজি দ্বীপনারায়ণ গোস্বামী।

জানা গিয়েছে, এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এই এলাকায় একটি স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্পের। কেননা বোল্লাতে রয়েছে জেলার ঐতিহ্যবাহী বোল্লা কালীমন্দির। এই বোল্লা রক্ষাকালী মাতার পূজাকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর এই এলাকায় চার দিন ধরে মেলা বসে। মেলায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে। লোক সমাগমের নিরিখে এই মেলা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সর্ববৃহৎ। সম্প্রতি সারা বছর মায়ের মূর্তি দর্শনের জন্য বোল্লা রক্ষাকালী মায়ের মন্দিরে বসানো হয়েছে মায়ের রুপোর মুখমণ্ডলের অবয়ব। তাই নিরাপত্তা এবং এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবির বিষয়টিকে মাথায় রেখে অবশেষে বোল্লা মন্দির সংলগ্ন মাঠে বসল পুলিশের স্থায়ী ক্যাম্প।

এবিষয়ে আইজি দীপনারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'এই পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের ফলে আইনশৃঙ্খলা পরিচালনা করতে আমাদের সুবিধা হবে। আমরা যাতে সফল ভাবে এটা বাস্তবায়িত করতে পারি তার জন্য স্থানীয় সমস্ত জনগণের কাছে আমাদের সহযোগিতার প্রত্যাশা রইল। জেলা পুলিশ সুপারের উদ্যোগেই এই ক্যাম্প স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে।' এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, 'এটি আমাদের জেলার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এখানে বড় আকারে মেলা হয়। বাৎসরিক পুজোর পাশাপাশি এখানে প্রতিদিনই মানুষ পুজো দিতে আসেন। এখন থেকে এই এলাকার মানুষের যদি কোনও সমস্যায় পড়েন তা হলে তাঁদের লিখিত অভিযোগ জানানোর জন্য আর পতিরাম যেতে হবে না। এখানেই তাঁরা লিখিত অভিযোগ জানাতে পারবেন। পাশাপাশি এই এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আমরা বেশি করে আরো নজর রাখতে পারব।'

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল, ইন্দ্রজিৎ সরকার, ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ, ডিএসপি (ট্র্যাফিক) বিল্লোমঙ্গল সাহা, পতিরাম থানার ওসি সৎকার স্যাংব সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও আধিকারিকরা।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India — A Government of India Undertaking

দাবি নোটিশ ধারা ১৩(২)

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্কস্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৭১, পব
ইমেল : crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank

প্রতি
১. **আবেদনকারী : প্রয়াত সন্তোষ কুমার গুপ্তার সম্পত্তি, প্রতিনিধিত্বকারী : শ্রীমতী আশা গুপ্তা,** স্বামী প্রয়াত সন্তোষ কুমার গুপ্তা, ১৫২, পেয়ারা বাগান, থানা - মধ্যমগ্রাম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ১২৯।
আরও ঠিকানা : ২ নং শ্রীনগর, পো. - মধ্যমগ্রাম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০ ১২৯।
২. **সহ-আবেদনকারী : শ্রী অমিত কুমার গুপ্তা,** পিতা রাজকুমার গুপ্তা, ১৫২, পেয়ারা বাগান, থানা - মধ্যমগ্রাম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ১২৯।
আরও ঠিকানা : ২ নং শ্রীনগর, পো. - মধ্যমগ্রাম, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ১২৯।
প্রিয় মহাশয়,
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে **বিরাটি শাখা (৫৭৪৫৬২)** কর্তৃক অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক **২৬.০৫.২০২৫** তারিখে ইস্যুকৃত নোটিশটি আপনাকে পাঠানো হয়েছিল, যা আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট/গুলিতে আমাদের কাছে থাকা আপনার শেষ জ্ঞাত ঠিকানায় বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানিয়ে। সুতরাং, এই দাবি নোটিশের বিষয়বস্তু এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে।
আপনার দ্বারা গৃহীত ঋণ সুবিধা/ঋণ সুবিধাগুলিকে **১৩.০২.২০২৫ তারিখে এনপিএ** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। আপনি ঋণ সুবিধা গ্রহণ করার সময় ঋণের নথিপত্র সম্পাদন করেছেন এবং ব্যাংকের অনুকূলে জামিন রেখেছেন। ঋণ সুবিধা এবং সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ নিম্নরূপ :
২৬.০৫.২০২৫ তারিখে বকেয়া পরিমাণের সাথে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা, মোট বকেয়া পরিমাণ ৪,৬৫,১৩৬.২২ টাকা (চার লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার একশ ছত্রিশ টাকা এবং বাইশ পয়সা)
জামিনদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ০১ কাঠা ২ ছটাক ৩২ বর্গফুট বা ১.৯৩ ডেসিমেল এবং তদস্থিত একতলা ভবন পরিমাণ ২৫০ বর্গফুট , জেএল নং ৪৫,আরএস নং ১৩৭, ৩৯, তৌজি নং হাল ১৪৬, মৌজা : দোহারিয়া,আরএস খতিয়ান নং ২৩০, আরএস দাগ নং ৬২৪, প্লট নং পি, ওয়ার্ড নং ১৫, হোল্ডিং নং ১৫২,পেয়ারা বাগান, পরগনা : আনোওয়ারপুর, মধ্যমগ্রাম পুরসভা, থানা : মধ্যমগ্রাম, এডিএসআরও : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **সমুদয় সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ৬২৫; দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক ; পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক; পশ্চিমে : অংশ দাগ নং ৬২৪; **(মূল দলিল নং ১-০৪২৬৬/২০১১ অনুযায়ী),**
সুতরাং, আপনারা, নং ১ এবং ২ ঋণগ্রহীতা হিসেবে উক্ত নোটিশ অনুযায়ী আপনাদের উক্ত পরিমাণ **৪,৬৫,১৩৬.২২** (চার লাখ পঁয়ষট্টি হাজার একশো ছত্রিশ টাকা বাইশ পয়সা) টাকা নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ এবং শুল্ক সহ আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নোটিশের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে জামিন অধীনে ঋণদাতা হিসেবে আমরা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা বকেয়া আদায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করব। সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(১৩) অধীনে ব্যাঙ্কের আগাম অনুমতি ব্যতীত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে জামিনদত্ত সম্পদ হস্তান্তর না করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (৮) অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

আপনার বিশ্বস্ত
অনুমোদিত অফিসার

নাবালিকা ধর্ষণ-খুনের অভিযোগে ধৃতকে দিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন নাবালিকাকে বিস্কুটের প্রলোভন দেখিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ। পরবর্তীতে তাকে খুনের অভিযোগ। ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ।

মঙ্গলবার উত্তরপাড়া থানার পুলিশ অসীম মজুমদারকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যায়। কী ভাবে অভিযুক্ত নাবালিকাকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর সাইকেলে চাপিয়ে কোন দোকান থেকে বিস্কুট কিনেছিল, সবটাই পুলিশকে দেখায় সে। নাবালিকার বাড়ি থেকে শুরু করে গোটা রাস্তায় প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। মৃত নাবালিকার দেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। আগামী ১২ জুন শ্রীরামপুর পকসো আদালতে পেশ করা হবে অভিযুক্তকে। তার আগে পুলিশ তার বিরুদ্ধে আরও তথ্য প্রমাণ জোগাড় করছে। নাবালিকার পরিবার এলাকাবাসী সকলেই অভিযুক্তর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। নাবালিকা পরিবারের পক্ষে শ্রীরামপুর আদালতে সওয়াল করেছেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনার পর পরই নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে যান বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, জেলা সিপিআইএম নেতৃত্বরা। জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার ও নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এই ঘটনার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেন।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বড়ঞা: ভাইয়ের সঙ্গে টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীর। ঘটনায় আশঙ্কাজনক অবস্থায় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে আরও এক শিশু। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার পাঠানপাড়া গ্রামে। মৃত ছাত্রীর নাম রিয়া খাতুন (৯)। ঘাতক ট্রাক্টর ও চালককে আটক করেছে বড়ঞা থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সাইকেল চড়ে স্থানীয় হাপিনা গ্রামে টিউশন পড়তে গিয়েছিল রিয়া। ফেরার পথে পাঠানপাড়া গ্রামের কাছে পিছন দিক থেকে একটি ট্রাক্টর সাইকেলে ধাক্কা মারে। চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রিয়া খাতুনের।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ- ২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-২২৮৮ ৩৬৯৯/০২০০, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৮৮০২৩৩, ইমেল: sbi.18192@sbi.co.in

প্রতি
১) ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস- গোদরেজ ওয়াটারসাইড, স্যুট- ৪০৩, ব্লক-ডিপি, সেক্টর-৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৯১
২) মেসার্স ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড (আইইএসপিএল)
৩) শ্রী অভ্রনী গয়াল, ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০০৯১
৪) শ্রী সন্দীপ গয়াল (সিএমডি ও গ্যারান্টর), ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০০৯১
৫) শ্রী রমন গয়াল (ডিরেক্টর), ৬১২, ওয়ার্ড নং ০৪, মরি গেট চক, হিসার, হরিয়ানা -১২৫০০১
৬) শ্রী বরুণ গয়াল (ডিরেক্টর), ৬৩/২, মাহালিয়া পাঠানা, হিসার, হরিয়ানা-১২৫০০১
৭) **মেসার্স সানরাইজ মার্চেন্ডাইজ প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট গ্যারান্টার)** 'ডাক ব্যাক হাউস', ১সি, ৪১, শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা- ৭০০০১৭

প্রিয় মহাশয়,
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
অ্যাকাউন্ট- ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **১১/০৯/২০১৭** তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং **২২/১১/২০১৭** তারিখের দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি এবং **২১/০২/২০২৫** তারিখে গৃহীত বাস্তবিক দখল উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে । কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
সুরক্ষিত সম্পদ যা বিক্রি করা হবে,

ক্র নং	সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ	রিজার্ভ মূল্য (টাকায়)	বায়না জমা (টাকায়)
১.	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত প্রেমিসেস নং ১০৫ এবং ১০৬,২য়তল, মিত্তাল কমার্শিয়াল প্রেমিসেস কো-অপারেটিভ সোসাইটি, সি টি এস নং ১৬২৯,গ্রাম : মারোল,আন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বই পরিমাণ ১৪৯.২০ বর্গ মিটার সুপার বিল্ট আর এরিয়া, সম্পত্তি সানরাইজ মার্চেন্ডাইজ প্রা লি এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৭৬৯৯ তারিখ১৭.০৭.২০১০ চুক্তি মোতাবেক এসআরও আন্ধেরী নং ৩, মুম্বই এর সহিত ।	৪,৬০,০০,০০০/- (চার কোটি ষাট লক্ষ টাকা মাত্র)	৪৬,০০,০০০/- (ছেচল্লিশ লক্ষ টাকা মাত্র)

আমরা এতদ্বারা আবারও আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৮) এর বিধানগুলির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারিখ: ১১.০৬.২০২৫,
স্থান: কলকাতা
কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে।
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা খ) স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখল নোটিশের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ক) কোনার এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বা)** গ্রাম এবং পোস্ট তলিত, থানা - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪১ **খ) স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা শ্রী রামপদ কোনার** পিতা প্রয়াত মৃত্যুঞ্জয় কোনার গ্রাম এবং পোস্ট রোজ ভিলা পাড়া, জি এন মিত্র লেন, জেলা - পূর্ব বর্ধমান পিন - ৭১৩১০১	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : রামপদ কোনার,** ১. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : তালিত, জেএল নং ১০, এলআর খতিয়ান নং ৫৪৯, বাঘার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা: বর্ধমান, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৪৬৫, ৪৪৬৫/৪৫২৫ এবং ৪৪৬৮। **মোট এরিয়া ৩ দাগ ১.০৬ একর, উল্লেখ্য দলিল নং ৪৩৯৪-২০১৫,** বুক নং ১, ভল্যুম নং ০২০৩/২০১৫, পৃষ্ঠা নং ২৩১৭৬ থেকে ২৩১৮৯, এডিএসআর বর্ধমান, থানা : বর্ধমান। ২. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : তালিত, জেএল নং ১০, এলআর খতিয়ান নং ৫৪৯, বাঘার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বর্ধমান, উল্লেখ্য আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৪৬৯। **মোট এরিয়া জমির ০.৮৫ একর, উল্লেখ্য দলিল নং ৪৩৯৮-২০১৫ সালের,** বুক নং ১, ভল্যুম নং ০২০৩/২০১৫, পৃষ্ঠা ২৩২২২ থেকে ২৩২৩৫, এডিএসার বর্ধমান, থানা : বর্ধমান।	১) ০৯.০৬.২০২৫ ২) ০৭.০৩.২০২৫ ৩) **১,৮৮,২০,৬৫৪.০০ টাকা** (এক কোটি অষ্টআশি লাখ কুড়ি হাজার ছশো চুয়ান্ন টাকা) টাকা **০৩.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ২৯.০২.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ
২.	**ক) মেসার্স শংকরী রাইস মিল** গ্রাম এবং পোস্ট তলিত, থানা - বর্ধমান, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১৪১ **খ) অংশীদার এবং জামিনদাতা (১) শ্রী রামপদ কোনার** পিতা প্রয়াত মৃত্যুঞ্জয় কোনার গ্রাম এবং পোস্ট রোজ ভিলা পাড়া, জি এন মিত্র লেন, জেলা - পূর্ব বর্ধমান পিন - ৭১৩১০১ **(২) শ্রীমতী মীনা কোনার** স্বামী রামপদ কোনার, মন্ডল, গ্রাম এবং পোস্ট রোজ ভিলা পাড়া, জি এন মিত্র লেন, জেলা - পূর্ব বর্ধমান পিন - ৭১৩১০১	**সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : রামপদ কোনার,** ১. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : তালিত, জেএল নং ১০, এলআর খতিয়ান নং৫৪৯, বাঘার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা: বর্ধমান, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৪৬৫, ৪৪৬৫/৪৫২৫ এবং ৪৪৬৮। **মোট এরিয়া ৩ দাগ ১.০৬ একর, উল্লেখ্য দলিল নং ৪৩৯৪-২০১৫,** বুক নং ১, ভল্যুম নং ০২০৩/২০১৫, পৃষ্ঠা নং ২৩১৭৬ থেকে ২৩১৮৯, এডিএসআর বর্ধমান, থানা : বর্ধমান। ২. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : তালিত, জেএল নং ১০, এলআর খতিয়ান নং ৫৪৯, বাঘার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বর্ধমান, উল্লেখ্য আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪৪৬৯। **মোট এরিয়া জমির ০.৮৫ একর, উল্লেখ্য দলিল নং ৪৩৯৮-২০১৫ সালের,** বুক নং ১, ভল্যুম নং ০২০৩/২০১৫, পৃষ্ঠা ২৩২২২ থেকে ২৩২৩৫, এডিএসার বর্ধমান, থানা : বর্ধমান।	১) ০৯.০৬.২০২৫ ২) ০৭.০৩.২০২৫ ৩) **৬,৭১,৭০,৫৮৬.০০ টাকা** (ছয় কোটি একাত্তর লাখ সত্তর হাজার পাঁচশ ছিয়াশি টাকা) টাকা এবং **২৮.০২.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ - ০৯.০৬.২০২৫, স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই এসএআরবি, বর্ধমান

LOKENATH BED COLLEGE
(North 24 Pgs) invites applications for D.El.Ed. Section: 4 Asst. Professor in Bengali, Life Sc., Physical Sc., Fine Arts, Health & Physical Education. (Qualification: PG, M.Ed.).
Apply within 7 days, send your application with CV to Email- **helpdesklokenath@gmail.com**

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India — A Government of India Undertaking

দাবি নোটিশ ধারা ১৩(২)

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্কস্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৭১, পব
ইমেল : crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank

প্রতি
১. **মেসার্স মা মনসা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী : শ্রী রন্তোষ দাস,** বিজয়নগর, পো. কাজীপাড়া, থানা - বারাসত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২৪
১(ক) **শ্রী রন্তোষ দাস, স্বত্বাধিকারী মেসার্স মা মনসা এন্টারপ্রাইজ,** বিজয়নগর, পো. কাজীপাড়া, থানা - বারাসত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২৪
১(খ) **জামিনদাতা : শ্রীমতী শান্তা দাস,** স্বামী রন্তোষ দাস, বিজয়নগর, পো. কাজীপাড়া, থানা - বারাসত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২৪
প্রিয় মহাশয়,
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে **যুগবেরিয়া শাখা (৯১৪৮৪৩)** কর্তৃক অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক **২৯.০৫.২০২৫** তারিখে ইস্যুকৃত নোটিশটি আপনাকে পাঠানো হয়েছিল, যা আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট/গুলিতে আমাদের কাছে থাকা আপনার শেষ জ্ঞাত ঠিকানায় বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানিয়ে। সুতরাং, এই দাবি নোটিশের বিষয়বস্তু এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে।
আপনার দ্বারা গৃহীত ঋণ সুবিধা/ঋণ সুবিধাগুলিকে **২৮.০৪.২০২৫ তারিখে এনপিএ** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। আপনি ঋণ সুবিধা গ্রহণ করার সময় ঋণের নথিপত্র সম্পাদন করেছেন এবং ব্যাংকের অনুকূলে জামিন রেখেছেন। ঋণ সুবিধা এবং সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ নিম্নরূপ :
২৯.০৫.২০২৫ তারিখে বকেয়া পরিমাণের সাথে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা, মোট বকেয়া পরিমাণ ১৪,৫৮,৮৯৬.৭৯ টাকা (চোদ্দ লাখ আটান্ন হাজার আটশ ছিয়ানব্বই টাকা এবং উনআশি পয়সা)
জামিনদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ প্লট জমি পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ৭ ছটাক ৪০ বর্গফুট এবং তদস্থিত দোতলা ভবন অবস্থিত মৌজা : বনমালিপুর, পরগনা : আনোয়ারপুর, তৌজি নং ১৪৬, জেএল নং ৮০, আরএস নং ২২৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩০৭/৩৬৯, ৩০৭/৩৭০, আরএস খতিয়ান নং ১১৭, এলআর খতিয়ান নং ১১৭/১, থানা : বারাসত, বারাসত পুরসভা হোল্ডিং নং এন/৭, ওয়ার্ড নং ১০, যশোর রোড (পূর্ব) জেলা অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা, **সম্পত্তি সান্তা দাস** স্বামী রণতোষ দাস এর নামে, **উক্ত প্রেমিসেসের চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং বি এবং ৬ ফুট চওড়া সাধারণ সড়ক ; দক্ষিণে : শম্ভু নাথ দাস, অরূপ ঘোষ এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; পূর্বে : প্লট নং বি এবং ৫ ফুট সাধারণ সড়ক; পশ্চিমে : সমীর ভট্টাচার্যর সম্পত্তি।
সুতরাং আপনারা, নং ১, ১(ক) এবং ১(খ) ঋণগ্রহীতা হিসেবে আপনারা উক্ত নোটিশের নিয়ম মতে নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত পরিমাণ **১৪,৫৮,৮৯৬.৭৯** (চৌদ্দ লাখ আটান্ন হাজার আটশো ছিয়ানব্বই টাকা উনআশি পয়সা) টাকা আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে পরবর্তী সুদ এবং শুল্কসহ। উক্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে জামিন অধীনে ঋণদাতা হিসেবে আমরা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হিসেবে ক্ষমতা জারি করব। সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(১৩) ধারা অধীনে ব্যাঙ্কের আগাম অনুমতি ব্যতীত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের কোনওরূপ হস্তান্তর করবেন না। আরও অবগত হোন সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

আপনার বিশ্বস্ত
অনুমোদিত অফিসার

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক / Indian Bank — ইলাহাবাদ / ALLAHABAD

দাবি বিজ্ঞপ্তি

জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ((২০০২ এর এ্যাক্ট নং ২) এর সেকশন ১৩(৩) এবং ১৩(৮) এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(২) অধীনে বিজ্ঞপ্তি
নিম্নোল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে তাদের গৃহীত ঋণের বিষয়ে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে এবং লোন অ্যাকাউন্ট এনপিএ হওয়ার পর তাদের ব্যাংকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ৬০ দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি (গুলি) পাঠানো হয়েছে কিন্তু স্বীকৃতি এখনও প্রাপ্ত হয়নি। আমরা ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে নীচে বিশদ বিবরণে সুরক্ষিত সম্পদের দখল নেওয়ার আমাদের উদ্দেশ্য নির্দেশ করছি।
সারফেইসি আইনের অধীনে পরবর্তী পদক্ষেপ এড়াতে এই নোটিশ প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করার জন্য এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গ্যারান্টরদের এখানে জানানো হচ্ছে। এছাড়াও তাদেরকে আমাদের অফিসে পড়ে থাকা বিস্তারিত নোটিশ সংগ্রহ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ক্র. নং.	ক) ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার এর নাম খ) শাখার নাম	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএর তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমান
১.	**ক) শ্রী বোমান্না রাজু রাও** মৌজা - মানুসপুর, জে.এল. নং ৪, আর.এস. দাগ নং ৫৬৩, এল.আর. দাগ নং ৮৫৮, এল.আর. খতিয়ান নং ৯৭/১ এখন ৪১০০ গ্রাম পঞ্চায়েত দেবানন্দপুরের অধীনে, থানা - চুঁচুড়া, থানা - ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২ ১২৩। **এ/সি নং- ৫০৪৭৫৫৫০৪০৬, ৫০৫১২৮৬৫৪০৬** **খ) পার্ক স্ট্রিট শাখা**	মানুসপুর মৌজায় প্রায় ১ কাঠা, ১৫ ছটাক, ৩৬ বর্গফুট পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জে.এল. নং ৪, আরএস নং ৫৬৩, এলআর দাগ নং ৮৫৮, এলআর খতিয়ান নং ৯৭/০১ এখন ৪১০০, থানা- চুঁচুড়া, হুগলি, পিন- ৭১২ ১২৩, জেলা- হুগলি, দলিল নং আই-৩৬৫৭/২০১৬, এডিএসআর- চুঁচুড়া, থানা- চুঁচুড়া, জেলা হুগলি। **সীমানা:** উত্তর- অন্যদের জমি, দক্ষিণ- ৮ ফুট প্রশস্ত নন-মেটাল রোড, পূর্ব- ২ লেআউট প্লট, পশ্চিম- নন-মেটাল রোড।	**ক) ৩১.০৩.২০২৫ খ) ০৩.০৪.২০২৫ গ) ৭,৪৫,৫০৫.৭৬ টাকা** (সাত লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশো পাঁচ টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা মাত্র) **০৩.০৪.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি অনাদায়ী সুদের সাথে অতিরিক্ত সুদ
২.	**ক) শ্রী শঙ্কর প্রসাদ শ'** দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রথম ফ্লোরে ফ্ল্যাট, কে.এম.সি. প্রেমিসেস নং ৩৩২, সরসুনা মেইন রোড, ১৩/২৭৬, সরসুনা ওয়ার্ড নং ১২৭, মৌজা - বাসুদেবপুর, জে.এল. নং ১৫, আর.এস. নং ৮২, তৌজি নং ৩৫১, থানা - সরসুনা, কলকাতা- ৭০০ ০৬১। **এ/সি নং- ৫০৪৬৮৭৬৯৫১৭** **খ) পার্ক স্ট্রিট শাখা**	দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রথম ফ্লোরে কমবেশি ৫৬০ বর্গফুট এসবিইউ পরিমাপের আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল, কেএমসি প্রেমিসেস নং ৩৩২, সরসুনা মেইন রোড, ওয়ার্ড নং ১২৭, কেএমসি. (এস.এস. ইউনিট) মূল্যায়ন নং ৪১-১২৭-১৫-০১৪০-০, দাগ নং ৩৫৬, সি.এস. খতিয়ান নং ২০০, মৌজা বাসুদেবপুর, জে.এল. নং ১৫, আর.এস. নং ৮২, তৌজি নং ৩৫১, থানা - সরসুনা, কলকাতা - ৭০০ ০৬১, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সীমানা:** উত্তরে- বিজয় সর্দারের বাড়ি, দক্ষিণে- ১০ ফুট প্রশস্ত কে.এম.সি. রোড, পশ্চিমে- তারক ব্যানার্জির বাড়ি। **স্বত্বাধিকারী/ বন্ধকদাতা: শ্রী শঙ্কর প্রসাদ শ'**	**ক) ২৮.০৩.২০২৫ খ) ০৩.০৪.২০২৫ গ) ১৪,০৯,৮৭৫.২০ টাকা** (চৌদ্দ লক্ষ নয় হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা এবং কুড়ি পয়সা মাত্র) **০৩.০৪.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি ০৩.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে পেমেন্ট প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সুদ ।
৩.	**ক) ১. শ্রী তারকেশ্বর দুবে,** পিতা-রামফের দুবে মঙ্গল ভবন, ফ্ল্যাট নং ১বি, হোল্ডিং নং আর.জি.এম ১১/২৪৫২, আর.জি.এম ১৬৯৭/৯৬, তেঘরিয়া, চিনার পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৫৭। **২. শ্রীমতী সুমন দুবে স্বামী- শ্রী তারকেশ্বর দুবে** মঙ্গল ভবন, ফ্ল্যাট নং ১বি, হোল্ডিং নং আর.জি.এম ১১/২৪৫২, আর.জি.এম ১৬৯৭/৯৬, তেঘরিয়া, চিনার পার্ক, কলকাতা - ৭০০ ০৫৭। **এ/সি নং- ৭৬৭২২৮৫৯৯০** **খ) পাইকপাড়া শাখা**	পূর্ব-পশ্চিম দক্ষিণ দিকে ১ম ফ্লোরে স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নম্বর ১ বি এর সকল যার পরিমাপ প্রায় ১১৮৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া । ৩টি শয়নকক্ষ, ১টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১টি পূজা ঘর, ১টি রান্নাঘর, ১টি বাথরুম এবং প্রিভি, ১টি টয়লেট, ২টি বারান্দা নিয়ে গঠিত, সেইসঙ্গে মঙ্গল ভবন নামে বহুতল ভবনের অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার বা স্বার্থ, যা মৌজা - তেঘোরি, পরগনা কালিকাতা, জে.এল. নং ৯, আরএস নং ১১৬, তৌজি নং ১৯১, আরএস খতিয়ান নং ২৩০ এবং ২৩১, আরএস এলআর দাগ নং ১৯৩, ১৯৫, পৌর হোল্ডিং নং আরজিএম- ১১/২৪৫ এবং আরজিএম- ১৬৯৭/৯৬, তেঘোরিয়া, ওয়ার্ড নং ১১, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভা, থানা- এখন বাগুইহাটি (পূর্বতন রাজারহাট), জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা এ অবস্থিত। নিবন্ধিত দলিল নং আই-১৯০৪- ১১৭৬৭/২০১৬ তারিখ ২২.১২.২০১৬ । **সীমানা:** উত্তরে- ২০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, দক্ষিণে - ১২ ফুট প্রশস্ত রাস্তা, পূর্বে- পরশ নাথ রায়ের জমি এবং পশ্চিমে আরেকটি স্কিম প্লট নং ই/৯। প্লট নং কে, স্কিম প্লট নং ই/১০বি এর আরএস দাগ নং ১৯৫ এর অংশ।	**ক) ০৭.০৪.২০২৫ খ) ১১.০৪.২০২৫ গ) ২৯,৭৮,৩৮৯.০০ টাকা।** (উনত্রিশ লক্ষ আটাশ হাজার তিনশো উননব্বই টাকা মাত্র) ১১.০৪.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি এই তারিখ থেকে পেমেন্ট প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সুদ ।

তারিখ: ১১.০৬.২০২৫
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Bank of India BOI — Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	**ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী দেবাশিস নায়ক** পিতা শ্রী বিধান নায়ক, কেলেজোড়া, **এবং সহ ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি নমিতা বাউড়ি** পিতা তারাপদ বাউড়ি, কেলেজোড়া বারাবনি, বর্ধমান, দোমহানি বাজার , জেলা : বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত : ৭১৩৩৩৪। **খ) শাখা : আসানসোল।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের জমি এবং ভবন সম্পত্তি শ্রী দেবাশিস নায়ক পিতা শ্রী বিধান নায়ক কেলেজোড়া, **উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-২৩০১-০২৫৮১/২০২৩, তারিখ ১৩.০৭.২০২৩** এবং অবস্থিত মৌজা : কেলেজোড়া,জেএল নং ৪৬, এলআর প্লট নং ৩২০৫, এলআর খতিয়ান নং ১১১৩, এরিয়া : ৫০৭৮ ডেসিমেল, পাঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, বাস্তু (উল্লেখ্য পরিবর্তিত মামলা নং সিএন/২০১৭/২৩০৬/১৬, তারিখ ১৩.০৩.২০১৭), কেলেজোড়া, দোমহানি বাজার, পো : দোমহানি, থানা : বারাবনি, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৩৪। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : অনিতা সাধু এর সম্পত্তি; দক্ষিণে : মাধবী মন্ডলের মালিকানাধীন জমি; পশ্চিমে : পরিমল মন্ডলের সম্পত্তি; পূর্বে :১০ ফুট চওড়া সড়ক।	**ক) ০৫.০৬.২০২৫ খ) ১৪.০২.২০২৫ গ) ২৩,৭৩,৭৬৬.২৮ টাকা (তেইশ লাখ তিয়াত্তর হাজার সাতশ ছেষট্টি টাকা এবং আঠাশ পয়সা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ
২	**ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী পাপ্পু রাউত,** পিতা শ্রী চণ্ডী রাউত, **এবং সহ ঋণগ্রহীতা শ্রী অজয় রাউত,** ধাদকা রোড, ধাদকা ট্যাঙ্ক দক্ষিণ ধাদকা, আসানসোল, জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) শাখা : আসানসোল।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের জমি এবং ভবন সম্পত্তি শ্রী পাপ্পু রাউত পিতা শ্রী চণ্ডী রাউত এবং সহ ঋণগ্রহীতা শ্রী অজয় রাউত এর নামে **উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১- ২৩০৫-০৬৩৭৯/২০২১, তারিখ -১৮.০৮.২০২১** এবং অবস্থিত কাল্লা ব্লু ফ্যাক্টরির নিকট,মৌজা : কাল্লা, জেএল নং ২৮, এলআর প্লট নং ২২৬, এলআর খতিয়ান নং ১০৬২, এরিয়া ১ কাঠা ৪.৫ ছটাক , আসানসোল পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৪ অধীন, হোল্ডিং নং ৩৪৪, পো : কাল্লা,জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩৩৪০। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : সাগরিকা দত্ত এর জমি, পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : তনু দত্ত এর সম্পত্তি।	**ক) ০৫.০৬.২০২৫ খ) ১৩.০৩.২০২৫ গ) ১৬,৯২,২৬০.৫০ টাকা (ষোলো লাখ বিরানব্বই হাজার দুশো ষাট টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ
৩	**ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রীমতি সীমা আচার্য,** স্বামী শ্রী সমীর আচার্য, শতাধীনগর, সিউড়ি, পুকুর, এইচপি কলেজ, ইসমাইল এর নিকট, পো : আসানসোল, জেলা বর্ধমান, পিন : নং : ৭১৩৩০১,পশ্চিমবঙ্গ। **খ) শাখা : আসানসোল।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের জমি এবং ভবন সম্পত্তি শ্রীমতি সীমা আচার্য স্বামী শ্রী সমীর আচার্য এর নামে **উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-৪৬৩১, তারিখ ০৮.০৬.২০০৯** এবং অবস্থিত শতাধীনগর, শ্রী পুকুর এর নিকট এবং সংলগ্ন আরকে সাহার ভবনের, ইসমাইল, আসানসোল, থানা : হীরাপুর, জেলা: পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, আসানসোল পুরসভার অধীন, মৌজা : ইসমাইল, থানা : হীরাপুর, জেলা পশ্চিমবর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, আসানসোল পুরসভা অধীন। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পি কে সাহার সম্পত্তি, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে: আর বি রায় এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : সড়ক এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।	**ক) ০৫.০৬.২০২৫ খ) ১৪.০২.২০২৫ গ) ১০,৮৪,৮৮৫.৯২ টাকা (দশ লাখ চুরাশি হাজার আটশ পঁচাশি টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা) টাকা** এবং পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ

তারিখ : ১০.০৬.২০২৫
স্থান : আসানসোল
অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এই ঘটনার সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করেন।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India — A Government of India Undertaking

দাবি নোটিশ ধারা ১৩(২)

রিজিওনাল অফিস : গ্রেটার কলকাতা
৩, মিডলটন রো, পার্কস্ট্রিট এরিয়া, কলকাতা - ৭০০ ০৭১, পব
ইমেল : crld.rogreaterkolkata@unionbankofindia.bank

প্রতি
১. **আবেদনকারী : শ্রী রাজেশ চৌধুরী,** পিতা প্রয়াত রামচন্দ্র চৌধুরী, ৩৪/১-এ, নলিন সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৪৮
আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং বি, ২য় তল, মনসা অ্যাপার্টমেন্ট, জে এন সিরকার স্ট্রিট, থানা - লেকটাউন, ওয়ার্ড নং ৩২, কলকাতা - ৭০০০৪৮।
সহ-আবেদনকারীগণ :
১(ক) **শ্রী রাকেশ চৌধুরী,** পিতা প্রয়াত রামচন্দ্র চৌধুরী, ৩৪/১-এ, নলিন সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৪৮
আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং বি, ২য় তল, মনসা অ্যাপার্টমেন্ট, জে এন সিরকার স্ট্রিট, থানা - লেকটাউন, ওয়ার্ড নং ৩২, কলকাতা - ৭০০০৪৮।
১(খ) **শ্রীমতী আশা চৌধুরী,** স্বামী শ্রী রাজেশ চৌধুরী, ৩৪/১-এ, নলিন সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৪৮
আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং বি, ২য় তল, মনসা অ্যাপার্টমেন্ট, জে এন সিরকার স্ট্রিট, থানা - লেকটাউন, ওয়ার্ড নং ৩২, কলকাতা - ৭০০০৪৮।
১(গ) **শ্রীমতী সুনীতা চৌধুরী,** স্বামী শ্রী রাকেশ চৌধুরী, ৩৪/১-এ, নলিন সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৪৮
আরও ঠিকানা - ফ্ল্যাট নং বি, ২য় তল, মনসা অ্যাপার্টমেন্ট, জে এন সিরকার স্ট্রিট, থানা - লেকটাউন, ওয়ার্ড নং ৩২, কলকাতা - ৭০০০৪৮।
প্রিয় মহাশয়,
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে **সল্টলেক সেক্টর V শাখা (৯১০৪৫৭)** কর্তৃক অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক **২৯.০৫.২০২৫** তারিখে ইস্যুকৃত নোটিশটি আপনাকে পাঠানো হয়েছিল, যা আপনার ঋণ অ্যাকাউন্ট/গুলিতে আমাদের কাছে থাকা আপনার শেষ জ্ঞাত ঠিকানায় বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানিয়ে। সুতরাং, এই দাবি নোটিশের বিষয়বস্তু এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে।
আপনার দ্বারা গৃহীত ঋণ সুবিধা/ঋণ সুবিধাগুলিকে **১৫.০৪.২০২৫ তারিখে এনপিএ** হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। আপনি ঋণ সুবিধা গ্রহণ করার সময় ঋণের নথিপত্র সম্পাদন করেছেন এবং ব্যাংকের অনুকূলে জামিন রেখেছেন। ঋণ সুবিধা এবং সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ নিম্নরূপ :
২৯.০৫.২০২৫ তারিখে বকেয়া পরিমাণের সাথে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধা, মোট বকেয়া পরিমাণ ৪,১৬,৭৯২.৩৬ টাকা (চার লাখ ষোলো হাজার সাতশ বিরানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা)
জামিনদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং বি, দোতলায় উত্তর মুখী, পরিমাণ এরিয়া ৮৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি , দুই বেড রুম,এক ডাইনিং স্পেস, এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক বারান্দা উক্ত ভবনে সাধারণভাবে পরিচিত মনসা অ্যাপার্টমেন্ট হিসেবে প্রেমিসেস নং ২৭ ডি,জে এন সরকার স্ট্রিট,থানা : লেক টাউন,ওয়ার্ড নং ৩২, কলকাতা : ৭০০০৪৮, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দকলের অধিকার সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট জমি নির্মিত ভবন সংশ্লিষ্ট সকল অংশ কমবেশি পরিমাণ ২ কাঠা ৭ ছটাক ৩০ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : দক্ষিণদারি, দাগ নং ২০৭ এবং ২৭৭ (অংশ),খতিয়ান নং ৬৯৯ এবং ৭০০ (অংশ) স্থানীয় দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ **স্বত্বাধিকারী শ্রী রাজেশ চৌধুরী,** পিতা প্রয়াত রামচন্দ্র চৌধুরী এবং **শ্রী রাকেশ চৌধুরী** পিতা প্রয়াত রামচন্দ্র চৌধুরী, **সমুদয় সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১, জে এন সরকার স্ট্রিট, ভবানী চরন কাপাসের ভবন; দক্ষিণে : অংশত ৮ ফুট চওড়া সড়ক এবং অংশত পুকুর,; পূর্বে : প্রেমিসেস নং ১১ আশুতোষ ঘোষ লেন,কলকাতা : ৭০০০৪৮। ননী গোপাল দে এর ভবন, পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক এবং অংশত খালি জায়গা। **(মূল দলিল নং ১-০২৪৭২/২০১৩)।**
সুতরাং, আপনারা নং ১, ১(ক) এবং ১(খ) এবং ১(গ) ঋণগ্রহীতা হিসেবে নোটিশের শর্ত হিসেবে বকেয়া পরিমাণ **৪,১৬,৭৯২.৩৬** (চার লাখ ষোলো হাজার সাতশো বিরানব্বই টাকা ছত্রিশ পয়সা) টাকা নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ এবং শুল্ক সহ আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে আমরা জামিন অধীনে আমরা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা বকেয়া আদায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করব। সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(১৩) অধীনে ব্যাঙ্কের আগাম অনুমতি ব্যতীত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে জামিনদত্ত সম্পদ হস্তান্তর না করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। অনুগ্রহ করে অবগত হোন উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপ ধারা (৮) অধীনে সংশ্লিষ্ট সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

আপনার বিশ্বস্ত
অনুমোদিত অফিসার

AXIS BANK — অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১
(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমান সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পক্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী প্রতাপ পাহাড়ি এবং শ্রীমতী প্রসাদ পাহাড়ি	ক) ৬২৮২২.৬৫ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০০৯৪৩১১৪২, ০৬.০৮.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ১৬৪৯৫০৬.২১ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২২০৩০০০৯৪৩১১৩৯, ০৬.০৮.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ১৬.০৯.২০২৪ গ) ১০.০৬.২০২৫
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪৭ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : মামুদপুর, জেএল নং ২, এলআর খতিয়ান নং ৫৯৪৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩১৭০, থানা : হিঙ্গলগঞ্জ, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।	
শ্রী সুখেন মন্ডল	ক) ১২০৬৯৯৩.১০ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৯০৩০০২০৯৫৭৬৫৬, ১০.০১.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ৫৩২৮৪.৯৪ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৯০৩০০২০৯৫৭৬৭২, ১০.০১.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ১০.০১.২০২৫ গ) ১০.০৬.২০২৫
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪.১৪ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : সিমুলিয়া, জেএল নং ৫৫, এলআর খতিয়ান নং ১০৬৩, প্লট নং ৪৯৯, থানা : হাসনাবাদ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।	
শ্রী শুভেন্দু পাল শ্রীমতী শ্যামলী পাল এবং শ্রী বিজলি কুমার পাল	ক) ১১১৫৮৭০৮ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৭০৩০০৭৯২২৪৮৭৯, ০৩.০২.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০১.২০২৫ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ৪৭৪৯৯.১৭ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৭০৩০০৭৯২২৪৮৯৫, ০৩.০২.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ১৩.০২.২০২৪ গ) ১০.০৬.২০২৫
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ আনুমানিক ১২.৫০ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : চম্পাডাঙ্গা, জেএল নং ৬৭,এলআর খতিয়ান নং ১২৮৯/৩ এবং ২০০৫/২, এলআর প্লট নং ৪৮, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি,এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।	
শ্রীমতী সুধা রানী বৈদ্য এবং শ্রী বিক্রম বৈদ্য	ক) ১৫৪৩৪৫৬ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০০৯৯০৯৩৫৪, ১২.০৯.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ২৯০৫১.৪৪ টাকা বকেয়া লোন এ/সি নং ৯২৩০৩০০০৯৯০৯৩৯৪, ১২.০৯.২০২৪ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৫.২০২৪ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ১৩.০৯.২০২৪ গ) ১০.০৬.২০২৫
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ২.৪৮ ডেসিমেল কমবেশি অবস্থিত মৌজা : লস্করনগর, জেএল নং ৫২, এলআর খতিয়ান নং ৮৪১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৬৫, থানা : হাসনাবাদ, হাসনাবাদ পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৪ অধীন, এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।	
শ্রী আদম আলি মন্ডল এবং শ্রীমতী ফেরদৌসি বিবি	ক) ৮,৯৯,৫২০.১৯ টাকা (আট লাখ নিরানব্বই হাজার পাঁচশ কুড়ি টাকা এবং উনিশ পয়সা) বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৭০৩০০৫০৮৩৯৩২০, ২৩.০২.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২২ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং ৮৪,৯৯৮.৬৪ টাকা (চুরাশি হাজার নশো আটানব্বই টাকা এবং চৌষট্টি পয়সা) বকেয়া লোন এ/সি নং ৯১৭০৩০০৫০৮৩৯৩১৭, ২৩.০২.২০২৩ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২২ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) খ) ২৩.০২.২০২৩ গ) ১০.০৬.২০২৫
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক এরিয়া ৬ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : ঘোনারবান, জেএল নং ৬, খতিয়ান নং ৩৭,দাগ নং ১৪৬, থানা : মিনাখাঁ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এবং তদস্থিত ভবন এবং নির্মাণ।	

তারিখ : ১১.০৬.২০২৫
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

‘দিদিকে বলো’ নম্বরে ফোনে বাজিমাত

ভাঙনের কবল থেকে এবার মুক্তি, সরকারের বরাদ্দ ১২ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের মঙ্গলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেতালান গ্রাম। এই গ্রামে ১০০ শতাংশ মানুষ কৃষিপ্রধান। কৃষকদের জমির পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে খরস্রোতা দ্বারকেশ্বর নদ। প্রতিবছর এই দ্বারকেশ্বর নদের ভয়াবহ বন্যায় ভাঙনের কবলে পড়ে এলাকার কৃষকরা। বিঘার পর বিঘা কৃষি জমিবিলীন হয়ে যায় নদগর্ভে। গত বছরেও বন্যায় ব্যাপক ভাঙন হয়েছে এলাকায়।

এলাকার কৃষকদের দাবি, তাঁরা বিভিন্ন দপ্তরে দ্বারস্থ হয়েছেন এই ভাঙন রোধের জন্য। অবশেষে বাধ্য হয়ে এলাকার কৃষকরা গত বছরেই ‘দিদিকে বলো’ ফোন নম্বরে ফোন করেছিলেন এবং তাঁদের এলাকার সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন। আর তাতেই বাজিমাত। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অতি তৎপরতা। তড়িঘড়ি রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ইরিগেশন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এলাকার ভাঙন রোধ করার জন্য। যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে ভাঙন রোধের কাজ চলছে। প্রশাসনিক আধিকারিক থেকে শুরু করে বরাত পাওয়ার সংস্থার দাবি বর্ষার আগেই এই কাজ সম্পন্ন হবে। কৃষকদের আর ভাঙনের সমস্যায় পড়তে হবে না। চিন্তায় রাতের ঘুম উড়বে না। সাল বল্লা দিয়ে প্রথমে গার্ডোয়াল করা হচ্ছে। তার ভেতরে বালি বস্তা ভরে নেট বাইন্ডিং করা হবে। এই কাজ সম্পূর্ণ হলে এলাকায় আর ভাঙন দেখা দেবে না। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্য সরকারের এই কাজে খুশি এলাকার কৃষকরা।

পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে এসপির দ্বারস্থ মালদার আত্মঘাতী ব্যবসায়ীর স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে এক মহিলার ব্ল্যাকমেলিংয়ের শিকার হয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যবসায়ী! রীতিমতো মৃত্যুর আগে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার লাইভ ভিডিও ফুটেজ মোবাইলবন্দি করে রাখেন ওই ব্যবসায়ী। এই ঘটনার পর বামনগোলা থানার পুলিশকে অভিযোগ জানায় মৃতের পরিবার। কিন্তু ঘটনার প্রায় ২৫ দিন পার হয়ে গেলেও বামনগোলা থানার পুলিশ প্রয়োজনীয় কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। বরঞ্চ অভিযুক্তরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মঙ্গলবার পুরো বিষয়টি নিয়েই অবশেষে পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদবের দারস্থ হয়েছেন মৃতের পরিবার। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বামনগোলা থানাকে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন মালদা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। ঘটনাটি ঘটেছে বামনগোলা থানার খুটাদহ এলাকায়।

গত ১৬ মে আত্মহত্যার ঘটনাটি ঘটান ওই ব্যবসায়ী। ১৭ মে বামনগোলা থানায় অভিযুক্ত মহিলা প্রতিমা বিশ্বাস, তাঁর স্বামী বিশাল বিশ্বাস-সহ তিন জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের স্ত্রী যুথিকা অধিকারী মণ্ডল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মনোজিৎ মণ্ডল (৩৬)। তাঁর বাড়ি বামনগোলা থানার মদনাবতী গ্রাম পঞ্চায়েতের খুটাদহ এলাকায়। কাপড় ব্যবসায়ী মনোজিতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থানার বিনোদপুর এলাকার এক গৃহবধূ প্রতিমা বিশ্বাসের ফেসবুকে আলাপ হয়। ব্যবসায়ী মনোজিতের সেই আলাপ ধীরে ধীরে প্রেম এবং ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কে পৌঁছয়। কিন্তু ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরকীয়ায় যুক্ত গৃহবধূ প্রতিমার বিভিন্ন সময়ে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি তাঁর স্বামী এবং ওই মহিলা নিজেই কৌশলে মোবাইলে রেকর্ডিং করে নেন বলে অভিযোগ। কয়েক মাস ধরে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও মোবাইলবন্দি করার পর শুরু হয় ব্ল্যাকমেলিং। সামাজিক লজ্জা থেকে বাঁচার জন্যই মাঝেমধ্যে ব্যবসার টাকা ওই মহিলাকে দিতেন মনোজিৎ। কিন্তু এরপর ওই মহিলা ও তাঁর স্বামী প্রায় ৫ লক্ষ টাকার দাবিতেই ওই ব্যবসায়ীর ওপর চাপ দিতে শুরু করেন। অবশেষে এই নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে ১৬ মে ব্যবসায়ী মনোজিত তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় দু' কিলোমিটার দূরে নির্জন একটি পুকুর পাড়ে বসেই কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হন। এই আত্মহত্যা করার সময় মোবাইলে সমস্ত ঘটনার লাইভ ভিডিও ফুটেজ করে রাখেন তিনি।

মৃতের স্ত্রী যুথিকা অধিকারি মণ্ডল বলেন, ‘আমার স্বামী পরকীয়ায় যুক্ত হতে চাননি। ওঁকে রীতিমতো ফাঁসানো হয়েছে। প্রতিমা বিশ্বাস নামে একজন মহিলা এবং তাঁর স্বামী দুজনে মিলেই আমার স্বামীকে ফাঁসিয়েছে। অত্যাচারের সীমা এতটা ছাড়িয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। ওঁর মোবাইল থেকে লাইভ সুসাইড ভিডিও ফুটেজ দেখতে পাই। ১৭ মে প্রতিমা মণ্ডল ও তারঁ স্বামী বিশাল মণ্ডল-সহ তিন জনের নামে বামনগোলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিশ কাউকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এদিন পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছি।’ পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর/অস্থাবর পরিসম্পাদি বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএমই ফিনান্স শাখা, কলকাতা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে"**, আগামী **১৫.০৭.২০২৫** তারিখে **১১,৩৩,৬৭৮.০০ টাকা** (এগারো লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছয়শো আটাত্তর টাকা মাত্র) **০৫.০৬.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি ০৬.০৬.২০২৫ তারিখ থেকে কার্য্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এসএমই ফিনান্স শাখা, কলকাতা (সুরক্ষিত ঋণদাতা)** -এর পাওনা আছে **শ্রী প্রদীপ দে (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা),** পিতা-শ্রী নিরঞ্জন দে, ও-১৩/এ/৬, ফতেহপুর ১ম বাই লেন, শিবনগর খেলার মাঠের কাছে, ওয়ার্ড নং ১৩৬, থানা - মেটিয়াব্রুজ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০২৪- এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) শ্রী প্রদীপ দে (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা),** পিতা- শ্রী নিরঞ্জন দে, ও-১৩/এ/৬, ফতেহপুর ১ম বাই লেন, শিবনগর খেলার মাঠের কাছে, ওয়ার্ড নং ১৩৬, থানা- মেটিয়াব্রুজ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০২৪। **খ) এসএমই ফিনান্স শাখা, কলকাতা**	জমি এবং আবাসিক (জি+২) তিন তলা ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার প্রেমিসেস নং ও-১৩/এ/৬, ফতেহপুর ১ম বাই লেন, শিবনগর খেলার মাঠের কাছে, ওয়ার্ড নং ১৩৬, থানা- মেটিয়াব্রুজ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌজা - গার্ডেনরিচ, শীট নং ১০৬, ১০১, তৌজি নং ৬৭, আর.এস. দাগ নং ৪, আর.এস. খতিয়ান নং ২ জমির পরিমাপ ১ কাঠা ১০ ছটাক ১২ বর্গফুট। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:**- উত্তরে - কেএমসি ড্রেন দ্বারা, দক্ষিণে - ৪ ফুট কমন প্যাসেজ দ্বারা এবং রাজা দে এর সম্পত্তি দ্বারা, পূর্বে - রাজা দে এর সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিমে- ৪ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা।	**১১,৩৩,৬৭৮.০০ টাকা** (এগারো লক্ষ তেত্রিশ হাজার ছয়শো আটাত্তর টাকা মাত্র) **০৫.০৬.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি ০৬.০৬.২০২৫ তারিখ থেকে কার্য্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ সহ	**ক) ৩৪,৪২,০০০.০০ টাকা ( )** (চৌত্রিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,৪৪,২০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার দুইশো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই নিলামের তারিখ এবং সময়ের আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB050387292670** **ঙ) ব্যাংকের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ১১.০৬.২০২৫ থেকে ১৪.০৭.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৫.০৭.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**

দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৯.০৬.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India — A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস: দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬
টেলি : ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন নোটিস

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬) শর্তাধীনে অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিস।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণ ও বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিসমূহ যা **সুরক্ষিত ক্রেডিটর** -এর কাছে মর্টগেজ / চার্জ করা আছে তার **বাস্তবিক /প্রতীকী দখল** নিয়েছেন **ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক সুরক্ষিত, ক্রেডিটর হিসাবে, সেইসকল সম্পত্তিসমূহ **"যেখানে যা আছে", "যেখানে যা কিছু আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে আগামী **২৬.০৬.২০২৫** তারিখ **@ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা** বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অর্থাঙ্ক উদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টসমূহ হতে যা ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সুরক্ষিত ক্রেডিটরের পাওনা রয়েছে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত ক্রেডিটর এবং জামিনদারগণের নিজ নিজ পাওনা।

প্রতিটি সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি-র বিশদ উল্লেখ করা আছে। ওয়েব পোর্টালের দেওয়া ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে বিক্রয় সংঘটিত হবে। প্রতিটি সম্পত্তির জন্য বিড বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০/- টাকা**। বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** - দেওয়া লিংক দেখুন।

অকশনের তারিখ ও সময় : ২৬.০৬.২০২৫, দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা

বিড/ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২৫.০৬.২০২৫, বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত

ইএমডি জমা দেওয়ার পদ্ধতি : বিডার তার ব্যাঙ্কনেট ওয়ালেটে তার ইএমডি অর্থাঙ্ক জমা করবেন

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম, শাখা, সম্পত্তির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ) অকশনের তারিখ ও সময় ঘ) বিড/ইএমডি জমার তারিখ	মোট বকেয়া ০২.০৫.২০২৫ অনুযায়ী। (সহ অ্যাকাউন্ট বন্ধ হওয়া পর্যন্ত তদুপরি সুদ এবং খরচ)
১.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স মা মনসা কোম্পানি** **শাখা: রানাঘাট** **সম্পত্তি:** "কমলা ভিলা" নামে একতলা ভবন, হোল্ডিং নং ৩২, শরৎ পল্লী, পোস্ট ও থানা - রানাঘাট, পিন - ৭৪১ ২০১, সমীর বিড়ি গলি এবং শরৎ পল্লী কালভার্টের কাছে অবস্থিত। ওয়ার্ড নং ১১ মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে, জেএল নং ১৫৫, আরএস দাগ নং ৪৩৬৬, ৪৩৪২, এবং ৭৬৬৭, এলআর. দাগ নং ৯০৬৬, ৯০৩৭, এলআর. খতিয়ান নং ৭৮০৮/১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩২৩, ৪০৬৬৭, রানাঘাট পৌরসভা, জেলা- নদীয়া, **শ্রীমতী সোমা ঘোষ এর মালিকানাধীন।**	ক. ১৭,৯৪,০০০.০০ টাকা খ. ১,৭৯,৪০০.০০ টাকা গ. ২৬.০৬.২০২৫ (দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা) ঘ. ২৫.০৬.২০২৫	১৮,৮৭,৯৯০.০০ টাকা (আঠারো লক্ষ সাতাশি হাজার নয়শত নব্বই টাকা মাত্র)
২.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স আনন্দ ট্রেডারস** **শাখা: পুলিশ লাইন বর্ধমান (৫৩৭৮০)** **সম্পত্তি:** কাঞ্চননগর মৌজায় অবস্থিত জমি সম্পত্তি, জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, ২১৩, ৪৪৬, ৬০৭, ১০১৮, ১৬০২, এলআর. খতিয়ান নং ২৭৬৪, আর.এস. প্লট নং ২৩০৬/পি, এলআর. প্লট নং ৪৫৭৮, হোল্ডিং নং ১১৪/১, মন্তেশ্বরতলা, কাঞ্চননগর, বর্ধমান পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২৪, পোস্ট. - কাঞ্চননগর, থানা - বর্ধমান, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রী শুভজিৎ পুতনন্দীর মালিকানাধীন সম্পত্তি, সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- ১২ ফুট, পৌরসভা রোড, দক্ষিণ - ত্রিদেব মন্ডলের জমি, পূর্ব - ত্রিদেব মন্ডল, পশ্চিম- কমল দাসের জমি	ক. ৪৪,০৫,০০০.০০ টাকা খ. ৪,৪০,৫০০.০০ টাকা গ. ২৬.০৬.২০২৫ (দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা) ঘ. ২৫.০৬.২০২৫	৬৭,৪৬,৪১৪.০০ টাকা (সাতষট্টি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার চারশত চোদ্দো টাকা মাত্র)
৩.	**ঋণগ্রহীতা: সুমন দাস** **শাখা: বর্ধমান পারবীরহাটা (১২৬২১)** **সম্পত্তি:** মৌজা বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং ২১২, সি.এস. দাগ নং ৮২৯, প্রেমিসেস নং ২৫০, বর্ণালীপুর শুরিদ পল্লী, বর্নালীপুর বাজার, বর্ধমান পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে, পোস্ট শ্রীপল্লী, থানা এবং জেলা- বর্ধমান, পিন- ৭১৩১০৩ -এ অবস্থিত একটি জি + ২ বিল্ডিংয়ে দোকানঘরের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **চৌহদ্দি:** উত্তর- লোটাস কোঅপারেটিভ, দক্ষিণ- শ্রী সুবীর দাসের মালিকানাধীন একটি দোকান দ্বারা, পূর্ব- নীলপুর বাজার, পশ্চিমে- ৬’ ফুট চওড়া প্যাসেজ এবং শ্রী বলাই ঘোষের ভবন সহ জমির প্লট দ্বারা।	ক. ৮,৭৬,০০০.০০ টাকা খ. ৮৭,৬০০.০০ টাকা গ. ২৬.০৬.২০২৫ (দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা) ঘ. ২৫.০৬.২০২৫	১২,৫৪,৮৪৯.০০ টাকা (বারো লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশত উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র)
৪.	**ঋণগ্রহীতা: অশোক সিংহ** **শাখা: বাঁকুড়া প্রধান শাখা (৫৪১৫৪১)** **সম্পত্তি:** "স্কাই ভিউ" নামে একটি জি+৫ তলা ভবনের বি-ব্লকের ৩য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট বিয়ারিং নং ৩/বি আবাসিক বাড়ির স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা প্লট আইডি নং ৪-এ অবস্থিত, পৌরসভা ওয়ার্ড নং ৭, খতিয়ান নং ২৮১৬, মৌজা - কেন্দুয়াডিহি, জেএল নং ২১৩, থানা ও জেলা - বাঁকুড়া, ওয়ার্ড ৭, হোল্ডিং নং ২৭৫/বি ফিডার রোড, প্লটের এলাকা ৮৫০ বর্গফুট বাঁকুড়া পৌরসভার অধীনে এবং প্লটটি **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত**- উত্তর - বিএসঅএনএল কমপ্লেক্স, দক্ষিণ- ২০’ চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড বাসস্ট্যান্ড রোডের সাথে সংযুক্ত, পূর্ব- গোবিন্দনগর-কাথুরিডাঙ্গা রোড, পশ্চিম- শ্রী বিশ্বরূপ দত্ত এবং অন্যান্যদের বাড়ি।	ক. ২০,১৬,০০০.০০ টাকা খ. ২,০১,৬০০.০০ টাকা গ. ২৬.০৬.২০২৫ (দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা) ঘ. ২৫.০৬.২০২৫	২০,৯৪,৬৭১.৫১ টাকা (কুড়ি লক্ষ চুরানব্বই হাজার ছয়শত একাত্তর টাকা এবং একান্ন পয়সা মাত্র)
৫.	**ঋণগ্রহীতা: মেসার্স শিবগঙ্গা এন্টারপ্রাইজ** **শাখা: বর্ধমান পুলিশ লাইন শাখা (৫৫৩৭৮৬)** **সম্পত্তি: শ্রীমতী পাপিয়া দে,** স্বামী- দিলীপ কুমার দে এবং **শ্রীমতী সুমনা দে,** স্বামী- সুবল চন্দ্র দে -এর মালিকানাধীন দ্বিতল আবাসিক ভবন ও জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত যার অবস্থান- মৌজা , আলমগঞ্জ, এলআর খতিয়ান নং ৯৬০,৯৬১, জে এল নং ৩১, থানা এবং জেলা - বর্ধমান, আরএস প্লট নং ২৫৯, এলআর প্লট নং ৬৮৬, সাব প্লট নং ০২, ওয়ার্ড নং ২২ বর্ধমান পৌরসভার অধীনে হোল্ডিং নং ৫১/বি এলাকার পরিমাপ ১৬২০ বর্গফুট (প্রায়), **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত**- উত্তর- ১২ ফুট প্রশস্ত পৌরসভা সড়ক, দক্ষিণ- অমল কুন্ডুর সম্পত্তি, পূর্ব- ১২ ফুট প্রশস্ত পৌরসভা সড়ক, পশ্চিম- অন্যান্যের জমি দ্বারা।	ক. ৪৯,৭১,০০০.০০ টাকা খ. ৪,৯৭,১০০.০০ টাকা গ. ২৬.০৬.২০২৫ (দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা) ঘ. ২৫.০৬.২০২৫	৭১,৭৩,৮২৭.০০ টাকা (একাত্তর লক্ষ তিয়াত্তর হাজার আটশত সাতাশ টাকা মাত্র)
৬.	**ঋণগ্রহীতা: সুদীপ মিদ্যা** **শাখা: আঁখোনা শাখা** **সম্পত্তি:** জামনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্লট নং ১৬৭৮ -এ কমবেশি ৪ শতক পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলআর খতিয়ান নং ১০১, এলআর প্লট নং ১৬৭৮ পর্যন্ত । **সীমানা:** উত্তর- জগন্নাথ নন্দীর বাড়ি, দক্ষিণ- রাস্তা; পূর্ব- বিকাশ মিদ্যের সম্পত্তি; পশ্চিম- তাপস পালের সম্পত্তি।	ক. ১৬,৫৩,০০০.০০ টাকা খ. ১,৬৫,৩০০.০০ টাকা গ. ২৬.০৬.২০২৫ (দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা) ঘ. ২৫.০৬.২০২৫	১১,১৬,৫৯৫.০০ টাকা (এগারো লক্ষ যোলো হাজার পাঁচশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র)

আগ্রহী পক্ষের দ্বারা **সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়** হবে **২৫.০৬.২০২৫** কাজের সময় পর্যন্ত এই ই-নিলাম সম্পর্কিত আরও সমস্ত বিবরণের জন্য আগ্রহী ক্রেতাকে সাইটে আপলোড করা নিয়ম ও শর্তাবলী দেখতে হবে। এনপিএ অ্যাকাউন্টের উপরে উল্লিখিত যেকোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোন দায়বদ্ধতা জানা নেই এবং এ বিষয়ে যোগাযোগকারী ব্যক্তিরা হলেন ই-নিলামে রাখা সিকিউরিটিজের সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক।

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, **অর্থাৎ www.unionbankofindia.com** এবং এছাড়াও আইবিএপিআই পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** -এ যান। দরদাতাদের নিবন্ধনের জন্য এবং ই-নিলামে অংশ নিতে দয়া করে এমএসটিসি’র কমার্স ওয়েবসাইট **www.mstcecommerce.com** দেখুন। নিম্নোক্ত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হবে অনলাইন ই-নিলামের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এবং এমএসটিসি’র ই-কমার্স ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্থাৎ **https://baanknet.com** যোগাযোগের মাধ্যমে, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স এর সাথে যোগাযোগ করুন হেল্পলাইন নম্বর **১৮০০১০২২৫০২৬ এবং ০১১-৪১১০৬১৩১** -এ আইবিএপিআই পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।

তারিখ: ১০.০৬.২০২৫
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Union Bank of India — A Government of India Undertaking

নীলগঞ্জ শাখা (৮২৬৮৫৫)
নীলগঞ্জ বাজার, বারাসত-ব্যারাকপুর রোড,
উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১২১

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধক রাখা সম্পদ স্বর্ণ এর বাস্তবিক নিলামের জন্য পাবলিক নোটিশ (অফলাইন)

সুনির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতাকে, এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধক রাখা স্বর্ণের অলঙ্কার পাবলিক নিলামের জন্য, উপরোক্ত শাখায় **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

নীচের উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাগণ ইউনিয়ান **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নীলগঞ্জ শাখা (৮২৬৮৫৫)** থেকে সোনার অলঙ্কারগুলির পরিপেক্ষিতে ব্যাঙ্কের পক্ষে সুরক্ষার প্রতিশ্রুতির (**"গোল্ড লোন সুবিধা"**) মাধ্যমে ক্রেডিট সুবিধা নিয়েছেন। ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে গৃহীত গোল্ড লোন সুবিধার জন্য তাদের বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়ে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার (গণ) কে ডিমান্ড নোটিশ জারি করা হয়েছিল। যেহেতু ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) বকেয়া ঋণের পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ব্যাঙ্ককে অঙ্গীকার করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং বিশেষভাবে তফসিল -১-এ বর্ণিত বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির বাস্তবিক নিলাম (অফলাইন) বিক্রয় করার প্রস্তাব করা হয়েছে **১৯.০৬.২০২৫ (তারিখ) সকাল ১১.০০ টা থেকে (বাস্তবিক অকশনের সময়)** **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে",** এবং **"সেখান যা কিছু আছে" এবং "রিকোর্স ব্যতীত"** ভিত্তিতে।

যেখানে অঙ্গীকার চুক্তির অধীনে ব্যাংক তার ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলীর ভিত্তিতে ব্যাংকের বকেয়া ঋণ আদায়ের জন্য তফসিল-১ নিলামের জন্য স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে-

বিক্রয়ের শর্তাবলী :

ক) ‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা আছে তা আছে’, এবং ‘সেখান যা কিছু আছে’ এবং ‘রিকোর্স ব্যতীত’ ভিত্তিতে বিক্রয় হবে এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলছে এমন স্বত্ব, শর্ত বা অন্য কোনো তথ্যের জন্য ব্যাংক দায়ী নয়।

খ) নিলামটি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নীলগঞ্জ শাখা, নীলগঞ্জ বাজার, বারাসত-ব্যারাকপুর রোড, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০ ১২১, পশ্চিমবঙ্গ -তে ১৯.০৬.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে ।

গ) আগ্রহী ক্রেতা/দরদাতাকে জমা দিতে হবে ইএমডি এর পরিমাণ যা ধার্য করা হয়েছে **২৫,০০০/- টাকা (পঁচিশ হাজার টাকা)** ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নীলগঞ্জ শাখা (৮২৬৮৫৫)** অথবা অফিস অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার/আরটিজিএস/এনইএফটি আকারে (নাম - ইনওয়ার্ড আরটিজিএস); **অ্যাকাউন্ট নং ২৬৮৫১১৯৮০০৫০০০০; আইএফএস কোড: UBIN0826855** অনুকূলে **১৯.০৬.২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টা** বা তার আগে উল্লিখিত শাখায় জমা দিতে হবে। ইএমডি এর জন্য চেক গ্রহণ করা হবে না। অবশিষ্ট এইচ১ বিডের পরিমাণ নিলামের দিনে অর্থাৎ ১৯.০৬.২০২৫ তারিখে এইচ১ বিডারকে সফল বিডিং সম্পন্ন হওয়ার পর পরিশোধ করতে হবে।

ঘ) তফসিল ১ -এ উল্লিখিত বিবরণগুলি ব্যাঙ্কের কাছে থাকা সর্বোত্তম তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে এবং কোনও ত্রুটি, ভুল বিবরণ বা বাদ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করবে না।

ঙ) **১৯.০৬.২০২৫ তারিখে, সকাল ১১.০০ টা থেকে** ইন্টার-সে-বিডিং সমস্ত ইচ্ছুক ক্রেতাদের উপস্থিতিতে সঞ্চালিত হবে, যারা ইএমডি/ট্রান্সফার (পয়েন্ট নং গ -তে উল্লিখিতমতো) -এর জন্য যথাযথ ডিমান্ড ড্রাফ্ট জমা করেছে। যে পরিমাণ দর বাড়ানো যাবে তা ব্যাঙ্ক তার বিবেচনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে।

চ) নথিভুক্ত কারণগুলির জন্য, যে কোনও কারণে নিলাম প্রক্রিয়া বাতিল করা এবং জমা দেওয়া ইএমডি ফেরত দেওয়া ব্যাঙ্কের বিবেচনার মধ্যে থাকবে এবং দরদাতাদের কাছ থেকে সেই বিষয়ে কোনও দাবি বা প্রতিনিধিত্ব ব্যাঙ্ক গ্রহণ করবে না।

ছ) যে ব্যক্তিকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে তাকে নিলামের তারিখে সম্পূর্ণ দর পরিশোধ করতে হবে।

জ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফল দরদাতা দ্বারা উপরোক্ত নির্ধারিত পরিমাণের অর্থ প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, বিক্রয় বাতিল করা হবে, এবং ইতিমধ্যে প্রদান করা অর্থ (ইএমডি সহ) বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সম্পদগুলি আবার বিক্রয় করা হবে।

ঝ) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পরে ব্যাঙ্ক বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবে এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ হবে এবং ব্যাঙ্ক কোন দাবি গ্রহণ করবে না।

ঞ) এই নোটিশের কোন কিছুই সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধিত্ব গঠন করে না বা বিবেচিত হবে না। ব্যাঙ্ক যে কোনও কারণে বিক্রয় বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে যে কোনও কারণে বা যেটি উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে বা এমনকি কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং এই ধরনের বাতিলকে দরদাতাদের দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না।

ট) ব্যাঙ্ক তার সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে যে কোনও পর্যায়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড গ্রহণ, প্রত্যাখ্যান এবং বিক্রয়ের যে কোনও শর্ত পরিবর্তিত, পরিবর্তন এবং পরিত্যাগ করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ঠ) দালাল/ফড়িয়াদের সুযোগ দেওয়া হবে না।

পাবলিক নিলামের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাছে থাকা সম্পত্তির বিবরণ এখানে নিম্নে উল্লিখিত অনুযায়ী-

তফসিল ১

শাখার নাম	গ্রাহকের নাম	অ্যাকাউন্ট নং-	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ অনুসারে অর্থের অবশিষ্ট পরিমাণ সহ ব্যাংকের চুক্তিভিত্তিক হার অনুসারে অতিরিক্ত সুদ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ
নীলগঞ্জ শাখা (৮২৬৮৫৫)	মহঃ আবেদ আলি	২৬৮৫১৬৫৪০০০০৪৭০	২,৫১,০০০.০০ টাকা	২০.০১.২০২৫
	পুলক মন্ডল	২৬৮৫১৬৫৪০০০০৩৪৭	৪৩,০০০.০০ টাকা	২০.০১.২০২৫
	পুলক মন্ডল	২৬৮৫১৬৫৪০০০০৩৫০	২৯,০০০.০০ টাকা	২০.০১.২০২৫
	সুব্রত হালদার	২৬৮৫১৬৫৪০০০০২৯২	২,৯৪,০০০.০০ টাকা	৩১.০১.২০২৫
		মোট		

তারিখ: ১০.০৬.২০২৫ / স্থান: কলকাতা

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার / ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নীলগঞ্জ শাখা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২৭.০৬.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পর্ণশ্রী পল্লী শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৬৮,২৮,০১১.০০ টাকা** (আটষট্টি লাখ আঠাশ হাজার এগার টাকা) **১৯.০৩.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স নিউ লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বাধিকারী : শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস) ইউনিট ঠিকানা :** ১২/১এ, জামির লেন, বালিগঞ্জ স্টেশনের নিকট, ওয়েস্ট সাইড মলের বিপরীতে, কলকাতা - ৭০০০১৯, ওয়ার্ড নং ৬৮, **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৫ম তল, চিন্ময়ী এনক্লেভ নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা - ৭০০০৬০ কাছ থেকে।

ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**১. ক) মেসার্স নিউ লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বাধিকারী : শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস)** **ইউনিট ঠিকানা :** ১২/১এ, জামির লেন,বালিগঞ্জ স্টেশনের নিকট, ওয়েস্ট সাইড মলের বিপরীতে, কলকাতা : ৭০০০১৯, ওয়ার্ড নং ৬৮, **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৫মতল, চিন্ময়ী এনক্লেভ, নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড,পর্ণশ্রী পল্লি, কলকাতা : ৭০০০৬০। **২. শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস (স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা- অ্যাকাউন্ট -মেসার্স নিউ লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ)(ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা-এইচবিএল অ্যাকাউন্ট-শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস এবং শ্রীমতি শুক্লা বিশ্বাস এর অ্যাকাউন্টের জন্য)** পিতা প্রয়াত নীলমণি বিশ্বাস, **রেজি . ঠিকানা :** বেহালা সেন্ট্রাল গভ. কোয়ার্টার, ব্লক ২২, ফ্ল্যাট নং ৫এ, পো এবং থানা : পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬০,দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৫ম তল, চিন্ময়ী এনক্লেভ, নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড,পর্ণশ্রী পল্লি, কলকাতা : ৭০০০৬০। **৩. শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস, প্রয়াত শ্রীমতি শুক্লা বিশ্বাসের (প্রয়াত) আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা -মেসার্স নিউ লোকনাথ এন্টারপ্রাইজ অ্যাকাউন্টে) (সহ ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা -শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস এবং শ্রীমতি শুক্লা বিশ্বাসের এইচবিএল অ্যাকাউন্টে)** স্বামী শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস, ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ৫মতল, চিন্ময়ী এনক্লেভ, নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড,পর্ণশ্রী পল্লি, কলকাতা : ৭০০০৬০। আরও ঠিকানা : বেহালা সেন্ট্রাল গভ. কোয়ার্টার, ব্লক ২২, ফ্ল্যাট নং ৫এ, পো এবং থানা : পর্ণশ্রী, কলকাতা : ৭০০০৬০,দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **খ) পর্ণশ্রী পল্লি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ এরিয়া ৮০০ বর্গফুট কমবেশি (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) (লিফট সুবিধা) (টাইলস মেঝে) পাঁচ তলায় পশ্চিম দিকে ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ২ বেড রুম,১ লিভিং/ডাইনিং,১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ ডবু সি এবং ব্যালকনি জি-৪ তলা ভবনে চিন্ময়ী এনক্লেভ নামে , নির্মিত জমির পরিমাণ এরিয়া ১৯ ডেসিমেল সমপরিমাণ ১১ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : বেহালা, সিএস দাগ নং ৫৭২, ৫৭৩ এবং ৩১৭৯, আরএস দাগ নং ৩২২৪, সিএস খতিয়ান নং ১৮৭০, আরএস খতিয়ান নং ৮৭৬৯, জেএল নং ২,আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, পরগনা : বালিয়া, থানা : পূর্বতন বেহালা বর্তমানে পর্ণশ্রী, এডিএসআর অফিস বেহালা, পূর্বতন দক্ষিণ সুবারবন মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩২ অধীন, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৩২২, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড (ডাক ঠিকানা ১৩৬, বনমালি নস্কর রোড), কলকাতা: ৭০০০৬০,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০২-২০১৭, পৃষ্ঠা ৩১৫৩১ থেকে ৩১৫৬৫, দলিলনং ১৬০২০১০৯৯-২০১৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত জেলা সাব রেজিস্টার অফিস-ডিএসআর -২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **সম্পত্তি শ্রী তপেন্দু বিশ্বাস এবং শ্রীমতি শুক্লা বিশ্বাসের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : শঙ্কর চক্রবর্তীর জমি, দক্ষিণে : ২৩ ফুট চওড়া সাগর মান্না রোড, পূর্বে : সাগর অ্যাপার্টমেন্ট, পশ্চিমে : ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	**৬৮,২৮,০১১.০০ টাকা** (আটষট্টি লাখ আঠাশ হাজার এগার টাকা) **১৯.০৩.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, মূল্য, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ২৬,১০,০০০.০০ টাকা (*)** (ছাব্বিশ লাখ দশ হাজার টাকা) **খ) ২,৬১,০০০.০০ টাকা** (দুই লাখ একষট্টি হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50313322375** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৮১০০০ ০২০২১

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ১১.০৬.২০২৫ থেকে ২৬.০৬.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৭.০৬.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৬.০৫.২০২৫
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

উত্তর ভারতের ছয় রাজ্যের ১৮ শহরে তাপপ্রবাহের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: উত্তর ভারত জুড়ে গরমের দাপট বাড়ছে। দেশের ছয় রাজ্যের ১৮ শহরে ইতিমধ্যেই তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে যে, তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যে ছয় রাজ্যে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে সেগুলি হল; রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি এবং ওড়িশায় এই সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে, দিল্লি-এনসিআর, পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের বেশির ভাগ জেলায়। আগামী দু'দিন এই রাজ্যগুলিতে তাপপ্রবাহ জারি থাকবে বলে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের কিছু অংশে তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঝড়ের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে কেরল, কর্নাটক, পুদুচেরি, তেলঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গোয়া, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, ছত্তীসগড় এবং ঝাড়খণ্ডে।

রাজস্থানে গরমের দাপট তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে বলে জানিয়েছে সে রাজ্যের আবহাওয়া দপ্তর। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে পশ্চিমের জেলা জয়সলমের, বাড়মের, জোধপুর, পালী, জালোর এবং সিরোহীতে। উত্তরপ্রদেশের ১৯ জেলায় তাপপ্রবাহ এবং লু-এর সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। আগ্রা এবং ঝাঁসিতে সোমবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হরিয়ানার হিসার, ফতেহাবাদ, হিসার, ভিওয়ানী এবং রোহতককেও তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।

দিল্লির বহুতলে আগুন, প্রাণ বাঁচাতে মরণঝাঁপ

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড দিল্লির এক বহুতলে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে ৭ তলা ওই বহুতল থেকে প্রাণ বাঁচাতে মরণ ঝাঁপ। ঘটনার জেরে অন্তত ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রাণ বাঁচাতে দুই শিশু-সহ এক যুবক আটতলা থেকে ঝাঁপ দেন। ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয় বলে খবর। অগ্নিকাণ্ডে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও দু'জন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পাঁচ জন একই পরিবারের সদস্য।

ঝাঁপ দিয়ে আহত হয়েছেন আরও একাধিক জন। ভয়াবহ এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আগুন নেভাতে ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৮টি ইঞ্জিন।

মৃত তিন

সংবাদ মাধ্যম সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে দিল্লির দ্বারকার সেক্টর-১৩ তে। ৭ তলা ওই আবাসনের উপরের তলা দাউদাউ করে জ্বলতে দেখা যায়। ঘটনার জেরে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আবাসনের বাসিন্দারা। প্রাণে বাঁচতে ৭ তলা থেকে ঝাঁপ দেন বেশ কয়েকজন। অত উপর থেকে নিচে লাফ দেওয়ার কারণে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা যাচ্ছে, এখনও পর্যন্ত ওই আবাসনের ভিতরে ২ থেকে ৩ জন আটকে রয়েছেন।

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিভিন্ন দেশে যাওয়া প্রতিনিধিদলের অন্তর্ভুক্ত সাংসদদের সঙ্গে নিজের বাসভবনে নৈশভোজের আসরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নদীতে তলিয়ে প্রাণ গেল ৮ যুবকের

টঙ্ক, ১০ জুন: রাজস্থানের টঙ্ক জেলায় মঙ্গলবার দুপুরে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। নদীতে স্নান করতে নেমে প্রাণ হারালেন ৮ যুবক। ৩ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশের প্রচেষ্টায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা সকলেই রাজধানী জয়পুরের হসনপুর এলাকার বাসিন্দা। পিকনিকের উদ্দেশ্যে ১১ জনের একটি বন্ধুর দল নদীতে আসে। দুপুরে কয়েকজন স্নানের সময় হঠাৎ ডুবে যেতে থাকেন। তাঁদের বাঁচাতে আরও বন্ধুরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ফলে একে একে ৮ জন ডুবে যান নদীর গভীরে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় চলে উদ্ধার কাজ। নদী থেকে একে একে উদ্ধার হয় ৮ টি মৃতদেহ। উদ্ধার হওয়া ৩ যুবক বর্তমানে সুস্থ আছেন বলে জানা গিয়েছে।

৩৬ ঘণ্টায় ৬ বার ভূমিকম্প

নয়াদিল্লি, ১০ জুন: ভারত-মায়ানমার সীমান্ত এলাকায় গত ৩৬ ঘণ্টায় ৬ বার কেঁপে উঠেছে মাটি। শেষ কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে মঙ্গলবার সকালে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৮ থেকে ৪.৫। শেষবার ভূমিকম্পের খবর মিলেছে মঙ্গলবার ১১টা বেজে ২১ মিনিট নাগাদ।

মণিপুরেও এই কম্পন অনুভূত হয়েছে। ৬টি কম্পনের সব ক'টিই মৃদু থেকে মাঝারি। ফলে তেমন ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। মার্চ মাসেই মায়ানমারে তীব্র ভূমিকম্পের জেরে প্রাণ হারিয়েছেন তিন হাজারের বেশি মানুষ।

ভূবিজ্ঞানীদের মতে ভারত-মায়ানমার সীমান্ত একটি ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল। এই অঞ্চলটি একটি জটিল টেকটোনিক জোনের মধ্যে অবস্থিত, যেখানে ভারতীয় এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের মধ্যে মাঝমাঝেই সংঘর্ষ হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সক্রিয় সংবেদনশীল 'সাবডাকশন অঞ্চল' এবং মায়ানমারের 'সাগাইং ফল্ট' দুই-ই এই অঞ্চলের ভূমিকম্পের জন্য দায়ী।

আমেরিকায় ভারতীয় তরুণের সঙ্গে অপরাধীর মতো আচরণে সরব দূতাবাস

নিউ জার্সি, ১০ জুন: আমেরিকার নিওয়ার্ক বিমানবন্দরে এক ভারতীয় তরুণকে মাটিতে ফেলে পিছমোড়া করে হাতকড়া পরানোর ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসেছে নিওয়ার্কের ভারতীয় কনস্যুলেট। মার্কিন অভিবাসন আধিকারিকদের এহেন আচরণের ভিডিও ঘিরে শোরগোল শুরু হতেই এই বিষয়ে সরব ভারতীয় দূতাবাস।

এক্স হ্যান্ডেলে দূতাবাস জানায়, 'সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট আমাদের নজরে এসেছে, যেখানে দাবি করা হয়েছে একজন ভারতীয় নাগরিক নিওয়ার্ক বিমানবন্দরে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। আমরা এই বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। ভারতীয় নাগরিকদের সাহায্যের জন্য দূতাবাস সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

গত রবিবার আমেরিকার নিউ জার্সির নিওয়ার্ক বিমানবন্দর থেকে কুণাল জৈন নামের এক অনাবাসী ভারতীয় ওই ভিডিয়ো পোস্ট করেন। ভিডিয়োয় দেখা যায়, এক তরুণকে মাটিতে ফেলে পিছমোড়া করে হাতকড়া পরাচ্ছে পুলিশ। কুণাল বলেন, সম্ভবত ওই তরুণকে নিওয়ার্ক থেকে ভারতে ফেরত পাঠানো হচ্ছিল। তরুণটি কালো পোশাক পরিহিত ছিলেন। তিনি কাঁদছিলেন। কর্তৃপক্ষে তাঁর সঙ্গে অপরাধীর মতো আচরণ করছিল। তিনি লেখেন, 'নিজের স্বপ্ন পূরণের জন্য ওই তরুণ এসেছিলেন, কারও ক্ষতি করতে নয়।'

ভারতীয় দূতাবাস ও বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করকে ট্যাগ করে এক পোস্টে কুণাল লেখেন, 'অসহায় এই ছেলেটির মা-বাবা জানতেও পারবেন না, তাঁদের ছেলের কী দশা হয়েছে। আমার সঙ্গে একই ফ্লাইটে তাঁর ওঠার কথা ছিল। কিন্তু তাঁকে বিমানে তোলা হয়নি। তাঁকে দেখে দিশাহারা মনে হচ্ছিল। নিউ জার্সি কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে কী করেছে, সেই খোঁজখবর করা উচিত। অসহায় লাগছে। এটা মানবিক বিপর্যয়।'

ভিডিয়োয় দুই পুলিশকর্মীকে 'পোর্ট অথরিটি পুলিশ' লেখা জামা ও টুপি পরা অবস্থায় দেখা গিয়েছে। পোর্ট অথরিটি পুলিশ বিভাগ নিওয়ার্ক ও নিউ জার্সিতে ট্রানজিট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। তারা বিমান ও সমুদ্রবন্দর, বাস ও রেল টার্মিনাল, সেতু, টানেল ও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার কমপ্লেক্সের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে। এই বিষয়ে মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত ভারতীয় দূতাবাস নতুন কোনও তথ্য দিতে পারেনি। তরুণটির পরিচয়ও জানা যায়নি।

ফ্রান্সগামী ফ্লাইটে ইজরায়েল ছেড়েছেন গ্রেটা

তেল আভিভ, ১০ জুন: ত্রাণবাহী জাহাজ থেকে আটক হওয়া সুইডিস পরিবেশ কর্মী গ্রেটা থুনবার্গ ফ্রান্সগামী একটি ফ্লাইটে ইজরায়েল ছেড়েছেন। মঙ্গলবার ইজরায়েলি বিদেশ মন্ত্রক এই তথ্য জানিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট দেওয়া হয়েছে মন্ত্রকের পক্ষ থেকে। তাতে বলা হয়, গ্রেটা থুনবার্গ ফ্রান্স হয়ে সুইডেনগামী একটি ফ্লাইটে করে ইজরায়েল ছেড়েছেন। ওই পোস্টের সঙ্গে থুনবার্গের দু'টি ছবিও প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে থুনবার্গকে বিমানে উঠতে দেখা গিয়েছে। ২২ বছর বয়সী গ্রেটা থুনবার্গ একজন সুপরিচিত পরিবেশ কর্মী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিমানে ভ্রমণ এড়িয়ে চলেছেন। ২০১৯ সালে নিউ ইয়র্কে একটি জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য সমুদ্রপথে যাত্রা করে বিশ্বজুড়ে আলোচনায় উঠে এসেছিলেন গ্রেটা।

ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী জঁ-নোয়েল বাহো মঙ্গলবার বলেন, সোমবার ম্যাডলিন নামের জাহাজটি থেকে গ্রেটা থুনবার্গের সঙ্গে আটক হওয়া অন্তত পাঁচজন পরিবেশে কর্মী স্বেচ্ছায় ইজরায়েল ছাড়তে অস্বীকার করেছেন, তাঁদের বিতাড়িত করা হবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী লিখেছেন, 'গত রাতে আমাদের কনসাল ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের হাতে আটক ছ'জন ফরাসি নাগরিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হন। তাঁদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় ইজরায়েল ছাড়তে সম্মত হয়েছেন এবং আজই দেশে ফিরবেন বলে আশা করা হচ্ছে। অপর পাঁচজনকে বিতাড়িত করা হবে।'

সোমবার ইজরায়েলে আটক হওয়া ফরাসি নাগরিকদের মধ্যে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য রিমা হাসানও আছেন। সোমবার ইউরোপীয় পার্লামেন্টের মুখপাত্র ডেলফিন কলার্ড বলেন, গত কয়েক দিন ও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। ম্যাডলিন জাহাজে থাকা রিমা হাসান ও তাঁর সঙ্গীদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এ যোগাযোগ রাখেন তিনি।

এর আগে ইজরায়েলের বিদেশ মন্ত্রক বলেছিল, যাঁরা বিতাড়ন সংক্রান্ত কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে রাজি হবেন না এবং ইজরায়েল ছাড়তে চাইবেন না, তাঁদের বিতাড়িত করার অনুমতি পেতে বিচারিক কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির করা হবে।

Government of West Bengal
Press Notice
e-Tender are hereby invited from bonafide experienced reliable contractor for execution of the work vide **NIT No-01(e) Soil Conservation- DPAP/2025-26 Dated-09/06/2025**
For details pl visit **:www.wbtenders.gov.in;** Memo **No-173(15); Dt.09/06/2025.**
Sd/- R. Hansda
Assistant Director of Agriculture (Admn)
Soil Conservation, DPAP, Purulia

Office of the NEALLISHPARA GOALJAN GP
Vill+P.O-Tikiapara, Block - Berhampore, Dist - Murshidabad
NIeT No-03/NGGP/2025-26 Memo No. 182/NGP/2025, Dated: 09.06.2025
DATED:-10/06/25 is here by invited through online by the Prodhan Neallishpara Goaljan Gram Panchayat, Berhampore, Murshidabad for civil works upto **16/06/25.** Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Pradhan,
Neallishpara-Goaljan G.P.

Office of the NEALLISHPARA GOALJAN GP
Vill+P.O-Tikiapara, Block - Berhampore, Dist - Murshidabad
NIeT No-04/NGGP/2025-26 Memo No. 183/NGP/2025, Dated: 09.06.2025
DATED:-10/06/25 is here by invited through online by the Prodhan Neallishpara Goaljan Gram Panchayat, Berhampore, Murshidabad for civil works upto **16/06/25.** Details may be obtained from this office during office hours.
Sd/- Pradhan,
Neallishpara-Goaljan G.P.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, **Madhugari Gram Panchayat** (Under Karimpur-I Panchayat Samity), Chechania, Nadia. **NIET No.03/15th CFC/ Madhugari /2025-26,** Last date of submission **20.06.2025 up to 6p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Madhugari Gram Panchayat.

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIQ-03 of 2025-26
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Selection of an event management agency for procurement of souvenir items including packaging of all items in respect of Basirhat Municipality. **e-Tender Start Date: 11.06.2025** at **9.00 am Closing Date: 18.06.2025 at 9.00 p.m.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
CORRIGENDUM
WBMAD/BASIR/E-12 of 2024-25 (2nd call) Instead of : Table-3 :- Eligibility Criteria & Documents to be produced in support of Credential for tender Part I (Prequalification Documents):- Vi) Having valid P. Tax clearance Certificate/Challan, E.S.I & EPF certificate shall be accompanied with the Technical Bid Documents to be submitted Read as : E.S.I & EPF certificate Omitted. For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/-
Chairperson
Basirhat Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NETAJI SUBASH PATH, NORTH 24 PGS, PIN - 743145
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in** Tender Notice No **-587 Dt. 05/06/2025** for Supply and Installation of Branded & reputable company make water Cooler, **Tender ID: 2025_MAD_860670_1 to 3,** Last Date of Bid Submission **26/06/2025 at 17.00 Hrs.**
Sd/-
Kamal Adhikary
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No-588 Dt. 05/06/2025** for Painting and Repair under BEUP Scheme of Kanchrapara Harnett High School, Tender **ID: 2025_MAD_860810_1,** Last Date of Bid Submission **26/06/2025 at 17.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.),দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন উল্লেখিত তারিখে ১৫.০০ টার মধ্যে এবং খোলা হবে ১৫.৩০ টায়। **ক্রম নং.:** ১; **টেন্ডার নং: ই-কেজিপিডব্লিউ-ডিইএন-০৫-২০২৫; কাজের বিবরণ:** ক্যারেজ শপ, খড়গপুর ওয়ার্কশপের স্প্রিং সেকশনের বৃদ্ধি (তৃতীয় কল); **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৯৯১২১৭৭.৪৮; **বায়না মূল্য:** ₹১,৯৮,৩০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** ০.০০; **খোলার তারিখ:** ২৫.০৬.২০২৫; **কাজের সমাপ্তির সময়কাল:** ৬ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ক্রম নং ১-এর জন্য ১১.০৬.২০২৫ থেকে এবং ২৫.০৬.২০২৫ তারিখে ১৫.০০ টা পর্যন্ত। আগ্রহী দরপত্রদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। এই কাজের জন্য কোনও ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরপত্রদাতারা সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। **(PR-246)**

NOTICE
That the declarant being Arora Warehousing and Real Estate Developers Private Limited, having its registered place of Business at 189 Bipin Bihari Ganguly Street, Kolkata - 700012, West Bengal is the owner of land measuring 14 Decimals, alongwith other properties, lying and situate at Mouza - Mouza- Mollarber, J.L. No. 22,R.S and L.R. Dag No. 482, under L.R Khatian No. 6289, P.S - Dankuni and District-Hooghly, Pin-712312.The present owner hereby declares that the chain deed being 2959/2021 dated 12.03.2021 and registered before A.R.A- III, Kolkata and recorded in Book No. I pertaining to the above mentioned property have been misplaced from the present Owners/ Declarant's and subsequently a GD being 2324 dated 27.05.2025 has been filed before Muchipara P.S. The present Owner/Declarant declares, that the property is free from any encumbrance whatsoever and the above sated property and no part of the property has been transferred / disposed to any party. Any person(s) coming into possession of the aforesaid Documents and / or any person(s) who is/are having knowledge of the whereabouts of the Documents, are hereby requested to intimate the undersigned forthwith OR if any person/ authority/association/society/financial institution /trust and /or other entities having any objection/ claim/demand on the above stated property should contact the under signed Advocate with supportive /valid documents, within a period of 14 days from the date of the publication, failing which any claim whatsoever shall not be taken into consideration. That the Public/person/authority/association/ society/financial institution/trust and /or other entities are warned not to deal with the three above stated Document and any person receiving or dealing with the said Documents would do so at their / his / her own risk and responsibility (including criminal liability) and the present Owner /Declarant shall not be liable in any manner whatsoever for any loss incurred by such person(s) on account of any such unauthorized dealing.
Shaktipada Banerjee
Advocate
2, Church Lane,4th Floor,
Room No. 403A,Kolkata - 700001
M: 98317 09195

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah,
Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25634457
CORRIGENDUM-1
Ref: NIeT No.: PM/PWD/2025-26/05
All concerned are hereby informed that in published e-NIT and tender ID No. **2025_MAD_860294_1 to 2025_MAD_860294_5**, an erroneous Tender Notice was uploaded inadvertently & should be ignored. Now the corrected Tender Notice is hereby uploaded and attached with this corrigenda. The inconvenience caused is regretted. All agencies are requested to quote their rate accordingly.
Sd/- **Executive Officer,**
Panihati Municipality

NOTICE INVITING TENDER e-NIT No.
1. **MAR/1127/5th SFC/2025**
2. **MAR/1136/5th SFC/2025**
3. **MAR/1142/15th FC/2025**

dtd.05-06-2025 and 09-06-2025. The Prodhan, Maricha Gram Panchayat, Amdanga Dev. Block, North 24 PGS. invites e-tender from the eligible contractors for the 03 nos .work UNDER TIED. FUND and Bid submission closing (online) : **14-06-2025 and 17.06.2025 upto 17.00 IST**. For details Information/downloading/ uploading etc. may visit the website:- **http://etender.wb.nic.in** or **http://etendesr.gov.in**
Sd/- Prodhan
Maricha Gram Panchayat
Amdanga Dev. Block,
North 24 PGS.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৯.০৬.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই- টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ টিএন-৮০-২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে ব্রিজ নং ১, ৫৬, ৭৩, এক্স/২৬, এক্স/৩৩, বি-৯, ৭, এস-৪১, ১১১, ১১৩, ১১৭, ১১৯, ১৩১, ৭এ, ১৫এ, ১৯এ, ৩৬এ, ৭৩এ, ৪২এ, ৮২এ, ৩-টি, ১০-টি, ৬৬-টি, ৬৭-টি, ৬৮-টি, ৬৯-টি, ১৭ডিএন, কে-১৫-এর সাইড পাথওয়ের জন্য ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত ব্রিজগুলির শক্তিবর্ধন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,৫০,২৬,৬৪৫.২৪ টাকা। **ইএমডি ঃ** ৫,৭৫,১০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে। (SDAH-83/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/30/25-26/ 2nd Call Dated 30.05.2025	Filling of Netaji Sports Complex play ground by carried earth at Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 3,99,794.00

Bid Submission end date is being extended from **09.06.2025 at 11-00 hrs to 14.06.2025 at 11-00 hrs**.For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত
কুমড়াপাড়া, মথুরাপুর-২, পঞ্চায়েত সমিতি
e-Mail ID- kumraparagp@gmail.com
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য E-Tender।
1) 15th FC Tide-E-NIT-07/Kumra/25-26, Date- 10/06/25
2) 15th FC Untide-E-NIT-08/Kumra/25-26, Date- 10/06/25
3) 5th FC Tide-E-NIT-09/Kumra/25-26, Date- 10/06/25
বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
স্বা/- প্রধান
কুমড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

NAIHATI MUNICIPALITY
1, R.B.C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS
TENDER
NIT(E)/22/JUNE-02/GREEN CITY/2025-26
Memo No.: 919/MC-11
Date: 10/06/2025
Online Tenders are invited by the Chairman/Executive Officer/Asstt. Engineer/Sub-Assistant Engineer (Elec.) on behalf of the Naihati Municipality through electronic tendering (e-tendering) for the following 2 no. work from eligible and resourceful Comapanies/ Firms/ Contrctors having sufficient credential and financial capability for executionn of works as depicted hereunder for participating in the tender. Bid submission start date & time (online)-**11.06.2026 after 9.30 Hrs.** Bid submission closing date & time (online)- **27.06.2025 after 16:00 Hrs.** Bid opening date & time for Technical Proposals (online)- **30.06.2025 after 10:00 Hrs. WB Govt. e-tender website must be followed.**
Sd/- **Chairman**
Naihati Municipality

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
দলিল নং ০৭২৮২/২০১২ -এডিএসআর আলিপুর পব এর পৃষ্ঠা খোয়া যাওয়া বিষয়ক
এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশন নং ০৭২৮২/২০১২, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, এর নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাগুলি (বিশেষত শেষ ৩ পৃষ্ঠা, ২য় এনডোর্সমেন্ট পৃষ্ঠা ১ এবং ২ সহ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট পৃষ্ঠা সহ) যা সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকল বাণিজ্যিক অংশ একতলা মেঘনাদ সরণি (সাউদার্ন এভিনিউ), পরিমাণ ৪০০ বর্গপুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১৩ ছটাক ১.৮ বর্গফুট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৩১/১এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণি,থানা : লেক, কলকাতা : ৭০০০২৯,ওয়ার্ড নং ৮৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন,জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হারিয়ে গিয়েছে। পূর্বেই একটি জেনারেল ডায়েরি (জিডিই নং ৭৫৬ তারিখ ০৯/০৫/২০২৫) দায়ের করা হয়েছে এন্টালি থানায়, কলকাতা, সংশ্লিষ্ট স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি কৃষ্মা জয়সিং কর্তৃক।
আরও, কোনও ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট উক্ত হারিয়ে যাওয়া নথি পৃষ্ঠাগুলি পেয়ে থাকলে অপব্যবহার না করতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি কৃষ্মা জয়সিং, সাকিন ফ্ল্যাট হ্যাস৫০১,২০ সি কনভেন্ট রোড, কলকাতা : ৭০০০১৪ ঠিকানায়, যথাশীঘ্র সম্ভব ফেরত দিতে আর্জি জানানো হচ্ছে।
ইসিএল ফিনান্স লিমিটেড উল্লিখিত সম্পত্তি বন্ধক জামিন মাধ্যমে শ্রীমতি কৃষ্মা জয়সিংকে ঋণসুবিধা দিতে বিবেচনা করছে।
অতএব , প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে, কোনও ব্যক্তি বা পক্ষ এর কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ বা দায়বদ্ধতা কোনও প্রকার থাকলে বা উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত (৭) দিনের মধ্যে নথিতথ্য সমর্থিত মতে দাবি(গুলি) পেশ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন উল্লিখিত সাত (৭) দিনের মেয়াদ অতিক্রান্তে, ইসিএল ফিনান্স লিমিটেড উক্ত সম্পত্তি জামিন বন্ধক হিসেবে প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট মেয়াদের পরবর্তীতে গৃহীত দাবি(গুলি) গ্রাহ্য হবে না।
সুপ্রিয় বসু এলএলপি
টেম্পল চেম্বার
রুম নং ৪৮, একতলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০০১
(০৩৩) ৪৬০১৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

NIT No. 01 of 2025-26 of the Assistant Engineer (A-I), Suri (A-I) Sub. Division
On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 02 (Two) groups for- (A) Lifting & Re-Lowering of 10 nos Submersible pump motor set, (B) Rewinding & Repairing of 3 nos 15.0 H.P. Submersible pump motor set are invited by the Assistant Engineer (A-I), Suri (A-I) Sub. Division, Barabagan, Suri, Birbhum from the bonafied agencies having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For detail of each group like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. Last date of application and availability tender paper are 18/06/2025 & 20/06/2025 up to 2.00 P.M. respectively.
Sd/- Assistant Engineer (A-I)
Suri (A-I) Sub Division, Suri, Birbhum.

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
রিজিওনাল অফিস : বাঁকুড়া
মাচানতলা, ফ্যান্সি মার্কেটের নিকটে
বাঁকুড়া, পিন - ৭২২ ১০১, পঃবঃ
গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগ
অ্যাডভোকেট নিয়োগের জন্য আবেদনের আমন্ত্রনের বিজ্ঞপ্তি
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আঞ্চলিক অফিস বাঁকুড়া প্যানেল অ্যাডভোকেটদের/আইন আদালতে ব্যাংকের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পরামর্শদাতা নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করছে, **৫ বছর** ধরে অনুশীলনকারী এবং বার কাউন্সিল (রাজ্য/জেলা কাউন্সিল) -এ নিবন্ধিত আইনজীবীরা তালিকাভুক্তির জন্য যোগ্য। ব্যাংকিং এবং আর্থিক খাত সম্পর্কিত মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ফি এর সময়সূচী, অন্যান্য শর্তাবলী এবং নির্ধারিত আবেদনপত্র আঞ্চলিক অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র এবং সহায়ক নথিপত্র **১৮.০৬.২০২৫** তারিখের মধ্যে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
স্বা/- রিজিওনাল হেড
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, বাঁকুড়া রিজিওন

Chandrabhag Gram Panchayat
Kanaipur, Bantul, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the eligible contractor for execution of different development work vide **NIT No.: WB/HOW/BAG2/CGP/NIET-2/25-26, Date: 27/05/2025.** Construction of 3 nos. PCC Road, 1 no. RoofTop Shed and False Ceiling. **WB/HOW/BAG2/CGP/NIET-3/25-26, Date: 05/06/2025.** Construction of 1 no PCC Road. **WB/HOW/BAG2/CGP/NIET-4/25-26, Date: 10/06/2025.** Construction of 1 no Pucca Drain, Sinking of DWP Pump 250 X 150 mm Dia near Rabibhag at Sansad XVIII and XIX. **WB/HOW/BAG2/CGP/NIET-5/25-26, Date: 10/06/2025.** Construction of 24 nos Filter Chember with silt chember for 3 IMIS villages Under Chandrabhag Gram Panchayat. Details are available in **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Chandrabhag Gram Panchayat

EKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 359, KOLKATA, WEDNESDAY, 11 JUNE 2025, PAGE 8

মাত্র ২৯-এই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আলবিদা জানালেন নিকোলাস পুরান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ক্যারিবিয়ান তারকা নিকোলাস পুরান। সোমবার রাতে ইনস্টাগ্রামে একটি আবেগঘন বার্তায় নিজের অবসরের কথা জানান তিনি। ২৯ বছর বয়সি এই বাঁহাতি ব্যাটার টি-২০ ফরম্যাটে বর্তমান প্রজন্মের অন্যতম সেরা ব্যাটার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ১০৬টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ খেলার রেকর্ড রয়েছে তাঁর নামে। পুরান জানান, দীর্ঘ ভাবনাচিন্তার পরই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ক্রিকেটকে তিনি শুধু খেলাধুলা নয়, বরং একটি আবেগের জায়গা বলেই মনে করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারা, মেরুন জার্সি গায়ে মাঠে নামা, জাতীয় সংগীত গাওয়া;সবকিছুই তাঁর জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা বলে উল্লেখ করেন পুরান। নেতৃত্ব দেওয়ার সময়কেও তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেন। অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেও তিনি জানান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটের প্রতি তাঁর ভালোবাসা চিরকাল অটুট থাকবে। ভক্ত, সতীর্থ, পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি আগামীতেও তাঁদের ভালোবাসা কামনা করেন। পুরানের আগেই হেনরিখ ক্লাসেনের মতো আরেক আন্তর্জাতিক তারকা ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনেই এখন শুধুমাত্র ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে মন দেবেন। একের পর এক তারকা ক্রিকেটার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে শুধু ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক ক্রিকেটে মনোনিবেশ করায় প্রশ্ন উঠছে;এই ধারা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আদৌ টিকে থাকবে কি না?

আইসিসির হল অফ ফেমে জায়গা করে নিলেন নম্বর ৭!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৫ সালে আইসিসি হল অফ ফেমে সাতজন কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। লন্ডনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে, ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আগে এই নামগুলি ঘোষণা করা হয়। এবারের সংযোজনের ফলে আইসিসি হল অফ ফেমে মোট ক্রিকেটারের সংখ্যা বেড়ে হলো ১২২। এই বছর পাঁচজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলা ক্রিকেটার এই সম্মান পেয়েছেন। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে তাঁর নেতৃত্বগুণ, ফিনিশিং দক্ষতা ও উইকেটকিপিংয়ে অসামান্য অবদানের জন্য এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত ২০০৭ সালে টি-২০ বিশ্বকাপ, ২০১১ সালে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ এবং ২০১৩ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল। তিনি একমাত্র অধিনায়ক যিনি আইসিসির তিনটি সাদা বলের ট্রফিই জিতেছেন। ধোনি এই সম্মান পেয়ে জানান, হল অফ ফেমে স্থান পাওয়া অত্যন্ত সম্মানের। সারা বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের পাশে নিজের নাম দেখতে পারা এক অসাধারণ অনুভূতি।দ অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু হেডেন তাঁর ১৫,০০০-এর বেশি রান, দুটি বিশ্বকাপ জয় এবং টেস্টে ৩০টি সেঞ্চুরির জন্য এই তালিকায় স্থান পেয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রেম স্মিথ এবং হাশিম আমলাও তাঁদের ব্যাটিং ও নেতৃত্বের জন্য এই সম্মান পেয়েছেন। নারী ক্রিকেটে অসামান্য অবদানের জন্য পাকিস্তানের সানা মীর এবং আরেকজন মহিলা ক্রিকেটারকেও হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সানা মীর এই সম্মানে ভূষিত প্রথম পাকিস্তানি মহিলা ক্রিকেটার।

বেঙ্গসরকার, ডায়ানা এডুলজি মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুম্বই: সোমবার মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এমসিএ) ক্রিকেট উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হলেন ভারতের পুরুষ ও মহিলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক দিলীপ বেঙ্গসরকার এবং ডায়ানা এডুলজি ।

সোমবার এমসিএ-র শীর্ষ কাউন্সিলের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমসিএর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার এবং খেলার গভীর বোধগম্যতা ক্রিকেট পরিচালনা এবং উন্নয়ন কর্মসূচিতে অমূল্য দিকনির্দেশনা প্রদান করবে, বেঙ্গসরকার প্রয়াত মিলিন্দ রেগের স্থলাভিষিক্ত হলেন, যিনি ফেব্রুয়ারিতে মারা যান। মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সাথে দিলীপ স্যারের সম্পৃক্ততা আমাদের তৃণমূল পর্যায়ের ক্রিকেট কাঠামোকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর মুম্বই ক্রিকেটে ডায়ানা ম্যাডামের অসামান্য অবদান আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে রয়ে গেছে। তাঁদের উপস্থিতি মুম্বই ক্রিকেটের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিরাট মূল্য যোগ করবে, বলেছেন এমসিএ সভাপতি অজিঙ্ক নায়েক।

ভারতের প্রাক্তন প্রধান নির্বাচক বেঙ্গসরকার বর্তমানে বিসিসিআইয়ের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য। তিনি অতীতে এমসিএ-র সহ-সভাপতি এবং ক্রিকেট উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, অন্যদিকে এডুলজি গত এক বছর ধরে এমসিএ-র মহিলা ক্রিকেটের ক্রিকেট উপদেষ্টা ছিলেন।

প্রিমিয়ারেও চ্যাম্পিয়নের তকমা ধরে রাখতে চাইছে ইউনাইটেড কলকাতা

ঋতিকা চক্রবর্তী

গত বছরই বাংলা ফুটবলে যাত্রা শুরু করেছিল ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব। প্রথম বছরেই চ্যাম্পিয়ন হয়ে চমক দিয়েছে এই ক্লাব। এবার পালা প্রিমিয়ার ডিভিশনে লড়াইয়ের। কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে গ্রুপ- বি -তে রয়েছে ইউনাইটেড কলকাতা। মহামেডান, ডায়মন্ড হারবার, ভবানীপুরের মতো প্রতিপক্ষদের সঙ্গে খেলতে হবে। চ্যালেঞ্জ নিতে তৈরি ইয়ান ল -এর দল।

এই বছর ইউনাইটেড কলকাতার হেড কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইয়ান ল -কে। ফুটবল ডিরেক্টর হিসেবে আগে থেকেই ছিলেন রেফারি প্রাঞ্জল ব্যানার্জি। ক্লাব তৈরির ঘোষণা করার পর থেকেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন দেখে ছিলেন সচিব দেবদূত রায়চৌধুরী।সেই স্বপ্ন আরও একবার প্রমাণ করতেই মাঠে নামবে ইউনাইটেড কলকাতার ছেলেরা। দলে রয়েছেন আইএসএল খেলা নারায়ণ দাস, নংদম্বা নাওরেম। বাঙালিদের মধ্যে অমিত টুডু, তুহিন শিকদার, গোলকিপার অভিলাষ পাল। নর্থইস্ট ইউনাইটেড থেকে প্রজ্ঞান ওঝা দলে যোগ দিয়েছেন। সদ্য ভারতীয় জাতীয় দলের সঙ্গে একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেছিল তারা।

দল নিয়ে ভালো ফলের আশায় কোচ ইয়ান ল। মঙ্গলবার অনুশীলনের মাঝে ইয়ান বলেন, গোটা দেশের মধ্যে কলকাতা লিগ নিঃসন্দেহে বড় টুর্নামেন্ট। দল ভালো হয়েছে, কলকাতায় এসে এই চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত আমি। সুপার সিক্সে পৌঁছে প্রথম তিনের মধ্যে থাকতে চাই। শুধু কলকাতা লিগ নয়, আইলিগ নিয়ে ধাপে ধাপে দীর্ঘ পরিকল্পনা রয়েছে ম্যানেজমেন্টের।

প্রাঞ্জল ব্যানার্জির কথায়, লক্ষ্য এবারও এক, চ্যাম্পিয়ন হওয়া। পেশাদারিত্ব বজায় রেখে দল তৈরি করা হয়েছে। দল ভালো ছন্দে আছে, প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে। এই দল ভালো কিছু করবে আশা রাখছি। কোচ ইয়ান ল ও প্রাঞ্জল ব্যানার্জির কথাতেই স্পষ্ট, প্রিমিয়ার ডিভিশনেও চ্যাম্পিয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চাইছে ইউনাইটেড কলকাতা।

হংকং-এর শেষ মুহূর্তের গোলে আবার শূন্য হাতে ফিরলেন সুনীলরা

নিজস্ব প্রতিবেদ: ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান অবস্থা ফের একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল হংকংয়ের বিরুদ্ধে হার। এমন একটা দল, যাদের তিন বছর আগে ৪-০ গোলে হারিয়েছিল ভারত, তাদের কাছেই এবার ১-০ ব্যবধানে হারতে হল ব্লু টাইগার্সদের। অথচ ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত এখনও হংকংয়ের থেকে ২৬ ধাপ এগিয়ে। তবুও কাইতাক স্টেডিয়ামে ৫০ হাজার দর্শকের সামনে অ্যাওয়ে ম্যাচে বারবার সুযোগ নষ্ট করে নিজেদেরই ডোবাল মানোলো মার্কেজের দল। এখনও পর্যন্ত জাতীয় দলের কোচ হিসেবে একটিও ম্যাচ জেতাতে পারেননি তিনি। ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল হংকং। ভারতীয় রক্ষণে সন্দেশ জিঙ্ঘান ও আনোয়ার আলি কিছুটা লড়লেও, গোলমুখে ছিল চূড়ান্ত ব্যর্থতা। মাঝমাঠে ছন্নছাড়া খেলা, আর আশিক কুরুনিয়ান ও লিস্টন কোলাসোর মতো ফরোয়ার্ডদের সুযোগ নষ্ট করা;সব মিলিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল, কেন এখনও সুনীল ছেত্রীর প্রয়োজন জাতীয় দলে। যদিও এদিন তিনি প্রথম একাদশে ছিলেন না, এবং পরে নামলেও তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারেননি। ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট আসে শেষ দিকে। হংকংয়ের এক স্ট্রাইকারকে কভার করতে ব্যর্থ হন আনোয়ার আলি। গোলকিপার বিশাল কাইথ ফ্লাইট মিস করে ফাউল করেন। দুজনের ভুল বোঝাবুঝির ফল পেনাল্টি, যা থেকে গোল করে ম্যাচের একমাত্র লক্ষ্যভেদ করেন ফার্নান্দো পেরেইরা। এই হারের ফলে গ্রুপের তলানিতে রয়েছে ভারত। উজবেকিস্তান, জর্ডনের মতো দল যেখানে ধারাবাহিক ভালো পারফর্ম করছে, সেখানে ভারতের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন সমর্থকরা। শোনা গিয়েছিল, এই ম্যাচ জিতলে খেলোয়াড়রা ৪২ লক্ষ টাকা পুরস্কার পেতেন। কিন্তু না টাকা, না সম্মান;কোনটিই যেন প্রেরণা জোগাতে পারল না। আসল সমস্যা খেলোয়াড়দের মানে, কোচের কৌশলে, না কি দলের জেতার ইচ্ছেতেই? এই প্রশ্নই এখন ঘুরছে কোটি কোটি ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীর মনে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে বৃষ্টির ভ্রূকুটি!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৫ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লুটিসি) ফাইনালে লন্ডনের ঐতিহাসিক লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হতে চলেছে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ১১ জুন থেকে শুরু হবে ম্যাচ। তবে ম্যাচ চলাকালীন বৃষ্টি হলেও হতে পারে। এমনটাই পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

দুই দলই আইসিসির শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট জয়ের লক্ষ্যে নামছে। ১১ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে টেস্ট ফাইনাল। ১৬ জুন রিজার্ভ ডে হিসেবে রাখা হয়েছে। খেলার দ্বিতীয় দিন কিছুটা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা (২৫) থাকলেও, বাকি দিনগুলি মূলত মেঘলা হলেও খেলার উপযোগী থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

উল্লেখ্য, আইসিসি ঘোষণা করেছে যে, ম্যাচ ড্র হলে, দুই দলকে যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। তবে যদি বৃষ্টির কারণে খেলা শেষ করা সম্ভব না হলে, তখন ব্যবহৃত হবে ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ রিজার্ভ ডে। এর আগে ২০২১ সালের ফাইনালে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যেকার ম্যাচেও রিজার্ভ ডে ব্যবহার করতে হয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়া দল অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের নেতৃত্বে টানা দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপা জয় করতে মরিয়া। অন্যদিকে টেম্বা বাভুমার নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকা দীর্ঘ প্রায় তিন দশকের আইসিসি ট্রফি খরা কাটাতে মরিয়া।

গত ১৫ মে ২০২৩-২৫ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য বিপুল অর্থের পুরস্কার ঘোষণা করে আইসিসি। মোট ৫.৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

আইপিএলের ঢঙে দ্বিতীয় সংস্করণে পা দিতে চলেছে বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগ

সাগ্নিক দত্ত

২০২৪ সালের জুনে বাংলার ঘরোয়া ক্রিকেটে যাত্রা শুরু করেছিল বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগ। এবার ১১ জুন থেকে সেই জনপ্রিয় লিগ ফিরছে আরও বড় পরিসরে, আরও গ্ল্যামার ও প্রযুক্তির সংমিশ্রণে। সিএবি আয়োজিত এই লিগ বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এক বিশাল প্রাপ্তি, যা আইপিএল-এর ছায়া বাংলার মাটিতে এনে দিয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে বলিউডি ঢঙে। কলকাতার এক জমকালো স্টেডিয়ামে পারফর্ম করবেন গায়িকা সুনিধি চৌহান, যাঁর কণ্ঠে বাংলা ও হিন্দি হিট গান দর্শকদের মন কাড়বে। থাকবে আলো, ভিজ্যুয়াল এফেক্ট আর সেলিব্রিটি উপস্থিতি;এক কথায় ক্রিকেট ও বিনোদনের অপূর্ব মেলবন্ধন। এবছরের বড় চমক 'বাঁটুল দি গ্রেট'- নারায়ণ দেবনাথের কালজয়ী চরিত্র এবার লিগের অফিসিয়াল ম্যাসকট। শিশুদের নয়, সব বয়সের কাছে এই শক্তিমানের আবির্ভাব মাঠে বাড়াবে উত্তেজনা ও সংযোগ। মোট ৮টি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে খেলবেন বাংলার উঠতি তারকা ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা। গতবার যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সোবিস্কো স্ম্যাশার্স মালদা ও মুর্শিদাবাদ কিংস। প্রিয়াংশু ও মুকেশ কুমার হয়ে উঠেছিলেন নতুন প্রেরণা। এবছর আরও আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় স্ট্রিমিং, টিকিটিং ও প্রোমোশনে এসেছে নতুনত্ব। এই লিগ শুধু খেলা নয়-এটি বাংলার সংস্কৃতি, সম্ভাবনা ও ক্রীড়ার এক উত্ সব। নতুন প্রতিভা খোঁজার মঞ্চ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। এই লিগের হাত ধরেই বাংলা ক্রিকেট এবার ছড়িয়ে পড়ছে জেলার পর জেলা, মাঠে-মাঠে।

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ বাছাইপর্ব: ডি ব্রুইনের গোলে ওয়েলসকে হারাল বেলজিয়াম

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্রাসেলস: সোমবার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ওয়েলসের বিপক্ষে ৪-৩ গোলে জয় পেল বেলজিয়াম। প্রথম আধ ঘন্টার মধ্যেই বেলজিয়াম ৩-০ গোলে এগিয়ে ছিল, কিন্তু ওয়েলস লড়াই করে খেলায় সমতায় ফেরে। তারপর বেলজিয়ামের কেভিন ডি ব্রুইন গোল করে উত্তর আমেরিকায় ২০২৬ সালের ফাইনালের বাছাইপর্বের জন্য একটি সম্ভাব্য মূল্যবান জয় এনে দেন।

এই ম্যাচটি ছিল বিতর্কিত এক লড়াই, যেখানে দুটি পেনাল্টি, একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাইক বাতিল এবং ভিএআরের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত ছিল।

বেলজিয়ামের রেকর্ড গোলদাতা রোমেলু লুকাকু ১৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন, এরপর ১৯ মিনিটে অধিনায়ক ইউরি টাইলেম্যানস এবং ২৭ মিনিটে জেরেমি ডোকু গোল করেন।

বিরতির প্রথমার্ধে হ্যারি উইলসনের স্পটকিকে গোল করেন ওয়েলসের হয়ে এবং দ্বিতীয়ার্ধে সোরবা থমাস এবং ব্রেনান জনসনের গোলে সমতায় ফেরে ওয়েলস।

রোনাল্ডোকে হারিয়ে উয়েফা নেশনস লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জিতলেন গিওকেরেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, লিসবন: পর্তুগালের অধিনায়ক ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো উয়েফা নেশনস লিগের ফাইনালে গোল করেছিলেন। কিন্তু অল্পের জন্য সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হন, ৮টি গোল করে টুর্নামেন্ট শেষ করেন। এই পুরস্কারটি সুইডেনের ভিক্টর গিওকেরেস পেলেন, যিনি শেষ পর্যন্ত ৯টি গোল করেছিলেন।

২৭ বছর বয়সী গিওকেরেস গত দুই মরসুম ধরে স্পোর্টিং লিসবনের হয়ে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন, ১০২টি ম্যাচে ৯৭টি গোল করেছেন এবং ক্লাবটিকে পরপর দুটি লিগ শিরোপা জিততে সাহায্য করেছেন। তার পারফরম্যানস ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আগ্রহ আকর্ষণ করেছে, যা এখন স্পোর্টিংয়ের প্রাক্তন বস রুবেন আমোরিমের অধীনে পরিচালিত।

২০২৪-২৫ উয়েফা ন্যাশনস লিগে শীর্ষ গোলদাতারা-

ভিক্টর গিয়োকেরেস - ৯ গোল

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো - ৮ গোল

এরলিং হাল্যান্ড - ৭ গোল

জর্জেস মিকাউতাদজে - ৭ গোল

রাজভান মারিন - ৬ গোল।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**